4

পরিশিষ্ট ২

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০

(সর্ব শেষ সংশোধনীসহ)

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

ধারা ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও আওতা।– (১) এই আইন ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ২। সংজ্ঞা সমূহ।– বিষয়বস্তু বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে–

(১) 'সেস' ১৮৭৯ সালের আসাম লোকাল রেট্স রেগুলেশনের অধীনে ধার্যকৃত স্থানীয় কর সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) 'দাতব্য উদ্দেশ্য' বলিতে দরিদ্রের ত্রাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, সাহায্য এবং জনহিতকর অন্য যে কোন বিষয়ের উন্নতির বিধান ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) 'কালেক্টর' অর্থ একটি জেলার কালেক্টর এবং এই আইনের অধীনে কোন কালেক্টরের সকল কার্য বা কোন একটি দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন ডেপুটি কমিশনার অথবা অনুরূপ অন্যান্য অফিসারগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(৪) 'কমিশনার' বলিতে ৪৮ ধারার (১) উপ–ধারার অধীনে নিযুক্ত রাষ্ট্রীয় ক্রয় কমিশনারকে বুঝাইবে।

(৫) 'কোম্পানী' বলিতে ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের অনুরূপ অর্থ বহন করিবে;

(৬) সম্পূর্ণ খায়খালাসী বন্ধক, এর অর্থ কোন প্রজা কর্তৃক অর্থ গ্রহণ অথবা অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত শস্য বা ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অগ্রিম প্রদত্ত শস্য ফেরত দানের উদ্দেশ্যে কোন জমির দখল অধিকার হস্তান্তর, এই শর্তে যে, বন্ধকের মেয়াদ কালে এই জমি হইতে প্রাপ্ত মুনাফার সকল প্রকার সুদসহ ঋণের অর্থ পরিশোধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে;

(৭) জোত সমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত "একত্রীকরন"শব্দটি দ্বারা বিভিন্ন জোতে অবস্থিত সকল অথবা যে কোন পৃথক পৃথক দাগের ভূমি একত্রে সন্নিবেশ করার নিমিত্ত পুনঃবন্টন;

(৮) 'সমবায় সমিতি' অর্থ ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন অথবা ১৯৪০ সালের বংগীয় সমবায় সমিতি আইনের অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত অথবা রেজিষ্ট্রিকৃত বলিয়া গণ্য একটি সমিতি;

(৯) 'চাষী রায়ত' বা 'চাষী অধীন রায়ত' অর্থ একজন চাষী রায়ত বা একজন অধীন রায়ত ক্ষেত্র বিশেষে যাহাই হউক, যে স্বয়ং অথবা তাহার পরিবারের সদস্যগণের দ্বারা বা ভৃত্যগণ দ্বারা বা বর্গাদারদিগের দ্বারা অথবা ভাড়া করা শ্রমিকদিগের দ্বারা বা সাহায্যে অথবা অংশীদারগণের সহায়তায় চাষ বাসের নিমিত্ত জমি দখলে রাখে;

(১০) 'পরিত্যক্ত চা বাগান' অর্থ একক ব্যবস্থাপনার অধীনে রাখা জমির যে কোন খণ্ড অথবা খণ্ডের সমষ্টি যাহা চা–এর আবাদ অথবা চা–উৎপাদনের উদ্দেশ্যে দখল, বন্দোবস্ত বা বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল কিংবা যাহার মধ্যে চা–এর ঝাড় ছিল বা আছে এবং সরকার কর্তৃক একটি পরিত্যক্ত চা–বাগান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং এইরূপ জমির উপর সকল দালান কোঠাও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

তবে শর্ত থাকে যে, জমির একটি খণ্ড অথবা খণ্ডগুলিকে পরিত্যক্ত চা–বাগান হিসাবে ঘোষণা প্রদানকালে সরকার বিবেচনা করিতে পারিবেন–

(অ) এই ধরনের জমির অন্যূন ১৫ শতাংশ পরিমিত এলাকায় চা–গাছ রোপন করা হইয়াছে কিনা, যাহার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য অংশে পূর্ববর্তী ৫ বৎসরে চাগাছ রোপন করা হয় নাই; এবং

(আ) পূর্ববর্তী ৭ বৎসরের অধিক কাল যে এলাকায় চা রোপন করা হইয়াছে বিগত ৩ বৎসরে তাহার একর প্রতি উৎপাদন সেই সময়ে বাংলাদেশে চা–উৎপাদনকারী সমগ্র এলাকার একর প্রতি গড় উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ অপেক্ষা কম কি না তৎসম্পর্কে চা–বোর্ডের অভিমত।

(৯খ) 'ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিচালক' বলিতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপের অতিরিক্ত পরিচালক অন্তর্ভুক্ত;

(১০) কোন জমিদারী, রায়তীস্বত্ব, হোল্ডিং, প্রজাস্বত্ব বা জমি সম্পর্কিত 'দায়' অর্থ ঐ জমিদারী, রায়তীস্বত্ব ও হোল্ডিং, প্রজাস্বত্ব বা জমির উপরে দখলদার কর্তৃক সৃষ্ট কোন বন্ধক, প্রদর্শিত খরচ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ভোগাধিকার, উপ-প্রজাস্বত্ব, সংলগ্ন পথে চলাচল করিবার অধিকার অথবা অপরাপর অধিকার বা স্বার্থ কিংবা উহাতে নিহিত তাঁহার নিজস্ব স্বার্থের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করাকে বুঝায়।

(১১) 'এষ্টেট' অর্থ আপাতত-বলবৎ আইন অনুসারে একটি জেলার কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও রক্ষিত রাজস্ব প্রদানকারী জমি ও রাজস্বমুক্ত জমির সাধারণ রেজিষ্টারগুলির কোন একটিতে অন্তর্ভুক্ত জমি এবং সরকারী খাস মহল সমূহ ও রাজস্বমুক্ত জমি যাহা রেজিষ্ট্রার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এবং সিলেট জেলার নিম্নলিখিত জমিও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(অ) যে জমির জন্য অনতিবিলম্বে বা ভবিষ্যতে ভূমি রাজস্ব প্রদান হইবে যাহার জন্য একটি পৃথক চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছে।

(আ) যে জমির জন্য ভূমি রাজস্ব হিসাবে পৃথক একটি অংশ প্রদান করিতে হইবে কিংবা নিম্নরূপ করা হইয়াছে অথচ সেই অর্থের জন্য সরকারের সহিত কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই।

(ই) যে কোন ভূমি যাহা ডেপুটি কমিশনারের রাজস্বমুক্ত এষ্টেট ও রাজস্বমুক্ত ভূমির রেজিষ্টারে একটি সামগ্রীক লিখনীর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু যাহা ঐ রেজিষ্টারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই;

(ঈ) যে কোন ভূমি যাহা সম্পূর্ণভাবে সরকারী সম্পত্তি হিসাবে ১৮৮৬ সালের আসাম ভূমি ও রাজস্ব রেগুলেশনের ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত রাজস্ব প্রদানকারী ও রাজস্বমুক্ত এষ্টেটের সাধারণ রেজিষ্টারে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

(১২) 'হাট' বা 'বাজার' অর্থ সেই স্থান, যেখানে লোকেরা কৃষিপন্য বা সবজি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, চামড়া, মৎস্য, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী অথবা অন্যান্য খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য বা জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী প্রধানতঃ ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্য প্রত্যহ বা সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ দিনে সমবেত হয়। ইহার মধ্যে ঐ স্থানের ঐ সব জিনিসের বা ঐ সব নির্মিত জিনিসের দোকানও অন্তর্ভুক্ত।

(১৩) 'জোত' অর্থ জমির একটি খণ্ড বা খণ্ড সমূহ অথবা তাহার একটি অবিভক্ত হিস্যা যাহা একজন রায়ত বা অধীন রায়ত কর্তৃক দখলকৃত এবং যাহা একটি পৃথক প্রজাস্বত্বের বিষয়বস্তু;

(১৪) 'বসতবাটি' অর্থ সংলগ্ন জমিসহ একটি বাসগৃহ, সেই সংগে এই ধরনের বাস গৃহের লাগোয়া বা সংশ্লিষ্ট কোন আংগীনা, বাগান, পুকুর, প্রার্থনার স্থান এবং ব্যক্তিগত গোরস্থান বা শ্মশান ঘাটকে বুঝায়। বাস গৃহের সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্য অথবা কৃষি বা সবজি চাষের জন্য ব্যবহৃত বহিরাংগন এবং সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যেকার সকল জমি, পতিত থাকুক বা না থাকুক,ইহার সংযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(১৫) 'খাস জমি অথবা' খাস দখলের জমি' বলিতে চিরস্থায়ী নহে এমন ভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া যে কোন জমি তৎসহ উহার উপর বিদ্যমান যে কোন ভবন এবং ইহার সংলগ্ন প্রয়োজনীয় স্থান অন্তর্ভুক্ত;

(১৬) 'ভূমি' অর্থ যে ভূমি আবাদী, অনাবাদী অথবা বংসরের যে কোন সময় পানিতে ভরা থাকে এবং জমি হইতে উদ্ভূত সুবিধা, ঘরবাড়ি, বা দালান কোঠা এবং মাটির সংগে সংলগ্ন অন্যান্য দ্রব্য অথবা মাটির সংগে সংলগ্ন যে কোন দ্রব্যের সহিত স্থায়ীভাবে সংবদ্ধ দ্রব্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১৬ক) আপাতত বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অথবা কোন চুক্তিতে কিংবা কোন আদালতের কোন রায় বা ডিক্রি বা আদেশে যাহাই থাকুক না কেন, ১৬ নং অনুচ্ছেদ বর্ণিত, 'ভূমির' সংজ্ঞার মধ্যে সকল উন্মুক্ত বা বদ্ধ মৎস্য খামার অন্তর্ভুক্ত আছে এবং সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া গন্য করা হইবে।

(১৭) 'অকৃষি প্রজা' অর্থ একজন প্রজা যাহার জমি দখলে রাখার উদ্দেশ্য কৃষি বা সবজি চাষের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। তবে যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী ইজারা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ইজারা সূত্রে জমির উপর নির্মিত দালান কোঠাসহ উহার সংলগ্ন যে কোন প্রয়োজনীয় জমি দখলে রাখে সে ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

(১৮) 'নোটিফিকেশন' অর্থ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি;

(১৮ক) 'উদ্যান' অর্থ মানুষের চেষ্টায় বাড়িয়া উঠা ফল গাছ সমূহের একটি বাগান এবং নারিকেল, সুপারী ও আনারসের বাগান, ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(১৯) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া;

(২০) 'স্বত্বাধিকারী' অর্থ ট্রাষ্টের মধ্যে তাহার নিজের কল্যানে একটি এ্যাষ্ট বা একটি এ্যাষ্টের একটি অংশের স্বত্ব প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি;

(২১) 'রেজিষ্ট্রিকৃত' অর্থ দলিল রেজিষ্টি করার জন্য আপাতত বলবৎ যে কোন আইনের অধিনে রেজিষ্ট্রিকৃত;

(২২) 'খাজনা' অর্থ প্রজার দখলে রাখা জমি ব্যবাহর বা দখল বাবদ প্রজা কর্তৃক তাহার ভূস্বামীকে নগদ অর্থে বা দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে যাহা কিছু আইনত প্রদান যোগ্য অথবা হস্তান্তর যোগ্য;

(২৩) 'খাজনা গ্রহীতা' অর্থ একজন মালিক বা রায়তী স্বত্বের দখলদার এবং সেই সংগে একজন রায়ত, একজন অধীন রায়ত বা একজন কৃষি বহির্ভূত প্রজা যাহার জমি ভাড়া দেওয়া হইয়াছে এবং তৎসহ সেবাকার্য প্রদান করা হইবে এই বিবেচনায় যে ব্যক্তি নিজর জমি দখলে রাখিয়াছে তাহার উপরোস্থ মালিক ইহার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু চিরস্থায়ী ভিন্ন অন্য প্রকারে যে ব্যক্তি তাহার এইরূপ অকৃষি জমি, ইহার উপরের কোন দালান কোঠা এবং তৎসংলগ্ন প্রয়োজনীয় জায়গা স্থায়ীভাবে ভাড়া প্রদান করিয়াছে সে ইহার অন্তর্ভূক্ত নহে;

(২৪) 'রাজস্ব অফিসার' বলিতে এই আইন অনুসারে অথবা উহার আওতায় প্রণীত কোন বিধি মোতাবেক একজন রাজস্ব অফিসারের সকল দায়িত্ব বা যে কোন দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সরকার যাহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন এমন যে কোন রাজস্ব কর্মকর্তা অন্তর্ভূক্ত;

(২৫) 'স্বাক্ষরিত' বলিতে 'চিহ্নিত' অন্তর্ভূক্ত যখন নিজের নাম লিখিতে অক্ষম ব্যক্তিটি এই চিহ্ন প্রদান করে; উল্লেখিত ব্যক্তির নামের সহিত সীলমোহরকৃত ও ইহার অন্তর্ভূক্ত;

(২৬) 'উত্তারাধিকার' বলিতে উইল ব্যতীত ও উইল দ্বারা প্রদত্ত উভয়বিধ উত্তারাধিকার অন্তর্ভূক্ত;

(২৭) 'প্রজা' অর্থ একজন ব্যক্তি যে অপরের অধীনে জমি দখল করিয়া আছে এবং সেই জমির জন্য সেই ব্যক্তিকে খাজনা প্রদানে বাধ্য অথবা বিশেষ চুক্তি ছাড়া বাধ্য থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, 'আধি' বর্গা, বা ভাগ, হিসাবে সাধারণত প্রচলিত ব্যবস্থাধীনে যে ব্যক্তি আন্যের জমি এই শর্তে চাষাবাদ করে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ প্রদান করিবে সে একজন প্রজা নহে, যদি না--

(অ) এইরূপ ব্যক্তি তাহার ভূস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত অথবা তাহার অনুকূলে সম্পাদিত ও তদ্বারা গৃহীত কোন দলিলে একজন প্রজা হিসাবে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে, অথবা--

(আ) কোন দেওয়ানী আদালত কর্তৃক সে একজন প্রজা বলিয়া গন্য হইয়াছে কিংবা হয়;

(২৮) 'মধ্যস্বত্ব' অর্থ মধ্যস্বত্বের দখলদার বা একজন অধীন মধ্য স্বত্বের অধীকারীর স্বার্থ;

(২৯) 'গ্রাম' অর্থ সরকার কর্তৃক কিংবা সরকারের পরিচালিত কোন জরিপে একটি অঞ্চল পৃথক গ্রাম হিসাবে সীমানা চিহ্নিত জরিপকৃত ও রেকর্ডকৃত এলাকা এবং যেখানে এই ধরনের কোন জরিপ করা হয় নাই সেই এলাকা রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কালেক্টর সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে যাহাকে একটি গ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

(৩০) 'বৎসর' বা 'কৃষি বৎসর' অর্থ পহেলা বৈশাখে শুরু বাংলা সনকে বুঝায়;

(৩১) এই এ্যাকটর ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ খণ্ডের ব্যবহৃত সকল শব্দ ও ভাব প্রকাশ, এই আইন যাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই, এবং বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫, অথবা সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫, অথবা সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৩৬ এ ব্যবহৃত ঐ সকল আইন যাহাতে প্রযোজ্য সেই সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহে ঐ সকল আইনের ন্যায় একই অর্থ বুঝাইবে।

ধারা ২ক। অব্যাহতি।— সরকার জনস্বার্থে কোন জমিতে বা বিভিন্ন শ্রেণীর জমিতে নিহিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্বার্থকে এই আইন অনুসারে অর্জন করা হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় খন্ড
দ্বিতীয় অধ্যায়
কতিপয় খাজনা গ্রহিতার স্বার্থে অধিগ্রহণের নিমিত্ত বিশেষ বিধানাবলী

ধারা ৩। কতিপয় খাজনা গ্রহিতার স্বার্থ অধিগ্রহণ এবং উহার ফলাফল।– (১) এই আইন প্রবর্তনের পর যে কোন সময় সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নোটিফিকেশনে নির্ধারিত তারিখ (অতঃপর বিজ্ঞাপিত তারিখ হিসাবে উল্লেখিত হইবে) হইতে খাজনা প্রাপকের নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহন করা আইন সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ক) কোন জেলা, জেলার অংশ বা স্থানীয় এলাকা যাহাই হউক না কেন নোটিফিকেশনে খাজনা প্রাপকদের সংশ্লিষ্ট এষ্টেট, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জমি জমা বা প্রজাস্বত্ব অনুরূপ সকল স্বার্থ, এবং

(খ) সকল খাজনা প্রাপক যাহাদের সম্পত্তি তাহাদের সংশ্লিষ্ট এষ্টেট, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত জমি বা প্রজাস্বত্ব যাহাই হউক না কেন, আপাততঃ ১৮৭৯ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইন অধীনে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাপনায় রহিয়াছে তাহাদের সকল স্বার্থ সেই সংগে এই সকল এষ্টেটের তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত জমি বা প্রজাস্বত্ব মাটির নীচের স্বার্থ এবং খনিজ সম্পদের অধিকার।

(২) ২০ ধারার (২), (৩) (৪), (৫), (৬), উপ–ধারার বিধান সাপেক্ষে সরকার একই সংগে অথবা নোটিফিকেশন প্রকাশের পর যে কোন সময় উপ–ধারা (১)–এর অধীনে যে কোন এষ্টেটে যে কোন খাজনা প্রাপকের স্বার্থ (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত জমি অথবা প্রজাস্বত্ব) অধিগ্রহণ করিতে পরিবেন। যাহা সরকারী গেজেটে ঘোষণার মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ হইতে কার্যকর হইবে (অতঃপর বিজ্ঞাপিত তারিখ হিসাবে উল্লেখিত হইবে)। (উল্লেখিত ধারা মতে তাহার খাস দখলের সকল অথবা কোন জমি সে দখলে রাখার অধিকারী হিসাবে গণ্য হইবে না এবং তাহার খাস দখলের জমির পরিমাণ যাহা হউক এই উপ–ধারা বলে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং (৪) উপ–ধারা (ক) অনুচ্ছেদের অধীনে সরকারের নিকট অর্পিত্ব হয় নাই তাহা সকল দায়মুক্ত অবস্থায় নিরঙ্কুশভাবে সরকারে ন্যাস্ত হইবে।

(২ক) এই ধারার অধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে খাজনা প্রাপকের নাম নির্দিষ্ট করা অথবা উল্লেখিত থাকিবে বা যে সকল এলাকায় তাহাদের স্বার্থ বিদ্যমান তাহার উল্লেখের মাধ্যমে অথবা সরকার নির্ধারিত অনুরূপ অন্য কোন পন্থায় বর্ণিত থাকিবে।

(৩) ১ ও ২ উপ–ধারায় উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি নির্দিষ্ট প্রকারের হইবে এবং নির্দিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) ১ নং উপ–ধারার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ হইতে–

(ক) খাজনা প্রাপকের এষ্টেটের সকল স্বার্থ (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত জমি বা প্রজাস্বত্ব) যাহা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা আছে সেই সংগে তাহাদের খাস দখলের নিচের সকল মাটি ও খনিজ সম্পদে অধিকারের স্বার্থ (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত জমি বা প্রজাস্বত্ব) এবং তৎসহ এই ধরনের জমিতে নির্মিত কোন ইমারত অথবা ইমারতের অংশে এই ধরনের কোন খাজনা গ্রহিতার স্বার্থ এবং কোন এষ্টেটের (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত জমি বা প্রজাস্বত্ব) খাজনা সংগ্রহের জন্য প্রধানতঃ অফিস কাচারি হিসাবে ব্যবহৃত ভবন সকল দায়মুক্ত অবস্থায় নিরঙ্কুসভাবে সরকারের উপর বর্তাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট খাজনা গ্রহিতার বসত বাড়ীর আওতার মধ্যে কোন ইমারতের উপর এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন বিধি প্রযোজ্য হইবে না–

(খ) ১ নং উপ–ধারার অধীনে কোন স্বার্থ অধিগ্রহণ করা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে ঐ সকল স্বার্থের উপর যে সমস্ত রাজস্ব বা খাজনা, সেস এবং তৎসহ সুদ বকেয়া ছিল উহা কালেক্টরের বৈধ পাওনা হিসাবে থাকিয়া যাইবে এবং আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতির হানিকর কিছু না করিয়া ৫৮ ধারার অধীনে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের টাকা হইতে এই সমস্ত বকেয়া খাজনা, সেস সুদসহ কাটিয়া রাখা হইবে।

(গ) উপধারা (১) এর অধীন অধিগ্রহনকৃত যে কোন স্বার্থের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী যে কোন সময়ের জন্য খাজনা প্রাপকের পাওনা সকল বাকী খাজনা, সেস সুদসহ যাহা তামাদি বারীত হয় নাই বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে সরকারের উপর বর্তাইবে ও সরকার কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে এবং অন্যান্য আদায় পদ্ধতি সমূহের হানিকর কিছু না

করিয়া যে ব্যক্তির নিকট উক্ত অর্থ পাওনা ছিল সেই ব্যক্তি ৫৮ ধারার অধীন কোন ক্ষতিপূরণ পাইতে অধিকারী হইলে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের সময় এই সকল বকেয়া খাজনা, সেস সুদসহ কাটিয়া রাখা হইবে।

(ঘ) ১নং উপধারার অধীন স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে ১৮৮২ সালের বেংগল ইমব্যাংকমেন্ট এ্যাকট (বা ১৮৮২ সালের ইষ্ট বেংগল ইমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেনেজ এ্যাকট) মোতাবেক খাজনা প্রাপকের নিকট বকেয়া অর্থ অথবা ভবিষ্যতের কিস্তি পাওনা থাকিলে আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতির হানিকর কিছু না করিয়া ৫৮ ধারার অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে কালেক্টর এই সকল বকেয়া ও ভবিষ্যতের কিস্তির অর্থ কাটিয়া রাখার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(ঘঘ) ১ নং উপধারার অধীন স্বার্থ অধিগ্রহনের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে ১৯৪৪ সালের বংগীয় কৃষি আয়কর আইন মোতাবেক যদি খাজনা প্রাপকের নিকট সরকারের কোন বকেয়া কৃষি আয়কর পাওনা থাকে তবে আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতির হানিকর কিছু না করিয়া ৫৮ ধারার অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরনের অর্থ হইতে কালেক্টর উক্ত বকেয়া পাওনা কাটিয়া রাখার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(ঙ) ১ নং উপধারার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত খাজনা প্রাপকের অধীনে যে সকল প্রজারা এই সকল এষ্টেটের (তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব) ভূমি দখল করিত তাহারা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন প্রজা হিসাবে গণ্য হইবে এবং সরাসরি সরকারকে খাজনা প্রদান করিবে অন্য কাহাকেও নহে।

তবে শর্ত থাকে যে যেক্ষেত্রে ১৯৫৭ সালের পূর্ব বংগীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার আগে ৪৩ (২) ধারা মোতাবেক এষ্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে নিহিত খাজনা প্রাপকের স্বার্থের ক্ষতিপূরন নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় নাই সেক্ষেত্রে ঐ সকল এষ্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে অধিকারী খাজনা প্রাপকের সরাসরি অধীনস্ত প্রজা ঐ সমস্ত ভূমি নিস্কর ভূমি ব্যতিত দখলে রাখার জন্য ১৯(৩) ধারানুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত ও ৫৩ ধারা অনুযায়ী সংশোধনকৃত স্বত্বলিপিতে নির্ধারিত হারে খাজনা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(চ) ২ উপ ধারার অধীন যে সকল খাস ভূমি অধিগ্রহন করা হয় নাই সে সমস্ত ভূমি খাজনা প্রাপকগন সরকারের প্রত্যক্ষ প্রজা হিসাবে দখলে রাখার অধিকারী হইবে এবং ৫ ধারার অধীন নির্ধারিত খাজনা প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।

(চচ) সিলেট জেলা ছাড়া অপরাপর জেলার ক্ষেত্রে ১৯ (৩) ধারা অনুযায়ী স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বা ৫ ধারার অধীন নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত ঙ অনুচ্ছেদের অনুবিধিতে ও চ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রজাগণ ৪র্থ অধ্যায় মোতাবেক প্রনয়নকৃত বিধি অনুযায়ী প্রাথমিক খাজনার বিবরণীতে প্রদর্শিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিবে। সিলেট জেলার ক্ষেত্রে ঙ অনুচ্ছেদের অনুবিধিতে উল্লেখিত প্রজাগণ ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন বা ১৮৮৬ সালের আসাম ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ রেগুলেশন বা ১৯৫০ সালের পূর্ব বংগীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইন মোতাবেক সত্যায়িত খসড়া স্বত্বলিপির উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়নকৃত সাময়িক খাজনার বিবরণীতে প্রদর্শিত হারে সরকারকে খাজনা দিতে হইবে ও চ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রজাগন ৫ ধারা ও তদনুসারে প্রণয়নকৃত বিধি সমূহ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে খাজনা প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ১৯ (৩) ধারার অধীন চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে যদি হ্রাসকৃত হারে বা বর্ধিত হারে ঐ খাজনা দেখানো হয় বা ৫ ধারানুযায়ী হ্রাসকৃত হারে বা বর্ধিত হারে নির্ধারিত হয় বা ৫৩ ধারানুযায়ী উক্ত খাজনার পরিমাণ হ্রাস পায় কিংবা বৃদ্ধি হয় সেক্ষেত্রে ঐ প্রজা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ হইতে পূর্বে দেওয়া খাজনার পরিমাণ কম হইলে নির্ধারিত খাজনার বাকী অংশ দিতে বাধ্য থাকিবে ও বেশী হইলে অতিরিক্ত খাজনা ভবিষ্যতে প্রদত্ত খাজনার সহিত সমন্বয় সাধন করার অধিকারী হইবে।

(ছ) আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতির কিছু না করিয়া ঙ, চ, চচ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বকেয়া খাজনা ১৯১৩ সালের বংগীয় সরকারী দাবী আদায় আইন মোতাবেক আদায়যোগ্য হইবে।

(জ) ঙ অনুচ্ছেদের অধীন যে সকল হস্তান্তরযোগ্য রায়তীস্বত্ব সরকারের অধীন সরাসরি ন্যস্ত (সামগ্রীকভাবে) হইয়াছে তাহা ১৮৬৮ সালের বংগীয় ভূমি রাজস্ব বিক্রয় আইনের ১ ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞার অর্থে একটি রায়তীস্বত্ব হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, (৪) উপধারার অনুচ্ছেদ ঙ, চ, চচ অনুচ্ছেদের অধীন বকেয়া খাজনা আদায়ের তামাদি সময় গণনার সময় সিলেট জেলার ক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের তারিখ হইতে ২৪ মাস সময় বাদ দিয়া গণনা করিতে হইবে।

(ঙ) বিদায়ী খাজনা, প্রাপকগণ, যাহাদের স্বার্থ এই ধারার অধীন অধিগ্রহন করা হইযাছে তাহারা এই আইনের বিধনানুসারে ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী হইবে।

ধারা ৩ক। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে বিবরণী দাখিলের নিমিত্ত নোটিশ।— ৩ ধারা অনুযায়ী এষ্টেট, তালুক, জোত বা প্রজাস্বত্ব বা খাস দখলীয় ভূমিতে বিদ্যমান খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার উক্ত ধারার ১ নং উপধারা বা ২ নং উপধারা মোতাবেক উক্ত স্বার্থ অথবা ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার আগে যে কোন সময়ে নির্ধারিত উপায়ে খজনা প্রাপকের উপর নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে নোটিশ জারীর ৬০ দিনের কম নয় এমন নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশে নির্দেশিতভাবে নিম্নলিখিত সকল অথবা যে কোন তথ্য সংলিত একটি বিবরণী দাখিল করার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(অ) খাজনা প্রাপক কর্তৃক দখলিকৃত এষ্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বের মোট পরিমাণ এবং আয়তন ও বার্ষিক খাজনা ও সেস সমূহ যাহা সে সরকার বা তাহার অব্যবহিত উপরোস্থ জমিদারকে যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়, প্রদান করিয়া থাকে।

(আ) যে গ্রাম সমূহে, থানা সমূহে এবং জেলা সমূহে এষ্টেট,-তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বের ভূমি অবস্থিত তাহার নাম ও সেই সংগে অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের অধিক নয় সময়ের জন্য ব্যবহৃত খাজনা আদায়ের কাগজ পত্রের তালিকা;

(ই) খাজনা প্রাপকের খাস দখলীয় সকল ভূমি যে গ্রামে এবং যে থানায় অবস্থিত তাহার নামসহ ভূমির পরিমাণ, বর্ণনা ও শ্রেণী বিন্যাস।

(ঈ) উক্ত এষ্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের অন্যান্য সহ-অংশীদারগণ যাহারা যৌথভাবে খাজনা প্রাপকের সংগে খাজনা আদায় করিত তাহাদের নাম এবং নির্ধারিত অংশ সমূহের বিবরণ ও

(উ) ঐরূপ অন্যান্য বিবরণ যাহা রাজস্ব অফিসার প্রয়োজন মনে করেন।

ধারা ৪। বিবরণী দাখিলের নিমিত্ত নোটিশ প্রদান এবং নির্দেশ পালন না করার জন্য দন্ড।— (১) ৩ ধারার (১) নং উপধারা মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যত শীঘ্র সম্ভব রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত পন্থায় যাহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইন, ১৮৭৯ মোতাবেক কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস এর পরিচালনাধীন রহিয়াছে সে ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত খাজনা প্রাপককে নোটিশ জারীর মাধ্যমে এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবেন সে;

(ক) নির্ধারিত ফরমে একটি বিবরণী দাখিল করিতে হইবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ থাকিতে হইবেঃ

(অ) উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে সকল এষ্টেট, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে তাহার স্বার্থ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে তাহার মোট পরিমাণ ও বর্ণনা, ও ঐ সবের বার্ষিক খাজনা ও সেস, যাহা সে ভূমির উপরস্থ ভূ-স্বামী অথবা সরকারকে, ক্ষেত্র ভেদে, প্রদান করিত উহার বর্ণনা;

(আ) যে গ্রাম, থানা ও জেলায় এষ্টেট (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের) ভূমি অবস্থিত উহার নাম এবং প্রত্যেক গ্রামের খাজনা ও সেস, কর বাবদ মোট বার্ষিক দাবীর পরিমাণ ও দাবীর সমর্থনে আদায়ের কাগজ পত্রের তালিকা।

(ই) তাহার খাস দখলীয় ভূমির পরিমাণ এবং বর্ণনা;

(ঈ) উক্ত এষ্টেটে, (তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব) খাজনা গ্রহীতার সহিত যৌথভাবে খাজনা আদায়কারী সহ অংশীদারদের নাম ও নির্ধারিত অংশ সমূহ; এবং

(খ) রাজস্ব অফিসারের প্রয়োজন অনুযায়ী অপরাপর তথ্য, কাগজ পত্র বা দলির পত্র এবং নোটিশে উল্লেখিত অফিসারের নিকট নোটিশ জারীর ৬০ দিনের কম নয় এইরূপ সময়ে ঐ এষ্টেট (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব) বিষয়ক সেরেস্তার সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ৩ (ক) ধারা মোতাবেক নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত বিবরণী দাখিল করা হইয়াছে উহা সঠিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া রাজস্ব অফিসার মনে করিলে খাজনা প্রাপককে আর বিবরণী দাখিল করিতে হইবে না।

(২) ১ নং উপধারায় বর্ণিত কাগাজ পত্র যে অফিসার গ্রহণ করিবেন তিনি হস্তান্তরিত কাগজ পত্রের জন্য রশিদ প্রদান করিবেন;

(৩) যৌথভাবে আদায়কারী সকল সহ-অংশীদার যৌথভাবে অধিকৃত এষ্টেট (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব) বিষয়ক (অত্র ধারার ১ নং উপধারা অথবা ৩ (ক) ধারা মোতাবেক নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশ সমূহ পালন করিবার নিমিত্ত যৌথ ও এককভাবে দায়ী থাকিবে।

(৪) অত্র ধারার ১ নং উপধারা অথবা ৩ক ধারা অনুযায়ী যাহার উপর নোটিশ দেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি নোটিশে উল্লিখিত সময় বা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক তাহার বিবেচনামূলক ক্ষমতাবলে মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত সময়ের ভিতর ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত এষ্টেট (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব) বিষয়ক সকল বা কোন নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করে বা কোন তথ্য, কাগজ পত্র অথবা দলিল গোপন করে তাহা হইলে-

(ক) রাজস্ব কর্মকর্তা এইরূপ খেলাফী ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিবার পর জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন যে,

(১) রাজস্ব প্রদানের আওতাভুক্ত এষ্টেটের বা খাজনা প্রদানের আওতাভুক্ত তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের বেলায় এষ্টেটের বার্ষিক রাজস্ব (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বতের) বার্ষিক খাজনার ৫ গুন অবস্থাভেদে, বর্ধিত হইতে পারে; এবং

(২) রাজস্বমুক্ত এষ্টেটের বা খাজনামুক্ত (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের) বেলায় রাজস্ব অফিসার তাহার বিবেচনামূলক ক্ষমতাবলে ২৫০০ টাকার বেশী নহে এইরূপ যে কোন পরিমাণ অর্থ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারেন; এবং

(খ) ইহা ব্যতীত রাজস্ব অফিসার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে ৬ ধারা মোতাবেক প্রদত্ত অন্তবর্তীকালীন আর্থিক সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।

(৫) (ক) ১ নং উপধারা মোতাবেক যাহার উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে সেই খাজনা প্রাপক নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক তাহার বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে যদি নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী তাহার এষ্টেট, (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব) বিষয়ক সেরেস্তার কাগজপত্র হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হয় তবে রাজস্ব অফিসার বা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত অপর কোন ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন ভূমিতে বা দালান কোঠা, যেখানে ঐ সমস্ত কাগজ পত্র পাওয়া যাইবে বলিয়া রাজস্ব অফিসারের বিশ্বাস করার কারণ আছে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে পারিবেন ও উক্ত এষ্টেট (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব) ব্যবস্থাপনা করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত কাগজ পত্র প্রয়োজন বলিয়া তিনি বিবেচনা করিবেন সেই সমস্ত কাগজ পত্র জব্দ করিতে এবং দখল নিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব অফিসার অথবা ঐরূপ অন্য কোন ব্যক্তি দালান সংলগ্ন আবদ্ধ উঠান অথবা বাগানে উহার বাসিন্দা অথবা দখলকারীর অনুমতি ব্যতিত প্রবেশ করিবেন না বা যদি ঐ অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হয় তবে ঐ বাসিন্দা অথবা দখলকারীকে তাহার উদ্দেশ্য সম্বলিত লিখিত ২ ঘন্টার নোটিশ প্রদান ছাড়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপধারার অধিন যে সমস্ত কাগজ পত্র রাজস্ব অফিসার অথবা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক জব্দ করা হইবে উহার একটি তালিকা রাজস্ব অফিসার সংশ্লিষ্ট খাজনা প্রাপককে প্রদান করিতে হইবে।

(খ) ৪ নং উপধারার বিধানের হানিকর কিছু না করিয়া এই উপধারার বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(৬) খাজনা প্রাপক যে এষ্টেট (তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব) বিষয়ক সেরেস্তার কাগজপত্র ২ নং উপধারা মোতাবেক সরকারের কোন অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিয়াছে সে বা উক্ত এষ্টেট (তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের) সংগে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পন্থায় উক্ত কাগজ পত্র পরিদর্শন করার অধিকারী হইবে ও নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া উক্ত কাগজ পত্রের অনুলিপিও পাওয়ার অধিকারী হইবে।

ধারা ৫। খাজনা প্রাপকগণের খাস ভূমির খাজনা নির্ধারণ।- বিজ্ঞপ্তি জারী হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব রাজস্ব অফিসার ২৩, ২৪ (২৫, ২৫(ক), ২৬, ২৭ এবং ২৮ ধারায় বর্ণিত নীতি মালা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ও বিজ্ঞপ্তির সহিত সম্পর্কিত ভূ-সম্পত্তি, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব সমূহে অবস্থিত সকল খাজনা প্রাপকগণের খাস দখলীয় প্রত্যেক ভূমি খন্ডের খাজনা নির্ধারণ করিবেন।

ধারা ৬। অন্তবর্তীকালীন পরিশোধ।- ৩ (১) ধারার অধীনে কোন ভূ-সম্পত্তি (তালুল, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে) কোন খাজনা প্রাপকের স্বার্থ সমূহ অধিগ্রহণ করা হইলে সে বিজ্ঞাপিত তারিখ হইতে নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত

পন্থায় তাহার ঐরূপ স্বার্থের জন্য তাহার ভূ-সম্পত্তির (তালুক, রায়তীস্বত্ব বা প্রজাস্বত্ব সমূহ সে যাহাই হউক, হইতে খাজনা ও সেস বাবদ বার্ষিক যে নীট আয় হইত উহার এক তৃতীয়াংশ নগদ অর্থ অন্তবর্তী পরিশোধ হিসাবে প্রতি বৎসর পাইবেন।

(২) কোন খাজনা প্রাপক যাহার খাস ভূমি ৩ (২) ধারার অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সে বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে নির্ধারিত সময় ও পন্থায় ঐরূপ ভূমির বাবদ ৩৯(১) ধারায় যে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবে উহার শতকারা ৫ ভাগ অর্থ বার্ষিক অন্তবর্তীকালীন পাওনা হিসাবে পাওয়ার অধিকারী হইবে এবং ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নির্ধারণের জন্য ৩৯ ধারার ২,৩ ও ৪ নং উপধারার বিধানবলী যেখানে যেমন প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ১ নং উপধারার উদ্দেশ্যে কোন ভূ-সম্পত্তি, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের কোন বৎসরের প্রকৃত আয় নিরূপণ করার সময় উক্ত ভূ-সম্পত্তি (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব) হইতে সরকার ৩ (২) ধারায় অধিগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে খাজনা ও সেস বাবত যে মোট টাকা আদায় করিয়াছেন উহা হইতে নিম্নলিখিত অর্থ সমূহ বাদ দেওয়া হইবে-

(ক) বিজ্ঞাপিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে সরকার বা উপরস্থ ভূ-স্বামীকে ঐ সকল স্বার্থের নিমিত্ত বার্ষিক রাজস্ব বা খাজনা এবং সেস হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার নিমিত্ত নির্ধারণ করা হইত অথবা হয় সেই পরিমাণ অর্থ;

(খ) যেখানে ৩ ধারার বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইত না সেক্ষেত্রে বংগীয় কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ বা আয়কর আইন ১৯২২ মোতাবেক ঐ আদায়ের উপর যে পরিমাণ খাজনা ধার্য করা হইত উহার গড় পরতা হারের সমপরিমাণ অর্থ;

(গ) বিদায়ী খাজনা প্রাপক যদি আইনানুগভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য থাকিত তবে উক্ত ভূ-সম্পত্তি (তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের) সেচ অথবা রক্ষণমূলক কাজ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইত, যদি থাকে, সেই অর্থ; এবং

(ঘ) মোট আদায়ের শতকরা বিশ ভাগের বেশী নয় অর্থ আদায় চার্জ বাবদ।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র উপধারায় গড় পরতা বলিতে বংগীয় কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ বা আয়কর আইন, ১৯২২-এর বিধানাবলী মোতাবেক বিজ্ঞাপিত তারিখের আগে শেষ বারের মত নির্ধারিত খাজনার গড়ের হারকে বুঝায়।

(৪) ৩ নং উপধারার অধীনে যে পরিমাণ অর্থ বাদ দেওয়া হইবে উহা নির্ধারণের জন্য রাজস্ব অফিসার সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি মালা দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

(৪ ক) ১, ৩ এবং ৪ নং উপধারায় যাহাকিছু থাকুক না কেন, সরকার নির্ধারিত সময়ে এবং পন্থায় ঐরূপ যে কোন খাজনা প্রাপককে যে বৎসরের বাবদ ১ নং উপধারা মোতাবেক অন্তবর্তকালীন অর্থ পাওনা ছিল কিন্তু উক্ত উপধারা তোমাবেক উহা প্রদান করা হয় নাই, উক্ত ১ নং উপধারায় উল্লিখিত অন্তবর্তীকালীন অর্থ প্রদানের পরিবর্তে ৩৫ বা ৩৬ ধারার অধীনে নির্ধারিত ৪২ ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ বিবরণীতে, ৫৪ ধারার অধীনে সংশোধন সাপেক্ষে, চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত ঐরূপ স্বার্থের প্রকৃত আয়ের $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে নগদ অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) অত্র ধারার কোন কিছুই ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ-আল আওলাদ, দেবোত্তর বা অপর কোন অছির অধীনস্থ কোন ভূ-সম্পত্তি, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত, প্রজাস্বত্ব বা ভূমির বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

৬কা ট্রাষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদান।- (১) যে খাজনা প্রাপকের ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ-আল-আল-আওলাদ, দেবোত্তর বা অপর কোন অছির অধীন এষ্টেট, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে বিদ্যমান স্বার্থ ৩ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে নির্ধারিত সময়ে এবং নির্ধারিত নিয়মে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বার্ষিক অন্তবর্তীকালীন আর্থিক সুবিধা হিসাবে নিম্ন বর্ণিত নগদ অর্থ পাইবার অধিকারী হইবে-

(ক) এষ্টেট, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের প্রকৃত আয়ের যতখানি ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ছাড়া দাতব্য এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গ এবং প্রয়োগ করা হইয়াছে ততখানির সমান বার্ষিক বৃত্তি।

(খ) অনুচ্ছেদে (ক) মোতাবেক বার্ষিক বৃত্তি বাদ দেওয়ার পর যদি উক্ত এষ্টেট, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের প্রকৃত আয়ের কোন অংশ অতিরিক্ত থাকে সেই প্রকৃত আয়ের অংশ বাবদ ৩৭ (১) ধারার অধীনে যতখানি ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইবে উহার শতকরা তিন টাকা হারে নির্ধারিত অর্থ।

(২) ১ নং উপধারার অনুচ্ছেদ (ক) এ উল্লিখিত বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ ৩৭ (৩) ধারার অধীনে স্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারনের নিমিত্ত যে নিয়ম বর্ণিত আছে উক্ত একই পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত অর্থ প্রদানের বেলায় ৫৮(৪) ধারা এবং ৫৯(৪) ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ১ নং উপধারার (খ) নং অনুচ্ছেদের নিমিত্ত ৬ নং ধারার ৩ নং এবং ৪ নং উপধারায় উল্লিখিত নিয়মে প্রকৃত আয় নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) যে খাজনা প্রাপকের ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ-আল-আল-আওলাদ, বা অপর কোন অছির অধীন খাস ভূমি ৩ ধারার (২) নং উপধারার অধীন অধিগ্রহন করা হইয়াছে সে বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে নির্ধারিত সময়ে এবং নির্ধারিত নিয়মে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক অন্তবর্তীকালীন সুবিধা হিসাবে নিম্নলিখিত নগদ অর্থ পাইবার অধিকারী হইবে-

(ক) ভূমির আয়ের যতখানি ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ছাড়া দাতব্য এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গ এবং প্রয়োগ করা হইয়াছে ততখানির সমপরিমাণ বার্ষিক বৃত্তি; ও

(খ) উক্ত ভূমির প্রকৃত আয়ের অবশিষ্ট অংশ, যদি থাকে, বাবদ ৩৯ (১) ধারার অধীন যতখানি ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইবে উহার শতকরা তিন টাকা হারে নির্ধারিত অর্থ ও উক্ত অর্থ নির্ধারণের বেলায় উক্ত ধারার ২, ৩ ও ৪ নং উপধারার বিধান সমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) ৪ নং উপধারার (ক) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বার্ষিক বৃত্তির পরিমান ৩৯ ধারার (১ক) উপধারা মোতাবেক স্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারণের যে নিয়ম বর্ণিত আছে উক্ত নিয়ম মোতাবেক নির্ধারিত হইবে ও উক্ত অর্থ প্রদানের বেলায় ৫৮ (৪) ধারা এবং ৫৯ (৪) ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ৭। আপীল।- কোন ব্যক্তি যদি ৪ ধারার (৪) নং উপধারা বা ৫ ধারার অধিন রাজস্ব অফিসারের কোন আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ হন বা ৬ অথবা ৬(ক) ধারা) মোতাবেক রাজস্ব অফিসার কর্তৃক অন্তবর্তীকালীন নির্ধারিত অর্থ প্রদানের আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হন তবে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত আপীল পেশ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ৮। এই অধ্যায়ের অধীনে ধার্যকৃত জরিমানা পরিশোধ ও আদায়।- অত্র অধ্যায়ের অধীনে কোন ব্যক্তিকে জরিমাণা করা হইলে তিনি উহা রাজস্ব অফিসার যে তারিখে জরিমানা করিয়া আদেশ প্রদান করেন সেই তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে অথবা যেক্ষেত্রে ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে ৭ ধারায় কোন আপীল দায়ের করা হয় তবে উক্ত আপীল নিস্পত্তির তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত উপায়ে পরিশোধ করিবেন এবং ঐরূপভাবে উক্ত জরিমানার অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা বংগীয় সরকারী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩-এর অধীনে সরকারী দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

ধারা ৯। ১৯৬৪ সালের ই,পি, এ্যাকট নং ৬ এর ৩ ধারা অনুযায়ী ধারা ৯, ৯ক, ৯ (খ), ৯ (গ) ও ৯ (ঘ) বাতিল করা হয়।

ধারা ১০। অন্তবর্তীকালীন প্রাপ্য অর্থ ক্রোকমুক্ত হইতে অব্যাহতি।- ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি ও ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, ৬ (১) ও (২) ধারার (বা ৬ক ধারার (১) নং উপধারা) অধীন একজন বিদায়ী খাজনা প্রাপকের পাওনা দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী অথবা আদেশ অথবা সার্টিফেকেট জারীর মাধ্যমে ক্রোক করা যাইবেনা যদি না উক্ত ডিক্রী অথবা সার্টিফিকেট কোন ভূসম্পত্তির (তালুক, মধ্যস্বত্ব জোত, প্রজাস্বত্ব বা ভূমির) বকেয়া রাজস্ব, খাজনা অথবা সেস আদায়ের নিমিত্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

ধারা ১০ক। ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ আল-আল আওলাদ, দেবোত্তর অথবা অন্যান্য ধর্মীয় অছির অধীনস্থ কতিপয় খাজনা গ্রহণের স্বার্থ-সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী।- (১) ৩ (৪) ধারার ঙ এবং চচ অনুচ্ছেদ সমূহে বা ৬ক ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, অত্র ধারার বিধানাবলী সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ, য়াক্‌ফ-আল-আল-আওলাদ, দেবোত্তর বা অন্যান্য ধর্মীয় অছির অধীনস্থ খাজনা প্রাপকের স্বার্থ ৩ (১) বা (২) ধারার অধীন অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৬০ সালের পূর্ব বংগীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখ পর্যন্ত উক্ত স্বার্থের অধীনস্থ ভূমি অধিকারে রাখিবার নিমিত্ত প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা অথবা সেস কর আদায়ের মধ্যে দিয়া বা অন্য কোন উপায়ে সরকার ঐ সমস্ত সম্পত্তির উপর দখলের অধিকার প্রয়োগ করেন নাই।

(২) উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণের তারিখে বা তারিখ হইতে মুতাওয়াল্লি বা সেবায়েৎ বা অহিদার, যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়, উক্ত তারিখের অব্যবহিত আগে অধিকৃত সম্পত্তি কৃষি বৎসরের শেস দিন যেদিন ৭৩ ধারার (২) নং উপধারা মোতাবেক উক্ত স্বার্থ সম্পর্কিত ক্ষতিপুরণ নির্ধারণী বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি জারী হইয়াছে সেই দিন পর্যন্ত বা উক্ত সম্পত্তিতে সরকার দখলের অধিকার প্রয়োগ না করা পর্যন্ত, যাহা পরে ঘটিবে, সেই পর্যন্ত, সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালনা করিবে বা পরিচালনা করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৩) উক্ত মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ অথবা অহিদার সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে (৪) নং উপধারায় উল্লিখিত বিধান সমূহ সাপেক্ষে ও উল্লিখিত হারে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রজা কর্তৃক প্রদত্ত সকল খাজনা এবং সেস কর ও খাস জমির ফসলের ভাগ উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণের তারিখ হইতে কৃষি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত বা ২ নং উপধারা মোতাবেক বর্ণিত দখলের অধিকার প্রয়োগ না করা পর্যন্ত, যাহা পরে সংঘটিত হইবে সেই পর্যন্ত আদায়ের অধিকারী হইবে ও তিনি ৬ক ধারা মোতাবেক উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদান এবং উহার মঞ্জুরীর বদলে আদায়কৃত ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অন্যান্য আয় অধিকারে রাখিবেন এবং নিম্নে বর্ণিত অর্থের কম পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত নিয়মে বার্ষিক হারে সরকারকে প্রদান সাপেক্ষে–

(ক) যে পরিমাণ অর্থ ঐ সমস্ত স্বার্থ অধিগ্রহণের অব্যবহিত আগে বার্ষিক রাজস্ব অথবা খাজনা এবং সেস কর বাবদ সরকারকে অথবা উপরস্থ জমিদারকে, যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়, প্রদানের নিমিত্ত কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হয় অথবা হইত; ও

(খ) যে পরিমাণ অর্থ ঐ সমস্ত স্বার্থ অধিগ্রহণ না করা হইলে ১৯৪৪ সালের বংগীয় কৃষি আয়কর আইন মোতাবেক ঐ সমস্ত স্বার্থ হইতে আগত আয়ের উপর কর নির্ধারণযোগ্য হইতঃ

তবে শর্ত থাকে যে, (অ) কোন মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ অথবা অহিদার অস্থায়ী ইজারা ছাড়া অপর কোন নিয়মে খাস ভূমিতে নিহিত কোন স্বার্থ হস্তান্তর বা দায় বা চার্জ সৃষ্টি করার অধিকারী হইবে না; উক্ত অস্থায়ী ইজারা যে বৎসর সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই বৎসরের শেষ তারিখে সমস্ত এক বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য এক সংগে প্রদান করা হইবে না; কালেক্টরের পূর্ব অনুমতি ছাড়া এবং কালেক্টর কর্তৃক এই ব্যাপারে নির্ধারিত শর্ত পালন ছাড়া কোন গাছ কাটা যাইবে না অথবা কোন ইমারত ধ্বংস করা যাইবে না; ঐ সমস্ত শর্তের পরিপন্থী কোন হস্তান্তর বা দায় বা চার্জ সৃষ্টি করা হইলে অথবা কোন ইজারা দেওয়া হইলে উহা বাতিল গণ্য হইবে ও শর্তের পরিপন্থী ভাবে গাছ কাটা হইয়াছে বা যে ইমারত ধ্বংস করা হইয়াছে উহার পূর্ণ মূল্য উক্ত মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ অথবা অহিদারের নিকট হইতে বকেয়া খাজনা অথবা ভূমির রাজস্ব হিসাবে উদ্ধারযোগ্য হইবে।

(আ) কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত যে পরিমাণ অর্থ স্বার্থ অধিগ্রহণের অব্যবহিত আগে মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ অথবা অহিদারের সরাসরি অধীনে ১৮৮০ সালের বংগীয় সেস কর আইন মোতাবেক পথ এবং গণপূর্ত সেস কর বা ১৮৭৯ সালের আসাম স্থানীয় কর রেগুলেশন মোতাবেক স্থানীয় কর প্রজাগণের দ্বারা বার্ষিক হারে প্রদানযোগ্য ছিল সেই পরিমাণ অর্থ ক অনুচ্ছেদে বর্ণিত অর্থ হইতে বাদ যাইবে ও বাংলা ১৩৬৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে কার্যকর হইবে।

(ই) যে ক্ষেত্রে ১ নং উপধারায় উল্লিখিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ অথবা অহিদার উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণের অব্যবহিত আগে কোন রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের কারণে সরকারের নিকট হইতে বা এমন খাজনা প্রাপকের নিকট হইতে যাহার উক্ত রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বে নিহিত স্বার্থ অধিগ্রহন করা হইয়াছে এবং দখল লাভ করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ অথবা অহিদার অত্র ধারা মোতাবেক সরকারের কাছে তাহার বার্ষিক আয়ের সংগে সেই পরিমাণ অর্থের সমপরিমাণ অর্থ সমন্বয় করার অধিকারী হইবে যে পরিমাণ কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ অধিগ্রহনের অব্যবহিত আগে উক্ত রায়তীস্বত্ব জোত বা প্রজাস্বত্বের কারণে বার্ষিক খাজনা এবং সেসকর হিসাবে তাহার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু ১৮৮০ সালের বংগীয় সেস কর আইন মোতাবেক পথ ও গণপূর্ত সেসকর বা ১৮৭৯ সালের আসাম স্থানীয় কর রেগুলেশন মোতাবেক স্থানীয় কর ১৯৬৭ বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হইতে আয় সমন্বয়ের গ্রহণযোগ্য হইবে না ও সমন্বয়ের নিমিত্ত যদি বার্ষিক মোট পরিমাণ অত্র ধারায় উল্লিখিত মোট বার্ষিক আয় অপেক্ষা বেশী হয় তবে অতিরিক্ত অর্থ কোন আইন অথবা চুক্তি অনুযায়ী তাহার নিকট অপর কোন সরকারী পাওনা থাকিলে উহা কাটিয়া লওয়ার পর বাকী অর্থ সরকারের নিকট হইতে পাওয়ার অধিকারী হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ ১৯৪৪ সালের বংগীয় কৃষি আয়কর আইন মোতাবেক অধিগ্রহণের আগে শেষবার যে কর নির্ধারণ করা হইয়াছিল উহার গড় হার বাহির করিয়া খ অনুচ্ছেদের জন্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাইবে।

(৪) অধিগ্রহণের অব্যবহিত আগের খাজনা সাপেক্ষে ভূমির অধিকারী (৩) নং উপধারায় উল্লিখিত প্রজাগণ ৫৩ ধারা মোতাবেক সংশোধন সাপেক্ষে ১৯ ধারার (৩) নং উপধারার মোতাবেক চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানে নির্ধারিত হারে উক্ত ভূমির নিমিত্ত খাজনা পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রজাগণ চূড়ান্তভাবে খতিয়ান প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত চতুর্থ অধ্যায় মোতাবেক প্রণয়ণকৃত বিধিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক খাজনার বিবরণীতে উল্লিখিত হারে উক্ত ভূমির নিমিত্ত খাজনা প্রদান করিবে; ও যে ক্ষেত্রে উক্ত প্রাথমিক খাজনার বিবরণী প্রনয়ন করা হয় নাই সেক্ষেত্রে উক্ত প্রাথমিক খাজনার বিবরণী প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত অধিগ্রহনের অব্যবহিত আগে যে হারে প্রচলিত ছিল সেই হারে খাজনা প্রদান করিবে।

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ১৯ (৩) ধারার অধীন চূড়ান্তভাবে প্রদর্শিত খতিয়ানে হ্রাসকৃত হারে বা বর্ধিত হারে উক্ত খাজনা প্রদর্শিত হয় বা ৪৩ ধারা মোতাবেক উক্ত খাজনার পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত প্রজা পূর্বে দেওয়া খাজনার পরিমাণ কম হইলে নির্ধারিত খাজনার বাকী অংশ দিতে বাধ্য থাকিবে ও বেশী হইলে অতিরিক্ত খাজনা ভবিষ্যতে প্রদত্ত খাজনার সহিত পুর্ব হইতে বলবৎযোগ্য হিসাবে সমন্বয় সাধন করিবার অধিকারী হইবে।

(৫) অত্র ধারা মোতাবেক প্রজার নিকট হইতে মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ বা অহিদারের আদায়যোগ্য বকেয়া খাজনা এবং সেস কর সরকারী পাওনা হিসাবে পুনরুদ্ধারযোগ্য হইবে ও উক্ত মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ বা অহিদার ১৯১৩ সালের বংগীয় সরকারী পাওনা পুনরুদ্ধার আইন মোতাবেক উক্ত বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত নির্ধারিত নিয়মে সার্টিফিকেট কর্মকর্তার নিকট দরখাস্ত করিতে পারি।

(৬) ৪ নং উপধারা অনুযায়ী কোন প্রজা অতিরিক্ত খাজনা প্রদান করিলে সেই দেওয়া খাজনা হইতে মোতাওয়াল্লি অথবা সেবায়েৎ অথবা অহিদার-এর পরিচালনাধীন সময়ে পরবর্তীকালে তদকর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনা উক্ত উপধারা মোতাবেক সমন্বয় করার পর অবশিষ্ট অর্থ উক্ত মোতাওয়াল্লী, সেবায়েৎ অথবা অহিদার সরকারকে পরিশোধ করিবে।

(৭) (৩) বা (৪) নং উপধারা মোতাবেক যে অর্থ মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ অথবা অহিদার কর্তৃক সরকারকে প্রদানযোগ্য ছিল উহা সরকারী পাওয়া হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৮) (৫) নং উপধারা মোতাবেক কোন সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক আদায়কৃত বকেয়া খাজনা এবং সেস কর সংশ্লিষ্ট মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ বা অহিদারকে দেওয়া হইবে।

(৯) অত্র আইনের কোন স্থানে বা আপাততঃ বলবৎ কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, (৪) নং উপধারা মোতাবেক কোন প্রজা কর্তৃক প্রদত্ত বকেয়া খাজনা এবং সেসকর আদায়ের সময়সীমা গণনা করিবার ক্ষেত্রে উক্ত বকেয়া পাওনার সহিত সংশ্লিষ্ট খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের তারিখ হইতে চব্বিশ মাস সময় বাদ দিতে হইবে।

(১০) প্রত্যেক মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ অথবা অহিদার নির্ধারিত ফর্ম-এ এবং নির্ধারিত সময়ে অত্র ধারা মোতাবেক আগের বৎসরে তদকর্তৃক খাজনা এবং সেসকর বাবদ আদায়কৃত অর্থ হইতে তদকর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের হিসাবে সম্বলিত একটি বিবরণী কালেক্টরের কাছে দাখিল করিবে।

(১১) কোন আদালত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন সম্পত্তি সম্পর্কিত অত্র ধারায় বর্ণিত সুবিধার অধিকারী ঘোষণার উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত কোন মামলা অথবা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত না করে ও কালেক্টর সেই ব্যক্তি উক্ত সুবিধার অধিকারী নহে বলিয়া চূড়ান্ত আদেশ প্রদান না করেন।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত দরখাস্ত দাখিলের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি কালেক্টর কর্তৃক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান না করা হয় তবে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মোতাওয়াল্লি, সেবায়েৎ বা অহিদার দেওয়ানী আদালতে মামলা দাখিল করার অধিকারী হইবে।

তৃতীয় খন্ড
তৃতীয় অধ্যায়
সেবার পরিবর্তে ভূমির অধিকারী হওয়া সম্পর্কে বিশেষ বিধানাবলী

ধারা ১১। দখলী স্বত্ব অর্জন।– (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি তাহার সেবার বিনিময়ে কৃষি বা ফল চাষ বা বসবাসের প্রয়োজনে অন্য ব্যক্তির অধীনে ভূমি অধিকারে রাখিলে স্থানীয়ভাবে নানকর, চাকরান অথবা অনুরূপভাবে পরিচিত সেই ব্যক্তি এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অথবা তারিখ হইতে যাহার অধিনে ভূমি অধিকারে রাখে তাহাকে যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা প্রদান সাপেক্ষে ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব অর্জন করিবে ও ১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের যতটা দখলী রায়তের বেলায় প্রযোজ্য হয় ততটা তাহার বেলায়ও প্রযোজ্য হইবে।

(২) (১) নং উপধারায় উল্লিখিত যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা বলিতে ঐরূপ খাজনা বুঝায় যাহা দখলী রায়ত কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ বর্ণনা ও সুবিধা সম্বলিত একই গ্রাম অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভূমির জন্য ঐরূপ প্রজা ও তাহার ভূ-স্বামীর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃত খাজনা বা চুক্তির অবর্তমানে প্রজা বা ভূ-স্বামীর আবেদনক্রমে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত প্রচলিত খাজনার হারের বেশী হইবে না।

ধারা ১২। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রজার বসতবাড়ি উচ্ছেদ।– (১) ১১ ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন যেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রজার বসতবাড়ি তাহার ভূমির মালিকের বসতবাড়ির আঙ্গিনার মধ্যে অবস্থিত থাকে সেক্ষেত্রে হয় সে বা তাহার ভূমির মালিক এই আইন কার্যকর হইবার ৬ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমির দখল সম্বন্ধীয় মোকাদ্দমা গ্রহণ করিবার এখতিয়ার বিশিষ্ট দেওয়ানী আদালতে ঐ প্রজার বসতবাড়ি উচ্ছেদ করিবার আদেশের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) (১) নং উপধারা মোতাবেক আবেদন দায়ের করা হইলে আদালত পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ দিয়া ও যতখানি যথাযথ মনে করিবেন ততখানি সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এবং অনুসন্ধান করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে, ঐ প্রজার বসতবাড়ি ভূমির মালিকের বসতবাড়ির মধ্যে অবস্থিত তবে প্রার্থীত আদেশ জারি করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত যদি দেখেন যে, ১১ ধারা মোতাবেক বা অন্য কোন উপায়ে দরখাস্তে বর্ণিত বসতবাড়ি ছাড়া দখলী রায়ত হিসাবে চাষাবাদের নিমিত্ত ৫ বিঘার কম ভূমি ঐ প্রজার দখলে আছে, তবে আদালত ভূমির মালিক কর্তৃক প্রজাকে প্রদেয় এমন পরিমাণ ক্ষতিপুরন নির্ধারণ করিবেন যাহা আদালতের মতে নুতন স্থানে বসতবাড়ি অপসারণের খরচ, বসতবাড়ি পুনঃ নির্মাণের খরচ, ঐরূপ নির্মাণের জন্য ভূমির খচর এবং আদালতের বিবেচনায় অন্যান্য আনুসংগিক খরচ পোষাইয়া যায়। তবে যথক্ষণ পর্যন্ত ভূমির মালিক প্রজাকে ক্ষতিপুরন প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অর্থ আদালতে জমা না দেয় বা প্রজা লিখিতভাবে আদালতে স্বীকার না করে যে, সে আদালতের বাহিরে ঐ পরিমাণ অর্থ ভূমির মালিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আদালত উচ্ছেদের আদেশ জারি করিবেন না।

(৩) (১) নং উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত আদেশ ঐ প্রজার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের ডিক্রী হিসাবে গণ্য হইবে এবং ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলিবে না।

ধারা ১৩। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষি ভূমির পুনরুদ্ধার।– (১) কোন ব্যক্তিকে ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিলের পর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বা আদেশ বা কালেক্টরের আদেশ বা কালেক্টর কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ ছাড়া অন্য কোনভাবে ১১ ধারার (১) নং উপধারায় সেবার বিনিময়ে নিস্করভাবে ভোগ দখলকৃত কোন জমিতে কৃষিকাজ ও ফলের চাষ হইতে উচ্ছেদ করা হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি এই আইন কার্যকর হইবার ৬ মাসের মধ্যে ঐ ভূমি পুনঃরুদ্ধারের জন্য কালেক্টরের কাছে দরখাস্ত করিতে পারিবে।

(২) (১) নং উপধারা মোতাবেক দরখাস্ত করা হইলে কালেক্টর পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া ও যতটুকু যথাযথ মনে করিবেন ততটুকু সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে, উল্লিখিত তারিখের পরে ভোগ দখলকৃত ভূমি হইতে দরখাস্তকারীকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে তবে কালেক্টর দরখাস্তকারীর নিকট উক্ত ভূমি পুনঃরুদ্ধারের জন্য আদেশ প্রদান করিতে ও তিনি যাথযথ মনে করিলে পরবর্তী কৃষি বৎসরের ১ম দিনের পরে নয় এমন তারিখ হইতে উক্ত আদেশ কার্যকর করিবেন।

(৩) যে ব্যক্তির দখলে উক্ত ভূমি রহিয়াছেন যে যদি আবেদনকারীর নিকট দখল কার্যকর হইবার তারিখে দখল হস্তান্তর না করে তবে কালেক্ট দরখাস্তকারীর আবেদনক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করিয়া ঐ ভূমিতে আবেদনকারীকে দখল প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি যদি ভূমির মালিক ছাড়াও অন্য ব্যক্তি হয় তবে সে ভূমির মালিকের নিকট হইতে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবে।

(৪) এই ধারার অধীনে কৃষি চাষ বা ফল চাষের ভূমি কোন ব্যক্তিকে পুনঃরুদ্ধার করিয়া দিলে এই ধরনের জমির ক্ষেত্রে ১১ ধারার বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ১৪। আপীল।— ১১ ধারার (২) নং উপধারার বা ১৩ ধারার (২) নং উপধারায় কালেক্টরের আদেশে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত এলাকার এখতিয়ারধান জেলা জজের নিকট আপীল দায়ের করিতে পরিবেন এবং জেলা জজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

ধারা ১৫। বিবিধ।— ১১ (২) ধারার ১২ (১) ধারার বা ১৩ (১) ধারার দরখাস্ত নির্ধারিত ফরমে বিবরণসহ করিতে হইবে এবং উহার সংগে নির্ধারিত প্রসেস ফি জমা দিতে হইবে।

ধারা ১৬। কতিপয় ভূমির অব্যাহতি।— অত্র অধ্যায়ের কোন কিছু চা বাগানের সীমানার মধ্যে অথবা অপর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সীমানার মধ্যে অবস্থিত ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ খন্ড
চতুর্থ অধ্যায়
খতিয়ান প্রস্তুতকরণ

ধারা ১৭। খতিয়ান প্রস্তুত করণ।— সরকার এই আইন অনুযায়ী কোন জেলায়, জেলার অংশ বা স্থানীয় এলকায় অবস্থিত খাজনা প্রাপকগণের স্বার্থ এবং ঐ সমস্ত স্থানের ভূমিতে নিহিত অধিগ্রহনযোগ্য অন্যান্য স্বার্থ অধিগ্রহনের উদ্দেশ্যে ও ২য় অধ্যায়ের অধীনে ইতিমধ্যে অধিগৃহীত স্বার্থসহ এই সমস্ত স্বার্থের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই মর্মে আদেশ জারী করিতে পারিবেন যে–

(ক) উক্ত জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলকার জন্য খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হইবে, বা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত উক্ত জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার জন্য খতিয়ান এই অধ্যায়ের বিধান সমূহ এবং সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রণয়নকৃত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক রিভিশন বা পরিমার্জন করিতে হইবে।

(২) যদি ১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০১ ধারা অনুযায়ী বা ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের ১১৭ ধারা) অনুযায়ী কোন জেলা, জেলার অংশ বা স্থানীয় এলাকার জন্য খতিয়ান তৈরীর উদ্দেশ্যে আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে; কিন্তু খতিয়ান তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয় নাই বা জেলা, জেলার অংশ অথবা এলাকার জন্য খতিয়ান তৈরী অথবা পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে (১) নং উপধারা মোতাবেক আদেশ দানের সময় ঐ স্বত্বলিপি বা খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় নাই তাহা হইলে ঐ আইন মোতাবেক খতিয়ান তৈরীর কার্যক্রম স্থগিত হইবে ও ঐ খতিয়ান এই অধ্যায়ের বিধান সমূহ এবং সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রণয়নকৃত বিধি সমূহ অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, খতিয়ান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০ম অধ্যায় বা ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের ৯ম অধ্যায় মোতাবেক আরম্ভকৃত কার্যক্রম ও ঐ খতিয়ানের খসড়া প্রকাশিত হইবার আগে (১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৩(৪) বা ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের ১১৯ ধারা মোতাবেক যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়) গৃহীত কার্যক্রম এই অধ্যায় অনুযায়ী খতিয়ান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শুরু করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ১ নং উপধারার অধীন আদেশের সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তিকে ঐ আদেশ যথাযথভাবে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ১৮। খতিয়ানে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে।— যখন ১৭ নং ধারার অধীন কোন আদেশ প্রদান করা হয় তখন ঐ আদেশ অনুযায়ী প্রণয়নকৃত বা পরিমার্জিত রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত বিবরণ সমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন।

ধারা ১৯। খতিয়ানের খসড়া ও চূড়ান্ত প্রকাশ।— (১) ১৮ নং ধারায় বর্ণিত বিবরণ সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবার নিমিত্ত একটি খতিয়ান প্রণয়ন করা হইলে অথবা পরিমার্জন করা হইলে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্ধারিত নিয়মে প্রণয়নকৃত এবং পরিমার্জিত খসড়া খতিয়ান প্রকাশ করিবেন ও প্রকাশের সময় যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত করা যাইত অথবা বাদ দেওয়া হইয়াছে সেই সম্বন্ধে আপত্তি গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন।

(২) (১) নং উপধারা মোতাবেক দায়েরকৃত আপত্তির প্রেক্ষিতে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের নিম্নতম পদে নহে এইরূপ নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত নিয়মে এবং নির্ধারিত সময়ের ভিতর আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে এইরূপ সকল আপত্তি এবং আপীল সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী বিবেচিত ও নিষ্পত্তি হইয়াছে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার চূড়ান্তভাবে খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন ও নির্ধারিত নিয়মে ঐ খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ঐ প্রকাশ এই অধ্যায় অনুসারে খতিয়ান প্রস্তুত ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যখন (৩) নং উপধারার অধীন একটি খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ভিতর রাজস্ব অফিসার উহার চূড়ান্ত প্রকাশনা এবং ইহার তারিখ উল্লেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন ও তিনি উহাতে তারিখ ও পদবীসহ নাম স্বাক্ষর করিবেন।

ধারা ২০। খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ কৃষক ও অকৃষি প্রজা কর্তৃক যে পরিমাণ ভূমি খাস দখলে রাখিতে পারিবে।— (১) ৫ম অধ্যায় অনুযায়ী খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের প্রেক্ষিতে একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক ও অকৃষি প্রজা (২) নং উপধারায় উল্লিখিত খাস ভূমি ছাড়া অন্য কোন এলাকায় খাস ভূমি দখলে রাখিবার অধিকারী হইবে না।

(২) একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা সরকারের অধীনস্থ প্রজা হিসাবে নিম্নোক্ত ভূমি দখলে রাখিবার অধিকারী হইবে-

(ক) কোন এষ্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্বে খাজনা আদায়ের অফিস অথবা কর্মচারী হিসাবে প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত ও সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের জন্য গৃহীত, বসতবাড়ির বাহিরে অবস্থিত কোন দালান অথবা দালানের অংশ ছাড়া বসতবাড়ি বা বসতবাড়ি সংলগ্ন ভূমি;

(খ) পরিত্যক্ত চা বাগান ছাড়া নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর খাস দখলীয় ভূমি-

(অ) কৃষি চাষ, ফল চাষ অথবা পুকুরের জন্য ব্যবহৃত ভূমি;

(আ) চাষযোগ্য বা সংস্কার করিবার পর চাষযোগ্য ভূমি; এবং

(ই) পতিত অকৃষি ভূমি।

তবে শর্ত থাকে যে ক ও খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধীকৃত ভূমির মোট পরিমাণ ৩৭৫ মানানসই বিঘা বা তাহার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মাথা পিছু দশ মানানসই বিঘার (যাহা বেশী হইবে) অতিরিক্ত হইবে না।

টীকাঃ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২০ ধারার উপধারা (২) এর অনুবিধি (ক) এর আওতায় কোন কৃষি পরিবার সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘা কৃষি জমি খাস দখলে রাখার অধিকারী ছিলেন কিন্তু ১৯৮২ সালের ৯৮ নং রাষ্ট্রপতির আদেশ জারী করিয়া এই সীমা মানানসই ১০০ বিঘায় কমানো হয়। ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ ১০/৮৪) জারী করা হয় উক্ত অধ্যাদেশের ৪ ধারা নিম্নরূপঃ

"৪। কৃষি ভূমি অর্জনের সীমাবদ্ধতা।— (১) যিনি বা যাহার পরিবার মানানসই হতে বিঘা অপেক্ষা অধিক কৃষি জমির মালিক আছেন এমন কোন মালিক হস্তান্তর, উত্তরাধিকার, দান বা অন্য যে কোন উপায়ে নতুন কোন কৃষি জমি অর্জন করিতে পারিবেন না।

(২) যিনি বা যাহার পরিবার ষাট মানানসই বিঘা অপেক্ষা কম কৃষি জমির মালিক আছেন এমন একজন মালিক যে কোন উপায়ে নতুন কৃষি জমি অর্জন করিতে পারেন কিন্তু ঐরূপ নতুন জমি তাহার মালিকানায় থাকা কৃষি জমি সমেত ষাট মানানসই বিঘার অধিক হইবে না।

(৩) যদি কোন মালিক এই ধারার বিধানাবলী লংঘন করিয়া কোন নতুন কৃষি জমি অর্জন করেন, তাহা হইলে যে পরিমাণ জমি ষাট মানানসই বিঘার অতিরিক্ত হইবে তাহা সরকারে অর্পিত হইবে এবং উত্তরাধিকার, দান বা ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে অর্পিত অতিরিক্ত জমির ক্ষেত্র ব্যতিত ঐভাবে অর্পিত জমির জন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না।

(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী অতিরিক্ত জমির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরন যথাযথ নির্ধারিতব্য প্রকারে নিরূপন ও প্রদান করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে এইরূপ ক্ষতিপূরণ শুধুমাত্র অতিরিক্ত জমির অংশবিশেষের জন্য প্রদেয় হয় সেখানে ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও প্রদান সেই সকল অতিরিক্ত জমির অংশবিশেষের জন্য প্রদান করা হইবে যাহা মালিক এতদপক্ষে নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।"

সুতরায় কৃষি ভূমি অর্জনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সর্বশেষ আইন ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন পরিবার বা সংস্থা নতুন করিয়া মানানসই ৬০ বিঘার অতিরিক্ত জমি অর্জন করিতে পারিবেন না।

(২ক) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা কোন দলিলে অথবা আদালতের রায়, ডিক্রী বা আদেশে অন্য কিছু বলা থাকা সত্বেও, (২) নং উপধারার ক ও খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শ্রেণীভুক্ত ভূমি অন্তর্ভুক্ত করে না অথবা অন্তর্ভুক্ত করিবে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে–

(অ) হাট অথবা বাজারে অবস্থিত ভূমি অথবা দালান; অথবা

(আ) সম্পূর্ণভাবে খননকৃত পুকুর ছাড়া মৎস খামার; অথবা

(ই) বানঞ্চলের জন্য ভূমি; বা

(ঈ) ফেরীঘাট হিসাবে প্রকৃত ব্যবহৃত ভূমি।

(৩) ২ নং ধারার (৪) নং উপধারার খ অনুচ্ছেদের অধীন একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক, অকৃষি প্রজা যে সকল জমি দখলে রাখার অধিকারী সে সকল জমির বন্টন ঐ খাজনা গ্রহীতা রায়ত কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজার ইচ্ছা অনুযায়ী রাজস্ব অফিসার করিবেন বা যেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় নাই সেক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী বন্টন করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের মাথাপিছু ১০ বিঘা পরিমাণ বা তাহার কম বা ১০ বিঘার অতিরিক্ত হইলে কমপক্ষে ১০ বিঘা পরিমান ভূমি অধিকারে রাখিতে পারিবে ও ঐ পরিমানের ভূমি বন্টনের বেলায় রাজস্ব অফিসার যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ভূমি দখলে রাখে তাহার নাম লিপিবদ্ধ করিবেন)

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা কোন ভূমি ১৯৫২ সালের কৃষি উন্নয়ন ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এ্যাক্টের অধীন প্রতিষ্ঠিত কৃষি উন্নয়ন ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নিকট বা ১৯৫৭ সালের কৃষি ব্যাংক এ্যাক্টের অধীন প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখে সেক্ষেত্রে এই ধারা মোতাবেক ইচ্ছা প্রয়োগের বেলায় (২) নং উপধারা মোতাবেক সে সকল শ্রেণীর ভূমি এবং যে পরিমাণ ভূমি যে অধিকারে রাখিতে পারিবে উহার মধ্যে ঐ বন্ধকী ভূমি অন্তর্ভুক্ত করিতে বাধ্য থাকিবে ও যেক্ষেত্রে ঐ খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা এই ধারা অনুযায়ী ইতিপূর্বে ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু অতিরিক্ত খাস ভূমি সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত না হয় সেক্ষেত্রে এই অনুবিধির বিধান সমূহ মোতাবেক তাহার ইচ্ছা পরিমার্জন করিবোর প্রয়োজন হইবে।

(৪) (২) নং উপধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা খাজনা প্রাপকগণের বা রায়তী কৃষকগণের বা অধীনস্থ রায়তী কৃষকবর্গ বা দল যাহারা সমবায়ের ভিত্তিতে অথবা শক্তি চালিত যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগে অন্যভাবে বৃহদায়তন খামার অথবা বৃহদায়তন দুগ্ধ খামার পরিচালনা করিয়াছে তাহারা এই উদ্দেশ্যে

নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সাপেক্ষে এই উপধারায় নির্ধারিত ভূমির অতিরিক্ত সেই পরিমাণ ভূমি দখলে এবং অধিকারে রাখিতে পারে যে পরিমাণ ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ সময়ে উক্ত সার্টিফিকেট রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সংশোধনের আওতায় থাকিবে।

(৪ক) (২) নং উপধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ চা বা কফি চাষ ও উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অথবা রাবার চাষের উদ্দেশ্যে ভূমি অধিকারে রাখিলে বা কোন কোম্পানী চিনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আখ চাষের জন্য জমি অধিকারে রাখিলে এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সাপেক্ষে এই উপধারায় নির্ধারিত ভূমির অতিরিক্ত সেই পরিমান ভূমি দখলে এবং অধিকারে রাখিতে পারিবে যে পরিমাণ ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ সার্টিফিকেট রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সংশোধনের আওতায় থাকিবে।

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপধারা উদ্দেশ্যে একটি পরিত্যক্ত চা বাগানকে চা চাষ এবং উৎপাদনের জন্য অধিকৃত ভূমি হিসাবে ধরিয়া নেওয়া যাইবে না।

(৪খ) (৪) ও (৪ক) উপধারা বা ৩৯, ৪৩ এবং ৪৪ ধারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, (৪) নং ও (৪ক) উপধারা অনুযায়ী সার্টিফিকেটের অধীনস্থ ভূমি ঐ তারিখে সরকারের উপর চূড়ান্তভাবে বর্তাইবে যখন উক্ত সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তির উক্ত ভূমি দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার তাহার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, যেখানে সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি উক্ত ভূমি আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগ্রহনের জন্য ৩৯ ধারা মোতাবেক প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের দাবী ত্যাগ করিয়াছে ও উক্ত সার্টিফিকেটের সমাপ্তি ঘটাইয়া কোন প্রিমিয়াম দাবী না করিয়া ইজারার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে ঐরূপ ভূমি ৮১ ধারার ১ নং উপধারার ২য় অনুবিধি অনুযায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে।

(৫) (১) এই ধারার (১), (২) এবং (৩) নং উপধারার কোন কিছুই নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না–

(ক) বাতিল

(খ) বৃহদায়তন শিল্পের জন্য ব্যবহৃত দালান কোঠা ও প্রয়োজনীয় সংলগ্ন এলাকার ভূমিসহ উক্ত শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য ভূমি; অথবা

(২) দেবোত্তর ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ-আল-আল-আওলাদের অধীনস্ত ভূমির যতটুকু অংশ সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত থাকে ততটুকু ভূমি ও যাহার আয় কোন ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক সুবিধার জন্য সংরক্ষণ না করিয়া সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় এবং দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হয়।

(আ) যে ক্ষেত্রে দেবোত্তর ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ-আল-আওলাদ বা অন্য কোন ট্রাষ্টের অধীনস্থ ভূমি হইতে আগত আয়ের এক অংশ ধর্মীয় এবং দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় ও এক অংশ কোন ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক কল্যাণের জন্য নিয়োজিত বা সংরক্ষিত। সেই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ততটুকুই উক্তরূপে (১) অনুচ্ছেদের গ দফার আওতায় পড়িবে যতটুকু সরকার এই বিষয়ে বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার (২) নং উপধারার উদ্দেশ্যে– (ক) একজন খাজনা প্রাপক,রায়তী কৃষক অধীনস্থ রায়তীকৃষক বা অকৃষি প্রজা পরিবারের সদস্যদিগকে লইয়া গঠিত দলভুক্ত ব্যক্তিগণকেও অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, এবং

(খ) একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা সম্পর্কিত পরিবার উক্ত খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা ও একই অন্নে বসবাসকারী এবং ঐ খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক অথবা অকৃষি প্রজার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়, কিন্তু উহা একই অন্নে বসবাসকারী কোন কর্মচারী অথবা ভাড়াটিয়া শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করে না।

(৬) হাট অথবা বাজারে অবস্থিত ভূমি বা বণাঞ্চল, মৎস খামার অথবা ফেরীর জন্য ব্যবহৃত ভূমির বেলায় (৫) উপধারার অনুচ্ছেদ (১) এর উপঅনুচ্ছেদ গ এবং উক্ত উপধারার অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে না এবং কখনও প্রযোজ্য হয় নাই বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

ধারা ২১। দখলীয় ভূমির খাজনা প্রদান।– কোন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রাজা ২৮ ধারার অধীনে যে সমস্ত ভূমি দখলে রাখে উহার নিমিত্ত তাহাকে অত্র আইনের বিধান অনুযায়ী ন্যায্য ও ন্যায় সংগত খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে।

ধারা ২২। সকল ভূমির জন্য যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা ধার্য করিতে হইবে।– (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু অথবা ১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইনের দশম অধ্যায়ের অধীনে সর্বশেষ প্রস্তুত ও চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানের কোন বিবরণে ভিন্নরূপ কোন কিছু থাকিলেও, এই অধ্যায়ের অধীনে কোন জেলার বা জেলার অংশের বা স্থানীয় এলাকার যে সমস্ত জমির খতিয়ান প্রস্তুত ও পুনঃপরীক্ষণ করা হইয়াছে, এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে নির্ধারিত যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনার জন্য দায়ী থাকিবে এবং উক্তরূপে প্রস্তুত বা পুনঃ পরীক্ষণ খতিয়ানে ঐরূপ ধার্য্য খাজনা অন্তর্ভূক্ত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ৫ ধারা মোতাবেক কোন জমির খাজনা ইতিপূর্বে নির্ধারিত হইয়া থাকে তবে এই অধ্যায়ের অধীনে আর খাজনা নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং উক্তরূপ নির্ধারিত খাজনা অত্র অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক যথাযথ এবং ন্যায়সংগতভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানের অধীন যথাযথ ও ন্যায় সংগত ভাবে খাজনা নির্ধারিত হইয়াছে কিন্তু উহা অত্র আইনের অপর কোন বিধান মোতাবেক কার্যকরী হয় নাই সেক্ষেত্রে যে এলাকায় উক্ত ভূমি অবস্থিত সেই এলাকার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী তালিকা ঘোষণা করিয়া ৪৩ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর হইবে।

ধারা ২৩। খাস জমির যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা নির্ধারণ।– এই অধ্যায় অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুত ও পরিমার্জনের বেলায় একজন রাজস্ব অফিসার ২য় অধ্যায় মোতাবেক যে মালিক অথবা মধ্য স্বত্বের অধিকারীর স্বার্থ অধিগ্রহন করা হইয়াছে সে সহ একজন মালিক মধ্যস্বত্বের অধিকারীর খাস দখলীয় ঐ এলাকার স্বত্বলিপিভুক্ত প্রত্যেক খণ্ড ভূমির খাজনা নির্ধারণ করিবেন–

(১) যদি ঐরূপ ভূমি কৃষি ভূমি হয় তবে একই গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ বর্ণনা ও সুবিধা সম্বলিত ভূমির জন্য দখলী রায়তগণ কর্তৃক সাধারণভাবে প্রদত্ত খাজনার হার বিবেচনা করিয়া রাজস্ব অফিসার যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনার হার নির্ধারণ করিবেন; এবং

(২) যদি ঐরূপ ভূমি অকৃষি ভূমি হয় তবে রাজস্ব অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনার হার নির্ধারণ করিবেন–

(ক) সংলগ্ন এলকার অনুরূপ সুবিধা ও বর্ণনা সম্বলিত অকৃষি ভূমির জন্য সরকারকে বা অন্য কোন ভূ-স্বামীকে সাধারণভাবে প্রদত্ত খাজনা,

(খ) ১৭ ধারা মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অব্যবহিত আগে ঐ ভূমির বাজার মূল্য; এবং

(গ) প্রদানযোগ্য খাজনা যাহাতে নির্ধারিত খাজনার হার বাজার মূল্য অপেক্ষা শতকরা এক ভাগের বেশী না হয়;

ঐ মালিক অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারী ২০ ধারার অধীনে ঐ ভূমি খণ্ড দখলে রাখার অধিকারী হউক বা না হউক;

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কোন এষ্টেট, তালুক বা মধ্যস্বত্বের ক্ষেত্রে বিগত ১৫ বৎসরের মধ্যে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে সেই নির্ধারণে যথাযথ ও ন্যায় সংগত হিসাবে গৃহীত খাজনার হারকে এই ধারার অর্থে যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার প্রয়োগের জন্য ভূমির উপর দণ্ডায়মান দালান অথবা ইমারতকে অন্তর্ভূক্ত করে না।

ধারা ২৪। রায়ত ও অধীনস্থ রায়তদের যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা নির্ধারণ।– (১) এই অধ্যায়ের অধীনে খতিয়ান প্রনয়ণ ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার খতিয়ান প্রণয়ন বা পরিমার্জনের সময়ে এলাকায় অবস্থিত খতিয়ানের অন্তর্ভূক্ত একজন রায়ত বা অধীনস্থ রায়ত কর্তৃক অধিকৃত ভূমির জন্য প্রদানযোগ্য খাজনা, (২), (৩) ও (৪) নং উপধারার বিধান সমূহ সাপেক্ষে যথাযথ ও ন্যায় সংগত বলিয়া অনুমান করিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে রায়ত কর্তক উক্ত ভূমির জন্য প্রদান যোগ্য খাজনার পরিমাণ রাজস্ব অফিসারের মতানুসারে অযথাযথ ও অ-ন্যায় সংগত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেক্ষেত্রে তিনি একই গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ বর্ণনা ও সুবিধা সম্বলিত ভূমির জন্য দখলী রায়ত কর্তৃক সাধারণভাবে প্রদত্ত খাজনার হার বিবেচনা করিয়া তিনি যে পরিমাণ যথাযথ ও ন্যায় সংগত মনে করিবেন সেই পরিমান হ্রাস করিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে অধিনস্থ রায়ত কর্তৃক কোন ভূমির জন্য প্রদানযোগ্য খাজনার পরিমান রাজস্ব অফিসারের মাতানুসারে অ-যথাযথ ও অ-ন্যায়সংগত বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রে তিনি একই গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ বর্ণনা ও সুবিধা সম্বলিত ভূমির জন্য দখলী রায়ত কর্তৃক প্রদানযোগ্য যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগের বেশী নয় পরিমাণ খাজনা হ্রাস করিতে পারিবেন।

(৪) কোন রায়ত অথবা অধীনস্থ রায়ত যদি (১) উপধারায় বর্ণিত কোন ভূমির খাজনা দ্রব্যের মাধ্যমে প্রদান করে অথবা ফসলের অংশের নির্ধারিত মূল্যে প্রদান অথবা ঐ সকল নিয়মের মধ্যে একাধিক নিয়মে প্রদান করে তবে রাজস্ব অফিসার ঐ খাজনাকে ঐ ভূমির বার্ষিক মোট উৎপাদিত ফসলের মোট মূল্যের $\frac{১}{১০}$ ভাগের বেশী নয় এইরূপ যথাযথ ও ন্যায়সংগত আর্থিক খাজনায় রূপান্তরিত করিবেন যাহা নির্ধারণ করা হইবে ঐ ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদন নির্ধারিত নিয়মে বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া বিগত ২০ বৎসরে প্রত্যেক প্রকার ফসলের গড়মূল্য বাহির করিয়া সেই সংগে যে বৎসর ফসলের মূল্য অস্বাভাবিক ছিল সেই বৎসর হিসাব হইতে বাদ দিয়াঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব অফিসার ঐ খাজনাকে যথাযথ ও ন্যায়সংগত আর্থিক খাজনায় রূপান্তরিত করিবার সময় ঐ রায়ত অথবা অধীনস্থ রায়তের উদ্বর্তন ভূমির মালিককে ঐ রায়ত বা অধীনস্থ রায়তের উদ্বর্তন ভূমির মালিক কর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনার ২৫ ভাগের কম নয় ও ৫০ ভাগের বেশী নয় অনুরূপ একটি লাভের মার্জিন তখন প্রদান করিবেন, যখন ঐ উদ্বর্তন ভূমির মালিক দ্রব্যের মাধ্যমে বা ফসলের অংশের নির্ধারিত মূল্যে বা ফসলের সহিত উক্ত উঠানমা করা হারে বা এই সকল নিয়মের মধ্যে একাধিক নিয়মে খাজনা প্রদান করে।

ধারা ২৫। অকৃষি পৃজাগণের যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ।— এই অধ্যায়ের অধীন খতিয়ান প্রস্তুত এবং পুনঃপরীক্ষণের সময় রাজস্ব অফিসার রায়তী স্বত্বের অধিকারী ব্যতীত সকল অকৃষি প্রজাগণ কর্তৃক অধিকৃত সকল অকৃষি জমির জন্য ২৩ ধারার বিধানাবলীর যতখানি অকৃষি ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় ততখানি মোতবেক যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন প্রজা কোন স্বত্বধিকারী অথবা রায়তী স্বত্বের অধিকারী ছাড়া অপর কোন ব্যক্তির অধীনে কোন জমি অধিকারে রাখে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার উক্ত জমির জন্য ঐ প্রজা কর্তৃক প্রদত্ত প্রচলিত খাজনাকে ন্যায্য এবং ন্যায়সংগত বলিয়া অনুমান করিবেন যাহা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ঐ জমির জন্য প্রদানযোগ্য ন্যায্য এবং ন্যায়সংগত খাজনা অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী না হয় এবং উহা যদি বেশী হয় তবে রাজস্ব অফিসার উক্ত প্রজা কর্তৃক অধিকৃত উক্ত জমির ন্যায্য ও ন্যায়সংগত খাজনা অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগের বেশী না হয় এইরূপ পরিমাণ খাজনা ধার্য করিবেন।

ধারা ২৫কা কতিপয় ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি ও নির্ধারণ।— যে ক্ষেত্রে কোন তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের খাজনা ঐরূপ তালুক, মধ্যস্বত্ব জোত বা প্রজাস্বত্বের মালিক কর্তৃক ভূমির উপরস্থ মালিক অথবা সরকারকে প্রদানযোগ্য খাজনা বা রাজস্বের অপেক্ষা কম হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার ঐরূপ তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন যাহা ঐরূপ তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের মালিক কর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনা বা রাজস্বের চাইতে কম হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যখন কোন তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব মূল এষ্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত, অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ নিয়া গঠিত হয় তখন এই ধারার অধীনে খাজনা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণের বেলায় রাজস্ব অফিসার কোন জমির জন্য জমির মালিককে প্রদানযোগ্য খাজনা ও মূল এষ্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অবশিষ্ট অংশসহ উক্ত ভূমির মালিকের খাস দখলীয় ভূমির খাজনার মূল্য বিবেচনা করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বের অধিকারী, রায়ত, অধীনস্থ রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত ভূমির খাজনা ধার্য্যের জন্য দায়ী হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে কোন খাজনা ধার্য্য করা হয় নাই সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার মধ্যস্বত্বের অধিকারী কর্তৃক প্রদানযোগ্য

খাজনা ১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৭ নং ধারার নীতি অনুসারে ও ঐরূপ রায়ত ও অধীনস্থ রায়ত কর্তৃক প্রদাযোগ্য খাজনা ২৬ নং ধারার নীতি অনুসারে নির্ধারণ করিবেণ।

ধারা ২৬। নিষ্কর জমির খাজনা ধার্য।– (১) যেক্ষেত্রে কোন একজন রায়ত অথবা অধীন রায়ত কর্তৃক কোন নিষ্কর ভূমির অধিকার লাভ করা হয় সেক্ষেত্রে একই গ্রামের অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ বর্ণনা ও সুবিধা সম্বলিত জমির জন্য দখলী রায়তগণ সাধারণতঃ যে খাজনা প্রদান করে সেই হার বিবেচনা করিয়া রাজস্ব অফিসারের বিবেচনা অনুযায়ী যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ করিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন রায়ত কর্তৃক নিষ্কর অকৃষি জমির অধিকার লাভ করা হয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ জমির খাজনা অকৃষি জমির ক্ষেত্রে ২৩ ধারার বিধান যতখানি প্রযোজ্য সেইভাবে উক্ত ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী বির্ধারিত হইবে।

ধারা ২৭। কতিপয় ক্ষেত্রে পৃথক জোত অথবা প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি।– যেক্ষেত্রে মালিক অথবা রায়তীস্বত্বের অধিকারী ছাড়া কোন খাজনা প্রাপক একটি জোত অথবা প্রজাস্বত্বের একটি অংশ খাস দখলে রাখে সেক্ষেত্রে উক্ত অংশ একটি পৃথক জোত অথবা প্রজাস্বত্বরূপে গণ্য হইবে এবং উহার জন্য পৃথকভাবে খাজনা ধার্য্য করা হইবে ও ঐরূপ খাজনা ধার্য্য করার সময় রাজস্ব অফিসার মূল জোত অথবা প্রজাস্বত্বের খাজনা নুতন জোত বা প্রজাস্বত্বের অনুপাতিক এলাকা ও মূল্য এবং ঐ শ্রেণীর জোত বা প্রজাস্বত্বের যথাযথ এবং ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ করিবার জন্য এই অধ্যায়ের বিধানাবলী বিবেচনা করিবেন।

ধারা ২৮। সেবামূলক প্রজাস্বত্বের খাজনা নির্ধারণ।– এই অধ্যায় অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুত বা পরিমার্জনের ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার উক্ত রেকর্ডের সংশ্লিষ্ট এলাকায় যদি কোন ব্যক্তি সেবার বিনিময়ে কোন ভূমির খাজনা ছাড়া অধিকারে রাখিবার সাক্ষ্য দিতে পারে তবে ঐ জমির খাজনা একই গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ বর্ণনা এবং সুবিধা সম্বলিত ভূমির জন্য দখলী রায়ত কর্তৃক দেয় খাজনার হার বিবেচনায় রাখিয়া যে হার যথাযথ ও ন্যায় সংগত মনে করিবেন সেই হারে ধার্য্য করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছু চা এষ্টেটের এলাকায় বা অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের এলাকায় অবস্থিত সেবার বিনিময়ে নিষ্কর জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ধারা ২৯। এই অধ্যায়ের অধীনে খাজনা নির্ধারণের ফলাফল।– (১) অত্র অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত ও ১৯ ধারা মোতাবেক চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানে অন্তর্ভূক্ত সমস্ত খাজনা ৫৩ ধারার বিধান সাপেক্ষে শুদ্ধভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে ও অত্র আইনের উদ্দেশ্যে পুরন কল্পে যথাযথ ও ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) এই অধ্যায়ের বিধানাবলীর শর্ত অনুযায়ী কোন খাজনা নির্ধারণ সম্পর্কে অথবা উক্ত খাজনা নির্ধারণ থেকে বাদ দেওয়া সম্পর্কে আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা চলিবে না।

ধারা ৩০। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।– কোন এলাকা সম্বন্ধে খতিয়ান প্রস্তুত এবং পরিমার্জন করিবার জন্য ১৭ ধারার অধিনে কোন আদেশ জারী করিবার পর কোন দেওয়ানী আদালত খাজনা পরিবর্তন অথবা কোন প্রজার মর্যাদা নিরূপন অথবা উক্ত এলাকার জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অনুসংগ সম্বন্ধীয় কোন মামলা অথবা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না; এবং ঐ এলাকা সম্বন্ধীয় কোন মামলা বা দরখাস্ত যদি কোন দেওয়ানী আদালতে আদেশ প্রদানের তারিখে রুজু অবস্থায় থাকে, তবে ইহা আর চলিতে দেওয়া হইবে না ও বাতিল হইবে।

ব্যাখ্যাঃ–এই উপধারায় মামলা বলিতে একটি আপীলকেও অন্তর্ভূক্ত করিবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীনে কোন খতিয়ান প্রস্তুত, বা পুনঃ পরীক্ষণের জন্য প্রদত্ত আদেশ সম্বন্ধে বা ঐরূপ কোন রেকর্ড বা উহার অংশ বিশেষ প্রস্তুত, প্রকাশ, স্বাক্ষর অথবা সত্যায়ন সম্পর্কে কোন মামলা দেওয়ানী আদালত আনয়ন করা যাইবে না।

(৩) কোন ভূমি সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতের বা হাইকোর্টের কোন মামলা, আপীল বা কার্যক্রম বা ঐরূপ মামলা, আপীল বা কার্যক্রমে প্রদত্ত কোন আদেশ এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে খতিয়ান অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রনয়ণ অথবা পুনঃ পরীক্ষণ করিবার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকরূপে কার্যকর হইবে না।

ধারা ৩১। বিদ্যমান খতিয়ান সমুহের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত।– (১) ১৭ ধারার কার্যক্রমের পরিবর্তে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে ১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০ম অধ্যায় (অথবা ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের ৯ম অধ্যায়) অনুসারে সর্বশেষ প্রস্তুতকৃত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানের উপর ভিত্তি

করিয়া কোন রিভিশন ব্যতিত অথবা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রিভিশন বা বিবরণ খতিয়ানভুক্ত করিবার পর কোন নির্দিষ্ট জেলা অথবা জেলার অংশ বা স্থানীয় এলাকা সম্বন্ধে ৫ম অধ্যায় অনুসারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে (১) উপধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি সমূহ মোতাবেক বিবরণ সমূহ রিভিশন অথবা রেকর্ডভুক্ত করিবেন; ২৩, ২৪ (২৫,২৫ক) ২৬, ২৭ এবং ২৮ ধারায় উল্লিখিত নীতিসমূহ মোতাবেক যথাযথ এবং ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ করিবেন ও রিভিশনকৃত এবং রেকর্ডভুক্ত বিবরণ সমূহ এবং নির্ধারিত যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা উহাতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঐরূপ খতিয়ান সমূহ সংশোধন করিবেন।

(৩) উপধারা (২) মোতাবেক সংশোধিত খতিয়ান এই অধ্যায়ের অধীনে যথাযথভাবে রিভিশনকৃত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে ১নং উপধারা অনুযায়ী কোন এলাকা সম্বন্ধে কোন আদেশ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন এর ১০৫, ১০৫ক এবং ১০৬ ধারা বা ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন এর ১২১,১২২ এবং ১২৩ ধারা, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য হইবে, উক্ত এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ও উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখে উক্ত ধারা সমূহের অধীনে বিচারাধীন কোন দরখাস্ত, মামলা বা কার্যক্রম সমূহ আর চলিবে না ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

খাজনা প্রাপকদের স্বার্থ ও অন্যান্য কতিপয় স্বার্থ অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ

ধারা ৩২। ব্যাখ্যা।— অত্র অধ্যায়ে খাজনা প্রাপক, মালিক, অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারী বলিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীনে যে খাজনা প্রাপক স্বত্বাধিকারী অথবা মধ্যস্বত্বের স্বার্থ সমূহ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে বা বুঝায়।

ধারা ৩৩। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতের আদেশ।— চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন যে কোন জেলা, জেলার অংশ বিশেষ অথবা স্থানীয় এলাকা সম্বন্ধীয় খতিয়ান প্রস্তুত, পুনঃপরীক্ষণ এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশের সাথে সাথে রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত উপায়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করিবেন যাহার মধ্যে উক্ত জেলা, জেলার অংশ বিশেষ অথবা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত খাজনা প্রাপকগণের সকলের মোট সম্পদ এবং প্রকৃত আয় এবং এই অধ্যায় অথবা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীনে যাহাদের স্বার্থসমূহ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণ সহ নির্ধারিত অপরাপর বিবরণ সমূহ উল্লিখিত থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যে সম্পত্তি সম্বন্ধে পঞ্চম ক অধ্যায়ের অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করা হইয়াছে অত্র অধ্যায় অথবা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীনে অধিগ্রহণকৃত উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরীর কোন প্রয়োজন নাই।

ধারা ৩৪। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে মালিক মধ্যস্বত্বের অধিকারী বা অন্যান্য খাজনা প্রাপকগণের প্রতি পৃথক আচরণ।— এইরূপ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরীর ক্ষেত্রে বিবরণীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত এলাকায় অবস্থিত কোন এষ্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব বা কোন এষ্টেটের, মধ্যস্বত্বের, জোতের বা প্রজাস্বত্বের খণ্ডে খাজনা আদায়কারী প্রত্যেক স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী অথবা অন্যান্য খাজনা প্রাপকের, সে ভিন্নভাবে খাজনা আদায় করুক অথবা অন্যান্যদের সংগে আদায় করুক না কেন, এই অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে পৃথক আচরণ করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মিতাক্ষরা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বেলায় উক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত খাজনা প্রাপকগণ উক্ত উদ্দেশ্য যৌথভাবে গণ্য বা ব্যবহৃত হইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে একাধিক স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী অথবা অন্যান্য খাজনা প্রাপক যৌথভাবে খাজনা প্রাপক স্বার্থ সমূহ অধিকারে রাখে ও ঐরূপ স্বার্থ সমূহের প্রকৃত আয় ৫০০ টাকা অতিক্রম না করে সে ক্ষেত্রে উক্ত স্বত্বাধিকারীগণ, রায়তী স্বত্বের অধিকারীগণ অন্যান্য খাজনা প্রাপকগণ এই অধ্যায় মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে গণ্য বা ব্যবহৃত হইতে পারে।

ধারা ৩৫। খাজনা প্রাপকগণের মোট সম্পত্তি ও প্রকৃত আয় নির্ধারণ।– (১) এই অধ্যায়ের অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়নের উদ্দেশ্য–

(ক) খাজনা প্রাপকের মোট সম্পত্তি নির্ধারনের সময় অধীনস্থ প্রজাকর্তৃক ঐ খাজনা প্রাপককে দেয় মোট খাজনা ও সেস এর সমষ্টিকে ধরিতে হইবে–

(অ) ২য় অধ্যায় অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহনের ক্ষেত্রে নোটিশ বর্ণিত তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কৃষি বৎসরের জন্য;

(আ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ৪র্থ অধ্যায় অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপির অব্যবহিত আগের কৃষি বৎসরের জন্য; এবং

যে ক্ষেত্রে ঐ খাজনা প্রাপক একটি এষ্টেটের মালিক অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারী হয়, সে ক্ষেত্রে ২০ ধারার অধীন খাস ভূমি দখলে রাখিবার জন্য ৪র্থ অধ্যায় অনুযায়ী নির্ধারিত মোট যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী প্রনয়নের জন্য গণনা করা হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ২৪, (২৫, ২৫ক), ২৭ এবং ২৮ ধারায় বর্ণিত (মধ্যস্বত্বের অধিকারী) রায়ত, অধীনস্থ রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার ক্ষেত্রে ঐ ভূমির জন্য ঐ সকল ধারার বিধানসমূহ মোতাবেক ধার্যকৃত ও নির্ধারিত এবং ৪র্থ অধ্যায় মোতাবেক চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে অন্তর্ভূক্ত খাজনাকে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ঐ বৎসরে ঐ ভূমির জন্য ঐ (মধ্যস্বত্বের অধিকারী) রায়ত, অধীনস্থ রায়ত অথবা অ-কৃষি প্রজা কর্তৃক তাহার উপরস্থ উর্দ্ধতন ভূমির মালিককে দেয় খাজনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে;

(খ) মোট সম্পত্তি হইতে নিম্নলিখিত অর্থ বাদ দিয়া খাজনা প্রাপকের প্রকৃত আয় গণনা করা হইবে–

(অ) এই ধরনের খাজনা গ্রহতা কর্তৃক সর্বমোট সম্পদের সহিত সম্পর্কযুক্ত ভূমির জন্য ঐ বৎসরের জন্য ভূমি রাজস্ব বা খাজনা বা সেস্ হিসাব সরকারকে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী জমিদারকে।যে ক্ষেত্রে যাহাই হউক) দেয় অর্থের পরিমাণ, যাহা প্রদান করা হইত বা দেয় বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে;

(আ) ঐ বৎসরে আয়ের জন্য ১৯৪৪ সালের বংগীয় কৃষি আয়কর আইন মোতাবেক কর হিসাবে ঐ খাজনা প্রাপক যে অর্থ প্রদান করিত অথবা যাহা দেয় হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে।

(ই) ১৯২২ সালের আয়কর আইনের অধিনে খাজনা গ্রহীতা কর্তৃক ঐ বৎসরের জন্য অকৃষি ভূমি হইতে আয়ের বাবদ যে অর্থ যাহা ঐ সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত আছে, কর হিসাবে প্রদান করিতে হইত বা দেয় বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে;

(ঈ) ঐ ভূমির সেচ ব্যবস্থা এবং সংস্কারমূলক কার্যাদি পরিচালনা করিবার জন্য খাজনা প্রাপক কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের বার্ষিক গড় পরিমাণ অর্থ;

(উ) মোট আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশী নয় এই পরিমাণ অর্থ আদায়ের জন্য চার্জ বাবদ অর্থ।

(২) ১নং উপধারার (খ) অনুচ্ছেদের অ, আ, ই উপঅনুচ্ছেদে অর্থ গণনা করিতে গিয়া অথবা ঐ অনুচ্ছেদের (ই) ও (উ) উপ অনুচ্ছেদের ব্যয় এবং চার্জ নির্ধারণ করিতে গিয়া রাজস্ব অফিসার এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবে।

ধারা ৩৬। অসম্মত স্বত্বাধিকারীব প্রকৃত আয়।– ৩৫ ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্তকৃত ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির অসম্মত মালিকের বেলায় ৩৫ (১) ধারার ক অনুচ্ছেদের (অ) অথবা (আ) উপ-অনুচ্ছেদ এ উল্লিখিত কৃষি বৎসরে ঐরূপ স্বতাধিকারীকে প্রদেয় মালিকানাকে ৩৫ ধারা অনুযায়ী হিসাবকৃত ঐরূপ স্বত্বাধিকারীর প্রকৃত আয় হিসাবে গণ্য করা হইবে।

ধারা ৩৬ক। শেইর (SAIR) ক্ষতিপূরণ ভাতা গ্রহণকারীর প্রকৃত আয়।– ৩৫ নং ধারায় অন্য কিছু বলা থাকা সত্ত্বেও, শেইর (SAIR) ক্ষতিপূরণ ভাতা, যা বাজারের জমিতে আদায়কৃত তোলা ও কর অবলুপ্তির কারণে জমির অধিকারীকে প্রদান করা হয়, গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ঐ গ্রহণকারীকে বার্ষিক প্রদানযোগ্য শেইর (SAIR) ক্ষতিপূরণ ভাতার পরিমানকে ৩৫ নং ধারা অনুযায়ী গণনাকৃত ঐ গ্রহণকারীকে প্রকৃত আয় হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইবে:

ধারা ৩৭। খাজনা প্রাপককের স্বার্থের জন্য ক্ষতিপূরণের হার।– ৩৫ এবং ৩৬ ধারা অনুযায়ী প্রকৃত আয় গণনা করার পর খাজনা প্রাপকগণের স্বার্থ অধিগ্রহণ সম্পর্কে দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিম্নলিখিভাবে নির্ধারণ করা হইবে।

(ক) যে ক্ষেত্রে খাজনা প্রাপক কোন এষ্টেটের মালিক, স্থায়ী রায়তীস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের অধিকারী অথবা কোন রায়ত বা অধীনস্থ রায়ত হয় সেক্ষেত্রে ঐ খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগহণের ক্ষেত্রে দেয় ক্ষতিপূরণ বাংলাদেশে অবস্থিত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ হইতে আগত প্রকৃত আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণী বা টেবেল অনুসারে নির্ধারণ করা হইবে; যথা

বাংলাদেশে মোট প্রকৃত আয়ের পরিমাণ	প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরনের হার
(ক) যে ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ৫০০ টাকা অর্তিক্রম করে না।	ঐ রূপ প্রকৃত আয়ের ১০ গুণ
(খ) যে ক্ষেত্রে গণনাকৃত প্রকৃত আয় ৫০০ টাকা অতিক্রম কর কিন্তু বাংলাদেশে মোট প্রকৃত আয়ের পরিমাণ ২০০০ টাকা অতিক্রম করে না।	ঐরূপ প্রকৃত আয়ের ৮ গুন বা উপরের ক দফা অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত প্রদানযোগ্য ক্ষতি পূরণের হার আয়ের চাইতে ঐ ক দফা অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যার পরিমান অধিকতর হয়।
(গ) যে ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ২০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ৫০০ টাকা অতিক্রম করে না।	ঐরূপ প্রকৃত আয়ের ৭গুণ বা উপরের দফা অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চাইতে ঐ খ দফা অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যার পরিমাণ অধিকতর হয়।
(ঘ) যে ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ৫,০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ১০,০০০ টাকা অতিক্রম করে না।	ঐরূপ প্রকৃত আয়ের ৬ গুণ বা উপরের গ দফা অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চাইতে ঐ গ দফা অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ যাহার পরিমাণ অধিকতর হয়।
(ঙ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ১০,০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ২৫,০০০ টাকা অতিক্রম করে না	ঐরূপ প্রকৃত আয়ের ৫ গুন বা উপরের ঘ দফা অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চাইতে ঐ ঘ দফা অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমান অর্থ, যার পরিমান অধিকতর হয়।
(চ) যে ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ২৫,০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ৫০,০০০ টাকা অতিক্রম করে না।	ঐরূপ প্রকৃত আয়ের ৪ গুন বা উপরের ঙ দফা অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চাইতে উক্ত ঙ দফা অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমান অর্থ, যার পরিমান অধিকতর হয়।
(ছ) যে ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ৫০,০০০ টাকা অতিক্রম করে কিন্তু ১,০০,০০০ টাকা অতিক্রম করে না।	প্রকৃত আয়ের ৩ গুন বা উপরের চ দফা অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চাইতে উক্ত চ দফা অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমান অর্থ, যার পরিমান অধিকতর হয়।
(জ) যে ক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ১,০০,০০০ টাকা অতিক্রম করে।	প্রকৃত আয়ের ২ গুন বা উপরের চ দফা অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চাইতে উক্ত ছ দফা অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমান অর্থ যার পরিমান অধিকতর হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে খাজনা প্রাপক অস্থায়ী মধ্যস্বত্বের অথবা অস্থায়ী অপর কোন প্রজাস্বত্বের অধিকারী হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত

খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহনের ক্ষেত্রে উক্ত খাজনা প্রাপককে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ উক্ত খাজনা প্রাপকের উপরস্থ মালিকের স্বার্থ অধিগ্রহন করার নিমিত্ত এই অধ্যায় অনুযায়ী উপরস্থ মালিককে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ হইতে প্রদান করা হইবে; এবং রাজস্ব অফিসার অত্র আইনের অধীনে প্রণীত বিধানাবলী সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্থ অস্থায়ী রায়তীস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের অধিকারী ও তাহার উপরস্থ জমির মালিকের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন; এবং ঐ অংশ ভাগ করার সময় রাজস্ব অফিসার অস্থায়ী রায়তীস্বত্ব এবং প্রজাস্বত্বের অসমাপ্ত সময় বিবেচনার মধ্যে রাখিবেন; এবং

(৩) যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ-আল-আওলাদ, দেবোত্তর অথবা অপর কোন ট্রাষ্ট অথবা আইনত বাধ্যবাধকতার অধীনস্থ কোন এষ্টেট, রায়তীস্বত্ব জোত অথবা প্রজাস্বত্বের প্রকৃত আয় অথবা প্রকৃত আয়ের কোন অংশ কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ছাড়া দাতব্য অথবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীত ও প্রযোজ্য হয় সেক্ষেত্রে ঐ উৎসর্গীকৃত ও প্রযোজ্য প্রকৃত আয় অথবা প্রকৃত আয়ের অংশের ক্ষেত্রে খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহনের জন্য প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী ধার্য করার পরিবর্তে বার্ষিক বৃত্তি হিসাবে নির্ধারিত নিয়মে ধার্য করা হইবে যাহার পরিমান ঐ প্রকৃত আয় অথবা প্রকৃত আয়ের অংশ যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য এর সমান হইবে।

ধারা ৩৮। **একাধিক এলাকায় কোন খাজনা প্রাপকের স্বার্থ সমুহের ক্ষতিপূরণ বিবরণী প্রস্তুত।**— যে ক্ষেত্রে কোন খাজনা প্রাপক একাধিক এলাকায় অবস্থিত স্বার্থ সমুহের খাজনা গ্রহণের অধিকারী হয় সেক্ষেত্রে ঐ স্বার্থ অধিগ্রহনের জন্য প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের পরিমান এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধানাবলী অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে ও উক্ত স্বার্থ সম্বন্ধীয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করিতে হইবে।

ধারা ৩৯। **খাস ভূমির ক্ষতিপূরণের হার।**— খাজনা প্রাপক, চাষী রায়ত, অধীন চাষী রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা ২০ ধারার অধীন যে সকল ভূমি অধিকারে রাখিতে পারে না সেই খাস দখলী ভূমি অধিগ্রহনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিবরণী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হইবে।

ভূমির শ্রেণী	প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের হার
(ক) কৃষিচাষ, ফলচাষ অথবা পুকুরের জন্য ব্যবহৃত ভূমির জন্য।	উক্ত ভূমি হইতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুন
(খ) যে সকল ভূমির উপর হাট অথবা বাজার বসে সেই সকল ভূমির জন্য।	উক্ত হাট অথবা বাজার হইতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুন
(গ) চাষযোগ্য অথবা সংস্কারের পর চাষযোগ্য ভূমির জন্য। (অ) লাভ জনক ভূমি (আ) অলাভ জনক ভূমি	উক্ত ভূমি হইতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুন বা বার্ষিক রায়তী এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত পার্শ্ববর্তী চাষযোগ্য ভূমির সমান এলাকার খাজনা-এর ১০ গুন, যাহার পরিমান অধিকতর হয় একর প্রতি ১০ টাকা।
(ঘ) মৎস খামার অথবা বনাঞ্চলের জন্য অথবা ফেরী হিসাবে ব্যবহৃত ভূমির জন্য	উক্ত ভূমি হইতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুন।
(ঘ-১) জংগল, জল প্রবাহ অথবা মৎস খামার নয় এইরূপ অচাষযোগ্য ভূমি যথা রাস্তা, পথ, সাধারণের জন্য গোরস্থান অথবা শ্মশানঘাট, নদী, খাল ও জলের প্রবাহ যাহা সর্ব-সাধারণ তাদের স্বাভাবিক অথবা প্রথাগত অধিকার দ্বারা অথবা ইজমেন্ট-এর অধিকার দ্বারা ব্যবহার করে ঐরূপ ভূমির জন্য	উক্ত ভূমি হইতে আগত বার্ষিক লাভের ৫ গুন।

(ঙ) খালি অ-কৃষি ভূমির জন্য	নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত ভূমি ইজারা দেওয়ার বার্ষিক মূল্যের ৫গুন।
(চ) দালান সহ ভূমির জন্য (অ) ভূমি। (আ) দালান	নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত ভূমি ইজারা দেওয়ার বার্ষিক মূল্যের ৫গুন। নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত অপচয় বাদ দিয়া নির্মাণের প্রকৃত খরচ।

(১ক) (১) উপধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, যে ভূমিতে হাট বা বাজার বসে অথবা যে ভূমি বন অথবা মৎস খামার নিয়া গঠিত হয় অথবা ফেরীর জন্য ব্যবহৃত হয় ঐরূপ ওয়াক্‌ফ, ওয়াকফ্ আল-আল-আওলাদ, দেবোত্তর বা অন্য কোন ট্রাষ্ট-এর অধীনস্থ খাস জমি অথবা সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীত করা হইয়াছে ও যার আয় কোন ব্যক্তি বিশেষের অর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ছাড়া ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য করা হইয়াছে ঐরূপ জমি অধিগ্রহনের নির্মিত্ত প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ ঐ উপধারায় উল্লেখিত বিবরণী অনুযায়ী নির্ধারণ করার পরিবর্তে নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত উক্ত প্রযোজ্য বার্ষিক গড় আয়ের পরিমাণ অর্থ বার্ষিক বৃত্তি হিসাবে ধার্য্য করা হইবে। কিন্তু উক্ত বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ অত্র ধারার বিধান মোতাবেক নির্ধারিত ঐ জমি হইতে আগত প্রকৃত বার্ষিক লাভের অতিরিক্ত হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ, ওয়াক্‌ফ-আল-আল আওলাদ বা অন্য কোন ট্রাষ্টের অধীনস্থ জমি হইতে ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত আয় ও যাহার অংশ বিশেষ কোন ব্যক্তির আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সংরক্ষণ করা হয় যাহা এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হইয়াছে তাহা এই উপধারার আওতাধীন থাকিবে।

(২) (১) ও (১ক) উপধারা মোতাবেক জমির শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ দেখা দিলে তাহা নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হইবে যাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

(৩) (১) উপধারার ক ও খ দফার উদ্দেশ্যে জমি হইতে প্রকৃত বার্ষিক লাভ নিম্নলিখিত নিয়মে নির্ধারণ করা হইবে।

(ক) যে বৎসরের জন্য নির্ধারণী বিবরনী প্রস্তুত করা হইবে উহার অব্যবহিত দশ বৎসরের পূর্বের প্রত্যেক প্রকার ফসলের গড় দাম দ্বারা, নির্ধারিত নিয়মে জমির স্বাভাবিক বার্ষিক উৎপাদন বহগুন বৃদ্ধি করিয়া, প্রথমে জমির বার্ষিক উৎপাদনের মোট মূল্য গণনা করা হইবে।

(খ) ভূমির বার্ষিক উৎপাদনের মোট মূল্য হইতে নিম্নলিখিত বিষয় বাদ দিয়া প্রকৃত বার্ষিক লাভ গণনা কারিতে হইবে।

(অ) আবাদের নিমিত্ত খরচ হিসাবে নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত অর্থ যাহার পরিমাণ ভূমির বার্ষিক উৎপাদনের মোট মূল্যের শতকরা ৫ ভাগের বেশী হইবে না।

(আ) ভূমির বার্ষিক রাজস্ব অথবা খাজনা ও সেস কর হিসাবে খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদান যোগ্য গণনাকৃত অর্থ।

(ই) ১৯৪৪ সালের বংগীয় কৃষি আয়কর আইন মোতাবেক ঐ জমির আয়ের জন্য কর হিসাবে খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদাযোগ্য গণনাকৃত অর্থ।

(ঈ) ১৯২২ সালের আয়কর আইন মোতাবেক উক্ত জমির আয়ের জন্য কর হিসাবে খাজনা প্রদান অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদানযোগ্য গণনাকৃত অর্থ।

(৪) (১) উপধারার (খ), (ঘ) ও (ঘ১) দফার উদ্দেশ্যে প্রকৃত বার্ষিক আয় বলিতে এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধানাবলী অনুযায়ী রাজস্ব অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত বার্ষিক আয়কে বুঝায়।

(৫) যে ক্ষেত্রে রায়তী কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত জমি যাহার জন্য ১ নং উপধারার অধীন ক্ষতিপুরন প্রদান করা হয়, বন্ধকী অবস্থায় থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ উপধারা অনুযায়ী ঐ রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা ও তাহার বন্ধক গ্রহীতার মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে; ও রাজস্ব অফিসার অত্র আইন মোতাবেক অত্র আইনের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধানাবলী অনুযায়ী উক্ত ক্ষতিপুরণ ভাগ করিয়া দিবেন; এবং ঐ ভাগ করিতে গিয়া রাজস্ব অফিসার খাই-খালাসী বন্ধকীর ক্ষেত্রে উক্ত বন্ধকের অসমাপ্ত সময়কে বিবেচনার মধ্যে রাখিবেন।

ধারা ৪০। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রাথমিকভাবে প্রকাশ।**— এই অধ্যায়ের অধীনে অধিগ্রহনযোগ্য বা ২য় অধ্যায় মোতাবেক অধিগ্রহন করা হইয়াছে এই রকম খাজনাপ্রাপক চাষী রায়ত, অধীন চাষী রায়ত এবং অকৃষি প্রজার খাস ভূমি অধিগ্রহণের বেলায় ৩৭,৩৮ এবং ৩৯ ধারার অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অংক নির্ধারিত হইবার পর ৩৩ ধারা অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করিবেন ও উক্ত বিবরণী যখন তৈরী হইবে রাজস্ব অফিসার তখন উহার খসড়া নির্ধারিত নিয়মে ৩০ দিনের কম নয় এইরূপ সময়ের মধ্যে প্রকাশ করাইবেন ও উক্ত প্রকাশের সময়ের মধ্যে ইহাতে কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত করা অথবা ইহা হইতে কোন কিছু বাদ যাওয়া সম্বন্ধে আপত্তি গ্রহণ করিবেন এবং উহা বিবেচনা করিবেন ও সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে ঐ সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে কোন আপত্তি করা চলিবে না–

(অ) ঐ ব্যক্তির দ্বারা যে খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবী করে নাই;

অথবা

(আ) ঐ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এইরূপ খাজনার পরিমান সম্বন্ধে যাহা ৫ ধারা অথবা ৪র্থ অধ্যায় অথবা ৪৬ ক ধারার (২) উপধারা মোতাবেক নির্ধারিত হইয়াছে।

(২) কোন জেলায় অথবা জেলার অংশে অথবা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম অথবা দলবদ্ধ গ্রাম সমুহের নিমিত্ত অথবা এক বা একাধিক ব্যক্তি যাহার অথবা যাহাদের বিভিন্ন এলাকায় থাকা স্বার্থ যে সম্বন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ের অধীনে খতিয়ান রিভিশন এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার বা তাহাদের নিমিত্ত (১) উপধারা অনুযায়ী ভিন্ন খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশ করা যাইতে পারে।

ধারা ৪১। **উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল।**— ৪০ (১) ধারায় প্রদত্ত রাজস্ব অফিসারের প্রতিটি আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ২ মাস মেয়াদ মধ্যে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব অফিসারের নিকট আপীল করা চলিবে; এবং উক্ত উধর্বতন রাজস্ব অফিসার এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক তৈরী বিধিমালা অনুসারে উক্ত আপীল বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ধারা ৪২। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর চূড়ান্ত প্রকাশ।**— যে ক্ষেত্রে ঐরূপ সমস্ত আপত্তি ও আপীলের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হয় সে ক্ষেত্রে খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে রাজস্ব অফিসার ঐরূপ পরিবর্তন সাধন করিবেন যাহা ৪০ ধারার (১) উপধারার অধীনে আনীত আপত্তি বা ৪১ ধারার অধীন আপীলের প্রেক্ষিতে দেওয়া আদেশ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে ও ঐ পরিবর্তিত বিবরণী নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করিবেন ও উক্ত প্রকাশ এই অধ্যায়ের প্রকাশিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর প্রতিটি লিখনি, অতঃপর বর্ণিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, উক্ত লিখনিতে বর্ণিত বিষয় খাজনা প্রাপকগণের স্বার্থ সমুহের প্রকৃতি, ভূমির সঠিক পরিমাপ ও স্বার্থের দাবীদারগণের মধ্যে ক্ষতিপূরণ হারাহারিভাবে বন্টন এবং চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে ধরা হইবে।

ধারা ৪৩। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর চূড়ান্ত প্রকাশ সম্পর্কে সার্টিফিকেট ও অনুমান।**— (১) যে ক্ষেত্রে ৪২ ধারায় কোন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় সে ক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ে রাজস্ব অফিসার উক্ত চূড়ান্ত প্রকাশ এবং উহার তারিখের ঘটনা বর্ণনাক্রমে একটি সার্টিফিকেট তৈরি করিবেন ও উহাতে তাহার নাম এবং অফিসের উপাধিসহ দস্তখত করিবেন ও তারিখ লিখিবেন।

(২) ৪২ ধারায় কোন গ্রাম, দলবদ্ধ গ্রাম অথবা স্থানীয় এলাকা সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার পর সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ঐ বিজ্ঞাপ্তিতে তারিখ এবং চূড়ান্ত প্রকাশের বিষয় বর্ণনা করিয়া ঘোষণা দিবেন যে, উক্ত গ্রামে, অথবা দলবদ্ধ গ্রাম অথবা স্থানীয় এলাকা, যে ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হয়, এর নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারন বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ও উক্ত বিজ্ঞপ্তি উক্ত প্রকাশ এবং তারিখের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ৪৪। **স্বত্বাধিকারী, রায়তীস্বত্বের অধিকারী ও অন্যান্য খাজনা প্রাপকগণের স্বার্থ ও কতিপয় খাস জমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহন এবং সরকারের উপর ন্যাস্ত ও ইহার ফলাফল।**— আপাতত বলবৎ কোন আইনে অথবা এই আইনের ২য় অধ্যায় অথবা অপর কোন চুক্তিতে যাহা কিছু থাকুকনা কেন, ৩ (৪) ধারার ক, খ, গ ও ঘ অনুচ্ছেদের এবং ৪৬ঙ ধারার (৩) উপধারার বিধান সাপেক্ষে ৪৩ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী বিবরণী চূড়ান্তভাবে

প্রকাশিত হইয়াছে এই মর্মে ঘোষণা দিয়া বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেট প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ফলাফল উদ্ভূত হইবে, যথাঃ–

(১) কোন এষ্টেটে নিহিত সকল স্বত্বাধিকারীর, রায়তীস্বত্বে নিহিত সকল স্বত্বের অধিকারীর এবং বিবরণীতে বর্ণিত এলকায় পত্তনভুক্ত জোত অথবা প্রজাস্বত্বে নিহিত অপর সকল প্রাপকের স্বার্থ বা ঐ এলাকাভুক্ত এষ্টেট, রায়তীস্বত্বের, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব, যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য হয় এর অংশ বিশেষের স্বার্থসহ ঐ সকল ভূ–স্বামী রায়তীস্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা প্রাপকের ঐ এলাকাভুক্ত ঐ এষ্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব অথবা ঐ এষ্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ বিশেষের ভূমি যাহা ঐ স্বত্বাধিকারী, রায়তী স্বত্বের অধিকার এবং অন্য খাজনা প্রাপকের খাস দখলে থাকে উহাতে নিহিত স্বার্থ ও ইতিপূর্বে ২য় অধ্যায় অনুযায়ী বা ৪৬ঙ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী অধিগ্রহন করা হইয়াছে এইরূপ স্বার্থ ছাড়া ঐ এষ্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব বা ঐ এষ্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ বিশেষের জমির মাটির নীচে নিহিত সকল খাজনা প্রাপকের স্বার্থসহ জমির অধিকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের ১লা তারিখ হইতে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহন করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে ও ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঐ ভূ–স্বামী, রায়তী স্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা প্রাপকের অধিকার সাপেক্ষে সর্ব প্রকার দায়দেনা মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যাস্ত হইবে;

(২) প্রত্যেক স্বত্বাধিকারী, রায়তীস্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা প্রাপক যাহার বিবরণীর সহিত সম্পূর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত কোন এষ্টেট, রায়তীস্বত্ব বা জোত বা প্রজাস্বত্বের বা কোন এষ্টেট, রায়তীস্বত্ব অথবা জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ বিশেষে নিহিত স্বার্থ, যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়, এই আইন মোতাবেক অধিগ্রহন করা হইয়াছে, সে ৪র্থ অধ্যায় অনুযায়ী যে সমস্ত জমি দখলে রাখিবার অধিকারী হয় তাহা সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর এই আইনের বিধান সাপেক্ষে সরকারের অধীনে সরাসরি প্রজা হিসাবে দখলে রাখিবার অধিকারী হইবে।

(৩) যে সকল জমি রায়ত, অধীনস্থ রায়ত, অথবা অকৃষি প্রজা চতুর্থ অধ্যায়ের অধীনে দখলে রাখার অধিকারী হয় উহার অতিরিক্ত জমি বিবরণীর সহিত সম্পর্যুক্ত এলাকায় অবস্থিত ঐ রায়ত, অধীনস্থ রায়ত ও অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত সকল জমিতে নিহিত সকল রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক, অকৃষি প্রজার স্বার্থসহ, ইতিপূর্বে অত্র আইনের অন্য কোন বিধান মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ স্বার্থ ছাড়া অধিকৃত অতিরিক্ত সকল জমির মাটির নীচে নিহিত স্বার্থ ও সেখানে নিহিত খনির সমস্ত অধিকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি সনের ১লা তারিখ হইতে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহন করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে এবং সর্ব প্রকার দায়দেনা মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যাস্ত হইবে।

(৪) উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের ১লা তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিবরণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত এলকায় অবস্থিত জমির অধিকারী সকল রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক এবং অন্য কোন প্রজা যদি তাহারা ইতিপূর্বে এই আইনের অন্য কোন বিধান অনুসারে সরকারের সরাসরি প্রজা না হইয়া থাকে তবে উক্ত কৃষি বৎসরের ১লা তারিখ হইতে কার্যকরী সরকারের সরাসরি অধীনস্থ প্রজা হইবে ও এই আইনের বিধান সাপেক্ষে ঐ সকল জমি যেইগুলি ৩নং দফা মোতাবেক বা (এই আইনের অন্য কোন বিধান মোতাবেক) সরকারের উপর ন্যাস্ত হয় নাই উহা দখলে রাখার অধিকারী হইবে ও ঐ অধিকৃত জমির জন্য সরকারকে খাজনা প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবে।

(৫) ৩ (৪) ধারার খ অনুচ্ছেদ বর্ণিত সকল বকেয়া রাজস্ব এবং সেসকর তদসহ সুদ, যদি পাওনা থাকে, বিবরণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত এষ্টেট সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের ১লা তারিখে বৈধভাবে প্রাপ্য হইলে উহা ঐ কৃষি বৎসরের ১লা তারিখের পরে বিদায়ী মালিকের নিকট আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ও আদায়ের অন্য কোন নিয়মের পরিপন্থী কোন কাজ না করিয়া কালেক্টর কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইলে ঐ মালিককে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপুরণের অর্থ হইতে ঐ বকেয়া সেসকর এবং সুদের অর্থ বাদ দিয়া উহা আদায় করা হইবে;

(৬) ১৮৮২ সালের বংগীয় ইমব্যাংকমেন্ট আইন (বা ১৯৫২ সালের পূর্ব বংগীয় ইমব্যাংকমেন্ট এণ্ড ড্রেইনেজ আইন) এর অধীন খাজনা প্রাপকের নিকট সরকার কর্তৃক আদায়যোগ্য সকল অর্থ যাহা ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের

১লা তারিখে প্রাপ্য থাকে ও যাহা ৩ (৪) ধারার ঘ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইতিপূর্বে আদায় করা হয় নাই ঐ অর্থ ১৮৮২ সালের বংগীয় ইমব্যাংকমেন্ট আইন অথবা ১৯৫২ সালের পূর্ব বংগীয় ইমব্যাংকমেন্ট এণ্ড ড্রেইনেজ আইন মোতাবেক বকেয়া পাওনা হিসাবে হউক অথবা ভবিষ্যতের কিস্তি হিসাবে হউক আদায়ের অপর কোন নিয়মের হানিকর কোন কাজ না করিয়া কালেকটর কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইলে আদায়যোগ্য অর্থের সংগে সম্পর্কযুক্ত জমির স্বার্থ অধিগ্রহনের ক্ষেত্রে খাজনা প্রাপকের প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঐ বকেয়া পাওনা এবং ভবিষ্যতের কিস্তির অর্থ বাদ দিয়া আদায় করা হইবে;

(৬ক) ১৯৪৪ সালের বেংগল এ্যাগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট মোতাবেক কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারের আদায়যোগ্য বকেয়া কৃষি আয়কর যাহা উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের ১লা তারিখে প্রাপ্য থাকে ও যাহা ৩ ধারার (৪) উপধারার (ঘ) অনুচ্ছেদ দ্বারা আদায় হয় নাই আদায়ের অপর কোন নিয়মের পরিপন্থী কোন কাজ না করিয়া কালেক্টর কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইলে আদায়যোগ্য অর্থের সংগে সম্পর্কযুক্ত স্বার্থ অথবা জমির বেলায় ৫৮ ধারা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তিকে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঐ বকেয়া অর্থ বাদ দিয়া আদায় করা হইবে।

(৭) উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের ১লা তারিখে পূর্ববর্তী যে কোন সময়ের ঐ বিবরণীর সংগে সম্পর্কযুক্ত কোন রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা জমির বকেয়া খাজনা এবং সেস কর তদসহ সুদ যাহা তামাদি হইয়া যায় নাই অথবা ইতিপূর্বে ৩ (৪) ধারার ঙ অনুচ্ছেদ মোতবেক সরকারের উপর ন্যাস্ত হয় নাই উক্ত কৃষি বৎসরের ১লা তারিখে অথবা ১লা তারিখ হইতে সরকারের উপর ন্যাস্ত হইবে এবং সরকার কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে ও আদায়ের অপর কোন নিয়মের পরিপন্থী কোন কাজ না করিয়া কালেকটর কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইলে ৫৮ ধারা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তিকে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঐ বকেয়া খাজনা, সেস কর ও সুদের অর্থ বাদ দিয়া উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা হইবে;

(৮) উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের তারিখ হইতে কার্যকরী খাজনা গ্রহনের স্বার্থ অথবা জমির বেলায় বিজ্ঞপ্তির সংগে সম্পর্কযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের জন্য ঐ ধারার (১) অথবা (২) অথবা (৪ক) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটিবে; এবং ঐ স্বার্থ অথবা জমি সম্পর্কে ঐ ধারার (১) অথবা (২) অথবা ৪ (ক) উপধারা মোতাবেক মোট প্রদত্ত অন্তরবর্তীকালীন অর্থ উক্ত স্বার্থ অথবা জমির জন্য ঐ ধারা মোতাবেক অন্তবর্তীকালীন অর্থ প্রদানের তারিখ হইতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার কৃসি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য ঐ বিবরণীতে বর্ণিত স্বার্থ অথবা জমির জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থের শতকরা তিনভাগ পরিমাণ অর্থ ঐ ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে বাদ যাইবে।

ধারা ৪৫। রাজস্ব অফিসার কর্তৃক ঘোষণা।— সরকারী গেজেটে ৪৩ (২) ধারার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে রাজস্ব অফিসার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত এলাকায় স্থানীয় ভাষায় একটি ঘোষণা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন–

(ক) ঐরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার প্রেক্ষিতে ৪৪ ধারা মোতাবেক যে সমস্ত ফলাফল উদ্ভূত হইয়াছে সেইগুলি ব্যাখ্যা করিয়া; ও

(খ) ঐরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পরের কৃষি বৎসরে প্রথম দিন হইতে যে সমস্ত ব্যক্তি সরকারের প্রজা হইবে উহাদিগকে সরকার ছাড়া অপর কোন ব্যক্তিকে খাজনা প্রদান না করিবার নিমিত্ত নির্দেশ জারী করিয়া।

ধারা ৪৬। খতিয়ান মুদ্রণ ও বিতরণ।— সকল এষ্টেট, মধ্যস্বত্ব অথবা জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত জোত বা প্রজাস্বত্বে নিহিত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ যেগুলি সম্বন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ের অধীনে খতিয়ান প্রনয়ণ, পরিমার্জন এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির সংগে সম্বন্ধযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর ঐ খাজনা প্রাপকদের পর্যায়ভুক্ত সম্পূর্ণ স্বার্থের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ও যে সকল ব্যক্তি ঐ স্বার্থ অধিগ্রহণ করার ফলে প্রজা হিসাবে সরাসরি সরকারের অধীনে আসিবে তাহা প্রদর্শন করিয়া সংশোধন করা হইবে, ও জেলার রাজস্ব বিবরণী প্রকাশের পরে খতিয়ানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এলাকায় এক বা একাধিক সদস্যের জন্য হইলে তাহা ঐ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি সমূহ মোতাবেক কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(খ) খতিয়ানের মুদ্রিত অনুলিপি উহার সংগে সম্পর্কযুক্ত এলাকায় প্রজাদের মধ্যে নির্ধারিত নিয়মে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে।

পঞ্চম ক অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহনকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতকরণের জন্য বিশেষ বিধান সমূহঃ

৫—ক অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতকরণ

ধারা ৪৬ক। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতকরণ।— (১) ১৭ অথবা ৩১ ধারার অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করিবার পরিবর্তে সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ৩ক ও ৪ ধারার অধীন দাখিলকৃত অথবা দখলকৃত বিবরণী কাগজপত্র এবং দলিল দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করিয়া ৩ ধারার অধীন অধিগ্রহণকৃত খাজনা প্রাপকের সম্পত্তির ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

২। যখন (১) উপধারার অধীন আদেশ করা হয় তখন রাজস্ব অফিসার ঐ বিবরণী, কাগজপত্র এবং দলিল–দস্তাবেজ নির্ধারিত নিয়মে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, প্রয়োজন মাফিক সংশোধন করিবেন ও ঐ খাজনা প্রাপকের অব্যবহিত অধীনস্থ সকল প্রজার যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা ২৪ (২৫, ২৫ক), ২৬ ও ২৮ ধারায় বর্ণিত নীতি অনুসারে নির্ধারিত করিবেন।

(৩) উপধারা (২) এর অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পর রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত নিয়মে ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করিবেন যাহাতে ঐ খাজনা প্রাপকের মোট সম্পত্তি ও প্রকৃত আয় এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে তাহার প্রাপ্য ক্ষতিপুরণের পরিমান ও তদসহ নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ থাকিবে।

ধারা ৪৬খ। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে প্রতিবন্ধকতা।— ৪৬ ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদানের পর উক্ত ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী যে ভূমির যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয় সেই ভূমির খাজনা পরিবর্তন অথবা নির্ধারণের জন্য কোন দেওয়ানী আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন না এবং উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখে যদি কোন মামলা অথবা দরখাস্ত কোন দেওয়ানী আদালতে রুজু থাকে তবে উহার কার্যক্রম আর চলিবে না এবং উহা বাতিল হইবে।

ধারা ৪৬গ। পঞ্চম ক অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ বিবরণীর ক্ষেত্রে ৩৪—৪৩ ধারার বিধান সমূহ প্রয়োগ।— এই অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী ও প্রকাশের ক্ষেত্রে;

(ক) ৩৪, ৩৮ এবং ৪০ –৪৩ ধারার বিধান সমূহ যতটুকু প্রযোজ্য ততটুকু প্রয়োগ করিতে হইবে;

(খ) ৩৭ ও ৩৯ ধারার বিধানাবলী সম্পূর্ণ প্রয়োগ হইবে;

(গ) নিম্নলিখিত সংশোধন সাপেক্ষে ৩৫ ধারার বিধানাবলী প্রয়োজ্য হইবে, যথাঃ–

"(ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কৃষি বৎসরের জন্য খাজনা প্রাপককে তাহার অব্যবহিত অধীনস্থ প্রজাগণ কর্তৃক প্রদত্ত মোট খাজনা ও সেস নিয়া ও যে ক্ষেত্রে ঐ খাজনা প্রাপক কোন এষ্টেটের মালিক বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী হয় সেক্ষেত্রে ২০ ধারার অধীন ঐ এষ্টেটের বা মধ্যস্বত্বের মধ্যে অধিকৃত খাস ভূমির জন্য ৫ ধারার অধীন নির্ধারিত মোট যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা নিয়া ঐ খাজনা প্রাপকের মোট আয় গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন (মধ্যস্বত্বের অধিকারী) বা রায়ত অথবা অধীনস্থ রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার ক্ষেত্রে ২৪, (২৫, ২৫ক) ও ২৮ ধারায় বর্ণিত নীতি সমূহ মোতাবেক ৪৬ (ক) ধারার (২) উপধারায় কোন ভূমির জন্য নির্ধারিত খাজনাকে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পুরণের জন্য ঐ ভূমির জন্য ঐ রায়ত, অধীনস্থ রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক ঐ বৎসরের জন্য প্রদানযোগ্য খাজনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।"

ধারা ৪৬ঘ। ৫ম ক অধ্যায়ের অধীন অবাধ্য মালিকের প্রকৃত আয়।— ৪৬ গ ধারার (গ) অনুচ্ছেদে যাহা কিছু বলা থাকুকনা কেন, অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ্য মালিকের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের অব্যবহিত আগের বৎসরে উক্ত মালিককে প্রদত্ত মালিকানাকে উক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হিসাবকৃত উক্ত মালিকের প্রকৃত আয় বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ধারা ৪৬ঙ। পঞ্চম ক অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্ত প্রকাশনার ফলাফল।— দ্বিতীয় অধ্যায় যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন, ৪৩ ধারার (২) উপধারার ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে এই মর্মে ঘোষণা দিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রেক্ষিতে,

(১) ৩ (৪) ধারার ও অনুচ্ছেদের অধীন যে সমস্ত প্রজা সরকারের সরাসরি প্রজা হিসাবে গণ্য হয় তাহারা ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর তাহাদের অধিকৃত ভূমির জন্য এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিবে।

(২) ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখে পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বা ভূমির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের জন্য ৬ অথবা ৬ক ধারা মোতাবেক প্রদত্ত অন্তবর্তী কালীন অর্থ প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটিবে; ও ঐ স্বার্থ বা ভূমির জন্য ৬ ধারা মোতাবেক অন্তরবর্তীকালীন অর্থ প্রদানের তারিখ হইতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার কৃষি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য ঐ বিবরণীতে বর্ণিত স্বার্থ বা ভূমির জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থের শতকরা ৩ ভাগ পরিমান অর্থ ঐ ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে বাদ যাইবে।

(৩) ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর খাস দখলীয় সকল ভূমিতে খাজনা প্রাপকের স্বার্থ যাহা সে ২০ ধারা মোতাবেক দখলে রাখার অধিকারী নয় অথবা যাহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হইয়াছে যদি তাহা ৩(২) ধারানুসারে ইতিপূর্বে অধিগৃহীত না করা হইয়া থাকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে ও সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় চূড়ান্তভাবে সরকারের উপর বর্তাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ

ধারা ৪৭। **রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।**— অত্র আইনের এই খণ্ডের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষ থাকিবে:

(ক) ষ্টেট পার্চেজ কমিশনার;

(খ) ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ এণ্ড সার্ভেস-এর ডাইরেক্টর;

(গ) সেটেলমেন্ট অফিসারগণ ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণ;

(ঘ) অন্যান্য রাজস্ব অফিসারগণ;

(ঙ) বিশেষ জজগণ।

ধারা ৪৮। **নিয়োগ ও ক্ষমতা সমূহ।**— (১) ষ্টেট পার্চেজ -এর কমিশনার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) ষ্টেট পার্চেজ-এর কমিশনার সমস্ত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অত্র আইন ও অত্র আইনের অধীনে প্রণীত বিধি মালায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। তিনি ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ এণ্ড সার্ভেস এর ডাইরেক্টর ও তাঁহার মাধ্যমে তাঁহার অধীনস্থ অপরাপর সকল অফিসারগণের উপর পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রন সম্বন্ধীয় সাধারণ ক্ষমতা সমূহ প্রয়োগ করিবেন।

(৩) ল্যাণ্ড রেকর্ড এণ্ড সার্ভেস-এর ডাইরেক্টর অত্র আইনের অধীনে অথবা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক সেই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন যে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তব্য তাঁহাকে প্রদান করা হইবে অথবা তাঁহার উপর ন্যাস্ত করাহইবে।

(৪) জেলা জজ অথবা অধীনস্থ জজের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন এমন এক অথবা একাধিক ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে তাঁহার বা তাহাদের কাছে দায়েরকৃত আপীলের শুনানীর উদ্দেশ্যে অথবা ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ সমূহের তদন্ত করার জন্য অথবা ৪২ ধারার অধিন কোন ক্ষতিপূরণ বণ্টনের জন্য ৬০ ধারা অধিন প্রেরিত বিষয় সমূহের নিস্পত্তির জন্য সরকার বিশেষ জজ নিয়োগ করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর রিভিশন এবং ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বিরোধ সমূহের নিস্পত্তি

ধারা ৪৯। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী বিবরণী পরিমার্জন।**— কমিশনার, জেলার জয়েন্ট ডেপুটি কমিশনারের পদমর্যাদার নীচে নন এমন কোন অফিসার বা অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেটেলমেন্ট অফিসার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করার সময় আবেদনক্রমে কোন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী বা উহার অংশ বিশেষ এবং বিবরণীর উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তুত কৃত কোন

খতিয়ান অথবা খতিয়ানের কোন অংশ পুনঃ পরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, উক্ত বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ৩ মাসের মধ্যে আবেদনক্রমে পুনঃ পরীক্ষন করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন ও স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যে কোন সময়ে পুনঃ পরীক্ষণ করার ঐরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন, কিন্তু ৪১ ধারার অধীনে উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের আদেশ অথবা ৫১ ধারা বা ৫২ ধারার (৪) উপধারা বা ৫৩ ধারার অধীনে বিশেষ জজের আদেশ ইহার দ্বারা ক্ষুণ্ণিগ্রস্থ হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে এই বিষয়ে উপস্থিত হইবার ও শুনানীর জন্য ১৫ দিনের কম নয় সময়ের নোটিশ প্রদান না করিয়া ঐরূপ নির্দেশ জারি করা যাইবে না।

ধারা ৫০। রাজস্ব অফিসার কর্তৃক ভুল সংশোধন।— ৫৮ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুসারে রাজস্ব অফিসার যে কোন সময় আবেদনক্রমে অথবা স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত এলাকার নিমিত্ত ৪র্থ অধ্যায়ের অধীনে প্রস্তুতকৃত পুনঃ পরীক্ষিত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানে অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিবরণীতে যে কোন লিখনি যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে উক্ত লিখনি প্রকৃত ভুলের কারণে ঘটিয়াছে বা খাজনা প্রাপক, চাষী রায়ত, অধীন চাষী রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার স্বার্থ উত্তরাধিকারের উপর বর্তানোর ফলে অথবা হস্তান্তরের কারণে উক্ত লিখনি শুদ্ধকরণ প্রয়োজন তবে সংশোধন করিতে পরিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ লিখনির বিরুদ্ধে যদি ৫১ অথবা ৫৩ ধারার অধীন কোন আপীল করা হইয়া থাকে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ দিবার জন্য হাজির হবার যথাযথ নোটিশ না দিয়া ঐরূপ শুদ্ধকরণ করা যাইবে না।

ধারা ৫১। বিশেষ জজের নিকট আপীল।— (১) কোন ব্যক্তি ৪১ ধারার অধীন উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অথবা ৪৯ ধারার অধীন কমিশনার অথবা অপর অফিসারের আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে সে ৪৮ (৪) ধারার অধীন নিযুক্ত বিশেষ জজের কাছে ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ৪২ ধারার অধীন প্রকাশিত হওয়ার ৬০ দিনের ভিতর বা যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহা প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে যাহাই পরে ঘটে, আপীল করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে অথবা ক্ষতিপূরণের অংশ বিশেষের বণ্টন সম্বন্ধে উদ্ভুত বিবাদের ব্যাপারটি রাজস্ব অফিসার ৬০ ধারার অধীন বিশেষ জজের কাছে প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে উক্ত বিশেষ জজ ঐ বিবাদের বিষয় অনসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত ৫২ ধারার শর্ত সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

ধারা ৫২। বিশেস জজ কর্তৃক হাইকোর্টে মামলার বিবরণী প্রেরণ।— (১) বিশেষ জজের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন পক্ষ ঐরূপ আদেশ প্রদানের ৬০ দিনের ভিতর নির্ধারিত ফরমে তদসহ ৫০ টাকা ফিস প্রদান করিয়া, যেক্ষেত্রে দরখাস্তটি সরকার ছাড়া অন্য কেহ করে, দরখাস্তের মাধ্যমে বিশেষ জজকে ঐরূপ আদেশ হইতে উদ্ভুত কোন আইনের প্রশ্ন হাইকোর্টে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবেন ও উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে বিশেষ জজ উক্ত মোকদ্দমার বিবরণ প্রস্তুত করিয়া ইহা হইকোর্টে প্রেরণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, (২) উপধারার অধীনে যদি বিশেষ জজ সরকার ছাড়া অন্য কোন পক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকৃত মোকদ্দমার বিবরণ দিতে অস্বীকার করেন তবে ঐরূপ পক্ষ মোকদ্দমার বিবরণ প্রদানের অস্বীকৃতির নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের ভিতর তাহার দরখাস্ত প্রত্যাহার করিয়া নিতে পারিবে এবং যদি সে এইরূপ করে তবে তাহার প্রদত্ত ফি ফেরৎ দেওয়া হইবে।

(২) ১নং উপধারার অধীন দরখাস্ত দাখিলের পর যদি কোন আইনের প্রশ্ন উদ্ভুত হয় নাই এই হেতুতে উক্ত বিশেষ জজ মামলার বিবরণ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন তবে দরখাস্তকারীপক্ষ প্রত্যাখ্যানের নোটিশের ৬০ দিনের ভিতর হাইকোর্টে আবেদন পেশ করিতে পারিবে ও যদি হাইকোর্ট বিশেষ জজের সিদ্ধান্তের শুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হন তবে মামলার বিবরণ প্রস্তুত করিবার ও উহা হাইকোর্ট পাঠাইবার জন্য বিশেষ জজকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। বিশেষ জজ ঐরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর যথাযথভাবে মোকদ্দমার বিবরণী তৈরি করিয়া উহা হাইকোর্টে প্রেরণ করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীনে প্রেরিত মোকদ্দমার বিবরণ উদ্ভুত প্রশ্ন নির্ধারণ করিবার জন্য যথেষ্ট এই মর্মে যদি হাইকোর্ট সন্তুষ্ট না হন তবে এই উদ্দেশ্যে হইকোর্ট নির্দেশিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত অথবা পরিবর্তন করিবার জন্য পুনরায় উক্ত মোকদ্দমা বিশেষ জজের কাছে ফেরৎ পাঠাইতে পারিবেন।

(৪) উক্ত মোকদ্দমার শুনানীর পর হাইকোর্ট উদ্ভুত আইনের প্রশ্ন সমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যে সকল

হেতুর উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে উহা বর্ণনা করিয়া ইহার রায় প্রদান করিবেন ও কোর্টের সীল মোহরকৃত এবং রেজিষ্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত উক্ত রায়ের একটি কপি বিশেষ জজের কাছে প্রেরণ করিবেন যিনি উক্ত রায়ের সহিত মিল রাখিয়া এইরূপ আদেশ দিবেন যাহা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রয়োজন হয়।

(৫) যেক্ষেত্রে হাইকোর্টে কোন রেফারেন্স করা হয় সেই ক্ষেত্রে খরচ আদালতের বিবেচনাধীন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ধারা ৫৩। **বিশেষ জজের নিকট আপীল।**— কোন ভূমির খাজনা নির্ধারণ অথবা দখলের স্বত্বলিপি তৈরির বেলায় আপীলের প্রেক্ষিতে ১৯ (২) ধারার অধীন রাজস্ব অফিসারের প্রদত্ত আদেশ দ্বারা বা ভূমির খাজনা নির্ধারণ অথবা দখলের খতিয়ান সম্বন্ধীয় ৩১ (২) ধারার অধীন খতিয়ানে কোন লিখনি দ্বারা বা ৪৬ক ধারার (২) উপধারার অধীন কোন ভূমির ন্যায্য ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণের নিমিত্ত আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি ঐরূপ আদেশ বা লিখনির বিরুদ্ধে আপীলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ হইতে ৩ মাসের ভিতর ৪৮ (৪) ধারার অধীন নিযুক্ত বিশেষ জজের কাছে আপীল দায়ের করিতে পারিবে। ৫২ ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছু থাকুক না কেন, উক্ত আপীলে বিশেষ জজের রায় চূড়ান্ত হইবে।

ধারা ৫৪। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী শুদ্ধকরণ।**— ৪৯ ধারার অধীন কমিশনার অথবা অন্য অফিসার প্রদত্ত নির্দেশ বা ৫১, ৫৩ অথবা ৫২ ধারার (২) উপধারার অধীন বিশেষ জজ প্রদত্ত আদেশ বা কোন ভূমির মালিকানা অথবা দখল ঘোষণা করিয়া কোন মামলা, আপীল অথবা কার্যক্রমে কোন দেওয়ানী আদালতের অথবা হাইকোর্টের চূড়ান্ত আদেশ অথবা ডিক্রী কার্যকর করিবার নিমিত্ত যেমন প্রয়োজন হইবে রাজস্ব অফিসার স্বত্বলিপির অথবা ক্ষতিপূরণ বিবরণী সেইরূপ পরিবর্তন করিবেন।

ধারা ৫৫। **বিশেষ জজের কাছে আপীল ও বিশেষ জজ কর্তৃক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির প্রয়োগ।**— ৫১ (১) ধারার অধীনে বিশেষ জজের কাছে দায়েরকৃত আপীলের ক্ষেত্রে বা ৫১ (২) ধারার অধীন তৎকর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী যতটুকু সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ৫৬। **কতিপয় বিচার্য বিষয় উত্থাপনে বাধা।**— অত্র আইনের অন্যত্র যাহা কিছু থাকুক না কেন, কোন দেওয়ানী আদালতে অথবা হাইকোর্টে ভূমি সম্পর্কে মামলা, আপীল অথবা কার্যক্রমের কোন পক্ষ ১৯,৪০,৪৯,৫১,৫৩ অথবা ৬০ ধারার অধীন কোন রাজস্ব অফিসার, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ, বিশেষ জজ অথবা কমিশনার অথবা অপর কোন অফিসারের কাছে উক্ত ভূমি সম্পর্কিত কোন ইস্যু, যাহা ঐরূপ মামলা, আপীল অথবা কার্যক্রমে মূলতঃ বিচার্য বিষয় উত্থাপন করিতে পারিবে না।

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ প্রদান

ধারা ৫৭। **ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদানযোগ্য অর্থের সীমা ও পরিমাণ।**— (১) এই আইনের অন্যত্র বা ৫৪ নং ধারার অধীন চূড়ান্তভাবে সংশোধিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন, কোন খাজনা গ্রহীতা তাহার বাংলাদেশে অধিকৃত সকল এস্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বে নিহিত সকল খাজনা গ্রহণের স্বার্থ হইতে আগত মোট প্রকৃত আয়ের উপর ৩৭ ধারা অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে গণনাকৃত খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের অধিকারী হইবে না।

(২) যখন কোন খাজনা গ্রহীতা বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিকারে রাখে, তখন রাজস্ব কর্মকর্তা, কোন এলাকায় অবস্থিত খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ৫৪ নং ধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে সংশোধিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারন বিবরণী অনুযায়ী প্রদান যোগ্য ক্ষতিপূরণ ৫৮ নং ধারা অনুযায়ী প্রদানের পূর্বে ঐ খাজনা গ্রহীতাকে এলাকা বা এলাকাসমূহে অবস্থিত খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে (১) নং উপধারা অনুযায়ী অনুমোদিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে কিনা তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন, এবং যদি দেখা যায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য বিবরণী অনুযায়ী প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঐ অতিরিক্ত অর্থ কাটিয়া রাখা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ঐ খাজনা গ্রহীতাকে এই ব্যাপারে উপস্থিত হওয়ার জন্য ও শুনানীর জন্য যুক্তি সঙ্গত নোটিশ প্রদান না করিয়া ঐ অর্থ কাটিয়া রাখা যাইবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, ঐ অর্থ কাটিয়া নেওয়ার জন্য প্রদত্ত আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করা যাইবে যাহার আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে (২)নং উপধারার অধীন কোন অর্থ কাটিয়া রাখার পর যাহা অতিরিক্ত অর্থ থাকে তাহা ৫৮ ধারার উদ্দেশ্যে ঐ বিবরণীর শর্ত সমূহ মোতাবেক ঐ স্বার্থ সমূহের জন্য খাজনা প্রাপককে দেয় ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইবে।

ধারা ৫৮। ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি।— যেক্ষেত্রে ৫১ ধারা অথবা ৫৩ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে কোন এন্ট্রি বা লিখনী বাদ সম্পর্কে আপীল দায়ের করার সময় অতিবাহিত হয় এবং যেক্ষেত্রে ৫১ ধারার অধীন ঐ আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে ঐ আপীলের সংগে সম্পর্কযুক্ত বিশেষ জজ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ সম্পর্কে ৫২ ধারার অধীন হাইকোর্টে রেফারেন্স করার সময় অতিবাহিত হয় এবং ঐ আপীল সম্পর্কে ৫২ ধারার অধীন সকল রেফারেন্সের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হয় এবং ঐ রেফারেন্স হইতে উদ্ভূত ঐ ধারার (৪) নং উপধারার অধীন সকল আদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে ৫৩ ধারায় দায়েরকৃত আপীলের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হয় সে ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারীগণ ও অন্যান্য খাজনা প্রাপকগণকে, দলদ্ধ স্বত্বাধিকারীগণ, মধ্যস্বত্বের অধিকারীগণ বা অন্যান্য খাজনা প্রাপকগণকে ও চাষী রায়তগণ, অধীন রায়তগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে শুরু করিবেন, যাদ্বারা ৫৪ ধারা মোতাবেক চূড়ান্তভাবে সংশোধনকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ঐ বিবরণীর শর্ত মোতাবেক দেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে কালেক্টরের আদেশে ৩ ধারার (৪) নং উপধারার (খ, গ, ঘ (ঘঘ) অনুচ্ছেদ) অথবা ৪৪ ধারার (৫,৬, ৬ক বা ৭ অনুচ্ছেদ) মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ কাটিয়া রাখার পরও ৪৪ ধারার ৮ অনুচ্ছেদ (অথবা ৪৬ঙ ধারার ২ অনুচ্ছেদ) (বা ৭৬খ) ধারার অধীন নির্ধারিত অর্থ কাটিয়া রাখার পরও ১০ম অধ্যায় অনুসারে নির্ধারিত অর্থ আদায় করার পর খাজনা প্রাপক যদি এই আইনের ১০ম অধ্যায় অনুসারে তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবার জন্য আবেদন করে তবে ক্ষতিপূরণ বিবরণী মোতাবেক তাহাকে দেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের শুধুমাত্র অর্ধেক অর্থ হইতে ৩ ধারার (৪) নং উপধারার খ, গ, ঘ বা (ঘঘ অনুচ্ছেদ) অথবা ৪৪ ধারার (৫, ৬, ৬ক, ৭ বা ৮ অনুচ্ছেদ) (অথবা ৪৬ঙ ধারার অনুচ্ছেদ) অথবা ৭৬খ) ধারার অধীন কর্তনযোগ্য অর্থ বাদ দিয়া প্রদান করা হইবে এবং ঐ আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাকী অর্ধেক অর্থ প্রদান স্থগিত থাকিবে ও ঐ ধারায় মোতাবেক যে সকল ঋণ ঐ ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায়যোগ্য হইবে তাহা ৭১ (৭) ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, পাকা বাসভবনসহ ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে দেয় ক্ষতিপূরণ সরকার ঐ ভূমির ও পাকা বাসভবনের খাস দখল না লওয়া পর্যন্ত প্রদান করা হইবে না।

(২) দেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ নগদ অর্থ দ্বারা বা বণ্ডসমূহ দ্বারা বা আংশিক নগদ ও আংশিক বণ্ডসমূহ দ্বারা প্রদান করা হইবে। বণ্ডগুলি হস্তান্তর অযোগ্য দলিল হইবে ও উহাতে বর্ণিত ব্যক্তি বা স্বার্থের উত্তরাধীকে ৪০ কিস্তির বেশি নয় এইরূপ বার্ষিক কিস্তিতে প্রদান করা হইবে ও উহা প্রদান করার তারিখ হইতে বার্ষিক তিন টাকা হারে সুদ প্রদান করা হইবে।

(৩) যদি কোন এষ্টেট, মধ্যস্বত্ব বা জোত বা উহার অংশ অথবা কোন ভূমি সম্পর্কিত ঐ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার অধিকারী ব্যক্তির ঐ এষ্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা তাহার অংশ অথবা ভূমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা না থাকিত বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের মালিকানা অথবা উহার বন্টন সম্পর্কিত কোন বিবাদ দেখা দেয় তবে রাজস্ব অফিসার ক্ষতিপূরণের অর্থ বা বণ্ডসমূহ যাহার মাধ্যমে উহা প্রদান কর হয়, জেলার কালেক্টরের নিকট জমা রাখিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এখানে বর্ণিত কোন কিছুই এই ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণের সমস্ত বা অংশ বিশেষের অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তির বৈধভাবে অধিকারীর নিকট ঐ অর্থ প্রদানের দায়িত্ব ক্ষুন্ন হইবে না।

(৪) (২) ও (৩) নং উপধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ৩৭ ধারার ৩ দফা (অথবা ৩৯ ধারার (১ক) নং উপধারায়) উল্লিখিত বার্ষিক বৃত্তি, ওয়াকফ অথবা ওয়াকফ্ আল-আল-আওলাদ –এর ক্ষেত্রে ওয়াকফ্ কমিশনারের নিকট ও অন্য কোন ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ট্রাষ্টির নিকট প্রদান করিতে হইবে।

(৫) যদি (১) নং উপধারার অধীনে অনুমোদিত অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় বা যদি আইনগতভাবে অধিকারী নয় ঐরূপ কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করে তবে কালেক্টর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ঐ অর্থ ফেরৎ প্রদানের নির্দেশ দিবেন যদি ঐ ব্যক্তি ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হয় তবে ঐ অর্থ সরকারী দাবী বলিয়া গণ্য হইবে ও উহা সরকারী দাবী হিসাবে ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইনের ১ নং তফসিলের ৪ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এখানে বর্ণিত কোন কিছুই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অপরাধজনক দায়িত্বকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবে না।

ধারা ৫৯। হস্তান্তর করার অযোগ্য ব্যক্তির অধিকারে এষ্টেট সমূহ রায়তীস্বত্ব সমূহ, জোত সমূহ বা ভূমি সমূহ সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণের অর্থ বা বণ্ড জমা।– (১) যদি ৫৮ (৩) ধারার অধীন বণ্ড অথবা নগদে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলার কালেক্টরের নিকট জমা দেওয়া হয় ও কালেক্টরের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের সংগে সম্পর্কযুক্ত এষ্টেট, মধ্যস্বত্ব জোত অথবা উহার অংশ বিশেষ অথবা কোন ভূমি এমন ব্যক্তিকর্তৃক অধিকৃত হয় যাহার উহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল না তাহা হইলে কালেক্টর যেক্ষেত্রে নগদ অর্থ জমা দেওয়া হয়, যেরূপ যথাযথ মনে করিবেন ঐরূপ সরকারী বা অন্য কোন অনুমোদিত ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করার আদেশ প্রদান করিবেন ও ঐ বণ্ড সমূহের সুদ অথবা ঐ বিনিয়োগকৃত অর্থের সুদ বিনিয়োগ হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঐ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করার নির্দেশ দিবেন যে বা যাহারা আপাততঃ ঐ এষ্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত বা উহার অংশ অথবা অন্যান্য ভূমিতে নিহিত স্বার্থ, যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়, যদি ঐ স্বার্থ ৩নং ধারা অথবা ৪৪ নং ধারার অধীন সরকারের উপর না বর্তাইয়া থাকে ইহার অধিকারী হইয়াছেন ও ঐ বণ্ড বা ঋণপত্র জমাকৃত অবস্থায় থাকিবে যতদিন পর্যন্ত না–

(ক) ঐগুলি চূড়ান্তভাবে অধিকারী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণের নিকট হস্তান্তর কর হয়; বা

(খ) ঐগুলি প্রদানযোগ্য হয়।

(২) যদি ঐ বণ্ডসমূহ বা জামানতগুলি প্রদানযোগ্য হয় এবং হওয়ার কালে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ চূড়ান্তভাবে ঐগুলির অধিকারী না হয় তবে কালেক্টর ঐ বণ্ডসমূহ বা ঋণপত্রগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ যেইরূপ যথাযথ মনে করিবেন এইরূপ সরকারী অথবা অন্য কোন অনুমোদিত ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ঐ অর্থ বিনিয়োগ করার আদেশ প্রদান করিবেন ও (১) উপধারার বিধান সমূহ ঐরূপ বিনিয়োগ ও বিনিয়োগের সুদ এবং বিনিয়োগ হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থের বেলায় প্রযোজ্য হইবে যেভাবে ঐগুলি ৫৮ (৩) ধারার অধীন কালেক্টরের নিকট জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ (১) উপধারার অধীন বিনিয়োগ, ঐ বিনিয়োগের সুদ এবং বিনিয়োগ হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই ধারা মোতাবেক প্রযোজ্য সকল অর্থ, বণ্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলার কালেক্টর নিম্নলিখিত বিষয়সহ সকল ন্যায়সংগত চার্জ এবং আনুসংগিক খরচ সরকার কর্তৃক প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন, যথাঃ (ক) উপরোল্লিখিত ঐ বিনিয়োগ সমূহের ব্যয়ঃ (খ) যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সাময়িক কালের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে ঋণপত্রের সুদ বা ঋণ পত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বণ্ড সমূহ বা অন্যান্য সেই ঋণপত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বি দাবীদারগণের মধ্যে সংঘটিত মামলা ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমের অর্থ প্রদানের আদেশের জন্য ব্যয়;

(৪) যেক্ষেত্রে কোন বার্ষিক বৃত্তি ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫৮ ধারার (৪) নং উপধারায় ওয়াকফ কমিশনারের নিকট প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে তিনি ঐ অর্থ ক্ষতিপূরণের সংগে সম্পর্কযুক্ত ঐ ওয়য়াক্ফ সম্পত্তি দখলের অধিকারী মুতওয়াল্লী অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট প্রদান করিবেন, ও যেক্ষেত্রে কোন বার্ষিক বৃত্তি ক্ষতিপূরণ হিসাবে ঐ উপধারা মোতাবেক এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ট্রাষ্টি –এর নিকট প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে ঐ ক্ষতিপূরণের সংগে সম্পর্কযুক্ত ঐ সময় ট্রাষ্ট সম্পত্তি দখলের অধিকারী সেবায়েৎ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট প্রদান করিবেন ও এই উপধারা মোতাবেক প্রত্যেকটি বৃত্তি প্রদানের সকল খরচ সরকার কর্তৃক বহন করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াক্ফ কমিশনার অথবা অন্য ট্রাষ্টি ঐ বৃত্তির সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ অর্থ প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট না হয় যে, ৫৮ ধারার (৪) নং উপধারা মোতাবেক পূর্ববর্তী বৎসরে প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তির অর্থ যে উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছিল তাহা খরচ করা হইয়াছে।

ধারা ৬০। স্বত্ব অথবা ভাগবাটোয়ারা প্রশ্নে বিরোধ।– যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী মোতাবেক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ কোন ব্যক্তির গ্রহণ করিবার স্বত্ব নিয়া বা ঐরূপ ক্ষতিপূরণ অথবা উহার অংশ বিশেষের বন্টন নিয়া কোন বিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার ৪৮ (৪) ধারার অধীন নিযুক্ত বিশেস জজের কাছে বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রেরণ করিবেন।

ধারা ৬০ক। কতিপয় ধারা ভবিষ্যৎ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য।– ১৯৫৬ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা উহার পরে খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের বেলায় ৩ (৪) ধারার (গ) অনুচ্ছেদ, ৪৪ ধারার (৭) অনুচ্ছেদ এবং ৬১ হইতে ৬৮ ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

নবম অধ্যায়

বকেয়া রাজস্ব, খাজনা এবং সেস সম্পর্কিত বিধানাবলী

ধারা ৬১। বকেয়ারসংজ্ঞা।— ৩ (৪) ধারার (গ) অনুচ্ছেদ বা ৪৪ ধারার ৭ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বকেয়া সমূহ বলিতে উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত তারিখে বা দিনে ক্ষেত্র বিশেষ যাহাই হউক, যে বকেয়ার বিষয়ে মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে সেই বকেয়া অন্তর্ভুক্ত বা উল্লেখিত তারিখের পূর্বে খাজনা বা অর্থের জন্য যে সকল ডিক্রী পাওয়া গিয়েছে কিন্তু উহা বাতিল বা তামাদি বারীত হয় নাই সেই সকল ডিক্রীর দরুণ অনুমোদিত খরচ উক্ত বকেয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে.

ধারা ৬২। বকেয়া পরিশোধ এবং আদায়।— (১) এই আইনের ৩ ধারার (৪) নং উপধারার (গ) অনুচ্ছেদ বা ৪৪ ধারার (৭) নং দফায় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে এইরূপ বকেয়া খাজনা, সকল কর ও সুদ সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, অপর কাহাকেও নহে, এবং এই উপধারার বিধান লংঘন করিয়া কোন খাজনা প্রদান করা হইলে উহা বৈধ হইবে না

(২) ৬৩,৬৪ এবং ৬৫ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে এইরূপ সকল বকেয়া খাজনা ও কর ও সুদ এবং ৩৪) ধারার (খ) দফায় বা ৪৪ ধারার (৫) নং দফায় উল্লেখিত সমস্ত বকেয়া রাজস্ব, কর ও সুদ আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতির হানিকর কিছু না করিয়া রাজস্ব অফিসার কর্তৃক ১৯১৩ সালের সরকারী দাবি আদায় আইনের বিধানাবলী মোতাবেক আদায়যোগ্য হইবে।

ধারা ৬৩। বিচারাধীন মোকদ্দমা এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত বিধান।— যদি ৩ (৪) ধারার (গ) দফায় বা ৪৪ ধারার (৭) নং দফা অনুসারে সরকারের উপর বর্তাইয়াছে এইরূপ কোন বকেয়া আদায়ের জন্য কোন খাজনা প্রাপক বা খাজনা প্রাপকগণ কোন মামলা বা এইরূপ কোন বকেয়া আদয়ের নিমিত্ত কোন ডিক্রী জারীর কার্যক্রম উক্ত তারিখে বা দিনে, যেখানে যেমন প্রযোজ্য হয়, আদালতে রুজু থাকে তাহা হইলে খাজনা প্রাপক যদি একক ভূস্বামী হন বা এরূপ সকল অংশীদার খাজনা প্রাপকগণ যদি একটি পূর্ণ সহ-শরীক জমিদারীত্ব সৃষ্টি করে; তবে ঐরূপ মামলা অথবা কার্যক্রম আর অধিক অগ্রসর করা যাইবে না ও উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। ১৯১৩ সালের সরকারী দাবি আদায় আইনের অধীনে দায়েরকৃত কোন সার্টিফিকেটের মত এইরূপ কোন ডিক্রী জারী করা যাইতে পারে।

ধারা ৬৪। **সরকারের অধীনে প্রজাগণ কর্তৃক দখলকৃত ভূমির বকেয়া খাজনা আদায়।**— (১) যে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য এই অধ্যায়ের বিধান সমূহ প্রযোজ্য সেই বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য কোন সার্টিফিকেট বা ডিক্রীভুক্ত বকেয়া এইরূপ কোন প্রজার কোন জোত বা ভূমি, সম্পর্কিত, উক্ত সার্টিফিকেট দেনাদার বা সাব্যস্ত খাতককে গ্রেপ্তার ও দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখা বা এইরূপ বকেয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত নয় এমন অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা, বকেয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত (জোত বা ভূমি) ব্যতিত, বাস্তবায়ন করা চলিবে না।

(২) যদি ঐরূপ বকেয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত জোত বা ভূমি ঐরূপ সার্টিফিকেট বা ডিক্রী জারীর পূর্বে অন্য কোন ডিক্রী বা সার্টিফিকেট মূলে বিক্রী করা হয় তবে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, ঐরূপ বকেয়ার জন্য উক্ত জোত বা ভূমির উপর চার্জ বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ৬৫। **সরকারের অধীনে প্রজা কর্তক অধিকৃত জমি বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয়া**— যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অধীনে কোন সার্টিফিকেট দেনাদার অথবা ডিক্রী সরকারের অধীনস্থ প্রজা হিসাবে সার্টিফিকেট অথবা সাব্যস্ত খাতক কর্তৃক অধিকৃত কোন ভূমি ক্রোক এবং বিক্রীর মাধ্যমে কার্যকর করা হয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ বিক্রয়, (যেই এলাকায় ৫ম খণ্ড প্রযোজ্য হয় ঐ এলাকার ক্ষেত্রে), ৯০ ধারার বিধান সমূহ সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

ধারা ৬৬। কিস্তি মঞ্জুর এবং জারী স্থগিত করিবার ক্ষমতা।-এই অধ্যায়ের অধীনে কোন সার্টিফিকেট অথবা ডিক্রী জারী করিবার জন্য সার্টিফিকেট কর্মকর্তা ঐরূপ সার্টিফিকেট অথবা ডিক্রীর অর্থ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক তিন বৎসর সময় মধ্যে কিস্তিতে সার্টিফিকেট দেনাদার অথবা সাব্যস্ত খাতক কর্তৃক পরিশোধ করার নিমিত্ত আদেশ প্রদানের ও ঐরূপ সময়ের জন্য সার্টিফিকেট অথবা ডিক্রী কার্যকর করা স্থগিত করিতে ক্ষমতাবান হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কিস্তির অর্থ পরিশেধে ব্যর্থ হইলে ঐ সমস্ত বাকী অর্থের জন্য সার্টিফিকেট বা ডিক্রী জারীতে দেওয়া যাইবে।

ধারা ৬৭। বিদায়ী খাজনা প্রাপকগণকে অর্থ পরিশোধ।— (১) ৩ (৪) ধারার (গ) দফা অথবা ৪৪ ধারার (৭) নং দফার অধীন সরকারের উপর বর্তাইয়াছে এমন কোন বকেয়া খাজনা, সেস এবং সুদ যাহা উক্ত দফা সমূহে বর্ণিত তারিখে বা

দিনের, সেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়, অব্যবহিত আগে খাজনা প্রাপকগণের পাওনা ছিল উহার জন্য সরকার নির্ধারিত উপায়ে গণনাকৃত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ, সুদ ব্যতীত, ক্ষতিপূরণ হিসাবে উক্ত তারিখ বা দিন হইতে অনধিক ৪ বৎসরের মধ্যে নির্ধারিত ভাবে ও নির্ধারিত কিস্তিতে উক্ত বিদায়ী খাজনা প্রাপককে পরিশোধ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, বিদায়ী খাজনা প্রাপককে শুনানীর সুযোগ প্রদানের পর ঐরূপ খাজনা প্রাপকের কাছে সরকারের কোন ঋণ বা পাওনা থাকিলে উক্ত অর্থ প্রদানের পূর্বে সরকার উহা কাটিয়া রাখিতে পরিবেন।

(২) সরকার (১) নং উপধারার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে ঐ উপধারার অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে ঐরূপ বকেয়া সমূহ হইতে সরকার কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে আদায়কৃত সর্বমোট অর্থের শতকরা ৭০ ভাগের সম পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত নিয়মে বিদায়ী খাজনা প্রাপককে প্রদান করিবেন ও (১) নং উপধারার অনুবিধির বিধান এইরূপ অর্থ প্রদানের বেলায়ও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কালেক্টর (২) নং উপধারার অধীন প্রদেয় অর্থ এখতিয়ারের অধিকারী মুনসেফের নিকট নির্ধারিত নিয়মে জমা দিবেন, কালেক্টর কর্তৃক বর্ণিত যে ব্যক্তির অর্থ প্রাপ্ত হইবেন মুনসেফ অতঃপর উহার বিবরণ সমূহ প্রকাশ করিবেন এবং ঐ অর্থের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যক্তির সহ-শরীকগণ ও উর্ধ্বতন মালিকের, যদি থাকে, নিকট হইতে দাবী আহবান করিবেন এবং তৎপর একটি রোয়েদাদ তৈরি করিবেন ও তৎপর যাহাদের বৈধ দাবি আছে বলিয়া তিনি দেখেন তাহাদের মধ্যে উহা বিতরণ করিবেন।

ধারা ৬৮। তামাদি মেয়াদ গণনা।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই অধ্যায় মোতাবেক বকেয়া আদায়ের জন্য তামাদির মেয়াদ গণনার বেলায়, ৩ (৪) ধারার (গ) দফা অথবা ৪৪ ধারার (৭) নং দফার অধীনে সরকারের উপর বর্তানো বকেয়া পাওনা সমূহ উক্ত দফার অধীন বকেয়া পাওনা সমূহ বর্তানোর তারিখে অথবা দিনে বা তারিখ বা দিন হইতে, যেখানে যেমন প্রযোজ্য হয়, ১০ বৎসর সময় এবং যেক্ষেত্রে ৬৩ ধারায় বর্ণিত ঐ বকেয়া সমূহ আদায়ের নিমিত্ত দায়েরকৃত কোন মোকদ্দমা অথবা কার্যক্রম কোন আদালতে স্থগিত থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রম স্থগিত থাকা কালিন সময় বাদ দেওয়া হইবে।

নবম ক অধ্যায়

ধারা ৬৮ক। এই অধ্যায়ের প্রয়োগ।— এই অধ্যায়ের বিধানাবলী ১৯৫৬ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব সংশোধনী অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার তারিখে অথবা তারিখের পরে খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের বেলায় প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ৬৮খ। সার্টিফিকেট কর্মকর্তার নিকট বিচারাধীন মোকদ্দমা সম্পর্কে অস্থায়ী বিধানবলী।— (১) বকেয়া খাজনা আদায়ের সকল রিকুইজিশন ও নবম-ক অধ্যায়ের বিধানবলীর অধীন সার্টিফিকেট কর্মকর্তা কর্তৃক বকেয়া খাজনা আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রী জারী করিবার আবেদন যাহা ১৯৫৭ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে সার্টিফিকেট কর্মকর্তার নিকট রুজু রহিয়াছে উহা উক্ত বলবৎ হওয়ার তারিখের সাথে সাথে রিকুইজিশন অথবা আবেদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বকেয়া খাজনা আদায়ের মামলা শুনানীর এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানী আদালতে স্থানান্তরিত হইবে।

(২) উক্তরূপ স্থানান্তরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত রিকুইজিশন অথবা আবেদনকে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির অর্থে আরজী অথবা ডিক্রী কার্যকর করিবার নিমিত্ত আবেদন হিসাবে গণ্য করা হইবে ও মোকদ্দমা অথবা আবেদন বকেয়া আদায় অথবা ডিক্রী কার্যকর করিবার নিমিত্ত আপাততঃ বলবৎ বিধান সমূহ মোতাবেক পরিচালিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে আদালতে উক্ত রিকুইজিশন অথবা আবেদন স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই আদালত উক্ত মামলা অথবা আবেদনের কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে উক্ত রিকুইজিশন অথবা আবেদনের নিমিত্ত সার্টিফিকেট কর্মকর্তার কাছে প্রদত্ত কোর্ট ফি ও উক্ত আদালতে উক্ত আরজী অথবা আবেদনের জন্য প্রদানযোগ্য কোর্ট ফির মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে সেই পরিমাণ অর্থ আদায় করিবেন।

ধারা ৬৮গ। খাজনা প্রাপকের নিকট বকেয়া খাজনা, সেস এবং কর আদায় ও ঐ বকেয়ার নিমিত্ত ডিক্রী।— সুদসহ সমস্ত বকেয়া খাজনা এবং সেস যাহা কোন খাজনা প্রাপকের স্বার্থ এই আইনের অধীন অধিগ্রহণের তারিখ তাহার পাওনা ছিল এবং যাহা তামাদি হয় নাই এবং উক্ত অধিগ্রহণের আগে বা পরে এইরূপ বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রী

সম্পর্কীয় সমস্ত পাওনাদি, তাহা খাজনার ডিক্রী হউক অথবা অর্থ ডিক্রী হউক, এবং উহা অধিগ্রহণের আগে বা পরে যখনই পাওনা হউক না কেন এবং যাহা জারী দেওয়া তামাদি আইনে বারিত হয় নাই তাহা আপোষ অথবা দেওয়ানী আদালতের মাধ্যমে দেনাদারের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

ধারা ৬৮ঘ। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে সরকারের মাধ্যমে বকেয়াসমূহ আদায়ের জন্য মতামত।– (১) কোন খাজনাপ্রাপক কালেক্টরের কাছে আবেদনক্রমে তামাদি হইয়া যায় নাই বকেয়া পাওনা এবং উহার সুদ, প্রকৃত আদায়কৃত অর্থের অর্ধাংশ সরকারকে প্রদান করিয়া সরকারের মাধ্যমে আদায়ের জন্য মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) লিখিত কারণ সমূহ রেকর্ড করিয়া কালেক্টর উক্ত দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

(৩) কালেক্টর যদি দরখাস্ত মঞ্জুর করেন তবে উক্ত বকেয়া পাওনা এবং সুদ যেন সরকারী পাওনা এইরূপভাবে অথবা সরকার যেন খাজনা প্রাপক এইরূপ অপর কোন পদ্ধতিতে ঐ বকেয়া আদায় করার জন্য সরকার অধিকারী হইবে।

(৪) কালেক্টর সময় সময় নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী উপরে বর্ণিত বকেয়া পাওনা এবং সুদের প্রকৃত আদায়ের হিসাব খাজনা প্রাপকের কাছে পাঠাইবেন ও উক্ত আদায়কৃত অর্থের অর্ধাংশ খাজনা প্রাপককে প্রদান করিবেন ও অবশিষ্ট অর্থকে সরকারের জন্য রাখিবেন এবং উক্ত হিসাব চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ও এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না।

(৫) উক্ত বকেয়া এবং উহার সুদের সম্পূর্ণ অথবা কোন অংশ বিশেষ আদায় করিতে ব্যর্থ হইলে সরকারের দায়ী হইবে না।

ধারা ৬৮ই। তামাদি মেয়াদ গণনা।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুকনা কেন, এইরূপ কোন বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত বা ঐরূপ বকেয়া সম্বন্ধীয় কোন ডিক্রী জারী করার জন্য তামাদি মেয়াদ গণনার বেলায় উক্ত এলাকার সহিত সম্পর্কযুক্ত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ এই আইনের অধীন অধিগ্রহণের তারিখ অথবা তারিখ হইতে ৪৮ মাস বাদ দেওয়া হইবে।

দশম অধ্যায়

ঋণগ্রস্থ খাজনা প্রাপকগণ সম্পর্কে বিধানাবলী

ধারা ৬৯। খাজনা প্রাপকদের ঋণ আদায়ের জন্য কতিপয় ডিক্রী এবং আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।– (১) এই আইন বলবৎ হওয়ার পর কোন দেওয়ানী আদালত ৭০ ধারার অধীন হ্রাস পাওয়ার যোগ্য কোন ঋণ আদায়ের জন্য কোন খাজনা প্রাপকের কোন সম্পত্তির কোন মামলা গ্রহণ অথবা কোন ডিক্রী বা আদেশ কার্যকর করিবেন না যে পর্যন্ত না উক্তরূপ খাজনা প্রাপকের যে সমস্ত স্বার্থ সরকার কর্তৃক এই আইনে অধিগ্রহণ যোগ্য তাহা অধিগ্রহণ করা হয় ও খাজনা প্রাপককে উক্ত স্বার্থসমূহের জন্য ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয় বা এই আইনের বিধান অনুযায়ী কালেক্টরের নিকট জমা দেওয়া হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন খাজনা প্রাপক যদি ৭০ ধারার (১) নং উপধারায় নির্ধারিত সময়ের ভিতর উক্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবার জন্য দরখাস্ত দিতে ব্যর্থ হয় তবে ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উপধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ডিক্রী অথবা আদেশ জারী দেওয়ার জন্য মোকদ্দমা, অথবা দরখাস্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তামাদি মেয়াদ গণনা করিতে যাইয়া কোন মোকদ্দমা দায়ের অথবা কোন ডিক্রী অথবা আদেশের কার্যকারিতা (১) নং উপধারার অধীন তামাদি হওয়ার সময় বাদ দেওয়া হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন ঋণ ৭০ ধারার অধীন হ্রাস করা হইয়াছে যে অর্থ দ্বারা উক্ত ঋণ হ্রাস করা হইয়াছে সেই অর্থ (১) নং উপধারা অনুযায়ী প্রয়োগের বেলায় বারিত হইয়াছে এইরূপ ডিক্রী অথবা আদেশ মোতাবেক হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ধারা ৭০। ঋণ হ্রাস ও উহা আদায়।– এই আইন অনুযায়ী কোন জেলা, জেলার অংশে অথবা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের পর বকেয়া রাজস্ব ও সেস ছাড়া সরকারের নিকট অথবা সমবায় সমিতির নিকট প্রদানযোগ্য কোন টাকা বা পাওনা ছাড়া (ও চা শিল্পের জন্য আর্থিক ঋণ ব্যতীত) ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিলের পূর্বে খাজনা প্রাপকের অন্য কোন ঋণ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত নিয়মে হ্রাস করা হইবে যদি খাজনা প্রাপক নির্ধারিত নিয়মে ঋণ হ্রাসের জন্য ৭১ (১) ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব অফিসারের নিকট ৩ ধারা অথবা ৪৪ ধারা অনুযায়ী স্বার্থ বা ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ৪২ ধারা মোতাবেক প্রকাশের ৩ মাসের মধ্যে আবেদন করিয়া থাকেঃ

(ক) এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া গৃহীত ঋণের সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণের দরুণ ক্ষতিগ্রস্থ খাজনা প্রাপকের প্রকৃত আয় হ্রাসের আনুপাতিক হারে ঐ হ্রাস করা হইবে;

(খ) এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা প্রাপকের স্বার্থের অংশ বিশেষ বন্ধক রাখিয়া, দায়বদ্ধ করিয়া ও এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তির অংশ বিশেষ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে, অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ স্বার্থ হইতে ঐ খাজনা প্রাপকের বার্ষিক প্রকৃত আয় ও অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ স্বার্থ হইতে ঐ খাজনা প্রাপকের বার্ষিক প্রকৃত আয়ের অনুপাতে ঐ ঋণ নির্ধারিত নিয়মে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইবে ও ঐ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ স্বার্থ হইতে আগত বার্ষিক প্রকৃত আয়ের অনুপাতে নির্ধারিত ঋণের অংশ হ্রাস করা হইবে সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণ করার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ খাজনা প্রাপকের প্রকৃত আয়ের হ্রাসের আনুপাতিক হারে;

তবে শর্ত থাকে যে, খাজনা প্রাপকের ঋণের কোন অংশ হ্রাস করা হইবে না যদি অধিগ্রহণকৃত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বা ভূমির উপর ক, খ ও গ দফার অধীন আনুপাতিক হারে ঋণের পরিমান খাজনা প্রাপকের প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের মোট অর্থের $\frac{১}{৪}$ অংশের কম হয়ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন হ্রাসকৃত ঋণ ক্ষতি পূরণের মোট অর্থের $\frac{১}{৪}$ অংশের কম হইলে তাহা হ্রাস করা হইবে না।

(১ক) (১) নং উপধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, একজন খাজনা প্রাপক যাহার স্বার্থ সম্পর্কে ৪২ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ১৯৫৫ সালের ১৫ই মার্চ তারিখের বা উহার পূর্বে তাহার ঋণ হ্রাস করার জন্য ১৯৫৬ সালের পূর্ববংগ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার ৩ মাসের মধ্যে ঐ উপধারায় বর্ণিত নিয়মে আবেদন করিতে পারিবেন।

(১খ) (১) নং উপধারায় অথবা (১ ক) উধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একজন খাজনা প্রাপক যাহার সম্পত্তি ১৯৭৯ সালের কোর্ট অব ওয়াডস আইন মোতাবেক কোর্ট অভ ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাধীন ছিল ও যাহার স্বার্থ সম্পর্কে ৪২ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ১৯৫৬ সালের পূর্ববংগ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ বলবৎ হওয়ার তারিখের আগে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ঋণ হ্রাস করার জন্য (১) নং উপধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে ঐ তারিখ হইতে ৩ মাসের ভিতর আবেদন করিতে পারিবে।

(২) কোন খাজনা প্রাপক যদি এই আইন অনুযায়ী যেগুলি অধিগ্রহণ করা যাইবে না সেইগুলিসহ কোন ভূমি বা স্থাবর সম্পত্তি বিভিন্ন এলাকায় অধিকারে রাখে সেক্ষেত্রে এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীনে ঋণ হ্রাস করিবার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না (এই আইন মোতাবেক) ঐ এলাকাগুলি সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী সমূহ তৈরি করা হয় ও ৫৪ ধারার অধীন চূড়ান্তভাবে সংশোধিত হয়।

(৩) (১) নং উধারার ক, খ ও গ দফায় বর্ণিত খাজনা প্রাপকের প্রকৃত আয় হ্রাসের পরিমাণ এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধানাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৪) (১) নং উপধারার খ ও গ দফায় বর্ণিত এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহন করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তি হইতে আগত বার্ষিক প্রকৃত আয় এবং অন্যান্য উৎস হইতে আগত আয় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসারে গণনা করা হইবে।

(৫) আপাততঃ বলবৎ কোন আইনে বা চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও,

(ক) (১) নং উপধারার (ক) দফায় বর্ণিত ঋণের সহিত সম্পর্কযুক্ত উক্ত উপধারার অধীন হ্রাসকৃত ঋণ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিবার অধিকারী হইবে না।

(খ) এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা প্রাপকের স্বার্থ হইতে (১) নং উপধারার (খ) ও (গ) দফা অনুযায়ী বিভক্ত হইয়াছে অনুরূপ কোন ঋণের অংশ বিশেষের সংগে সম্পর্কযুক্ত ঋণদাতা (১) নং উপধারার খ ওগ দফা

হ্রাসকৃত অংশ বিশেষ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার অধিকারী হইবে না; ও ঐ ঋণের অংশ বিশেষের উদ্বৃত্ত অর্থের জন্য খাজনা প্রাপকের দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন অনুসারে সকল স্বার্থের অধিগ্রহণের জন্য প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ১ নং উপধারার ক, খ ও গ দফা অনুযায়ী হ্রাসকৃত খাজনা প্রাপকের সকল ঋণের অর্থ আদায়যোগ্য হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তি হইতে (১) নং উপধারার খ ও গ দফার অধীন বিভক্ত খাজনা প্রাপকের ঋণের কোন অংশ ও ঐ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া লওয়া কোন ঋণের অংশ এই আইন অনুযায়ী ঐ খাজনা প্রাপককে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(গ) (খ) দফার অনুবিধান সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কোন ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তিতে নিহিত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া লওয়া ঋণ বন্ধক না রাখিয়া বা দায়বদ্ধ না করিয়া গৃহীত ঋণের অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাইবে ও ঐ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ ঋণ পরিশোধের পর যদি কোন অর্থ থাকে তাহা অ-দায়বদ্ধ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্যে ২০ নং ধারার বিধানবলী অনুযায়ী খাজনা প্রাপক কর্তৃক অধিকৃত ভূমি এই আইনের অধীন অধিগ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

ধারা ৭১। সরকার কর্তৃক রাজস্ব অফিসারকে ৭০ ধারার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান।— (১) ৭০ ধারার অধীনে যে কোন এলাকায় খাজনা প্রাপকের ঋণ হ্রাস করার বিষয়ে সরকার যে কোন রাজস্ব অফিসারকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন এবং তিনি তদানুসারে ঐ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পরিবেন।

(২) (১) নং উপধারায় ভারপ্রাপ্ত কোন রাজস্ব অফিসার প্রত্যেক ঋণদাতাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত ফরমে বিবরণী দাখিল করিবার জন্য নির্ধারিত নিয়মে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত বিবরণীতে ৭০ (১) ধারায় বর্ণিত সকল প্রকার ঋণের নিমিত্ত ঐ এলাকায় দায়গ্রস্থ খাজনাপ্রাপক যাহার স্বার্থ ৩ ধারা অথবা ৪৪ ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ও যে ৭০ ধারার (১) নং উপধারা অনুযায়ী ঋণ হ্রাসের জন্য দরখাস্ত দিয়াছে এই সমস্ত বিষয় এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিবরণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) (২) নং উপধারা অনুযায়ী উহাতে উল্লেখিত নির্ধারিত মেয়াদের ভিতর ঋণ দাতা ৭০ ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত ধরনের ঋন সম্বন্ধীয় বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব উক্ত সময়ে আপাততঃ বলবৎ অন্যকোন আইনের যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিসমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৪) (২) নং উপধারায় উল্লেখিত সময়ের পরিসমাপ্তি অন্তে রাজস্ব অফিসার উক্ত ধারার অধীন দাখিলী ঋণ এবং অন্যান্য বর্ণনা সম্বন্ধীয় বিবরণ পরীক্ষা করিবেন ও ঋণ গ্রহীতাগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া এবং যাহা তিনি উপযুক্ত মনে করিবেন ঐরূপ অনুসন্ধানান্তে উক্ত বিবরণ প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

(৫) উপধারা (৪) এর অধিনে ঋণের বিবরণ পত্র পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করার পর রাজস্ব অফিসার ৭০ ধারার বিধান মতে সংশোধিত এইরূপে বিবরণ পত্রে প্রদর্শিত সকল ঋণের পরিমাণ হ্রাস করণের কাজ শুরু করিবেন এবং এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ঐ ধারায় প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এই কাজ করিতে এবং এই অধ্যায়ের বিধানমতে প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের সময় রাজস্ব অফিসার এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক কার্যপদ্ধতি ও অপরাপর ব্যাপারে প্রণীত বিধি অনুসরণ করিবেন।

(৬) এই ধারার অধিনে রাজস্ব অফিসারের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৪৮ (৪) ধারার অধিনে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকটে আপীল করা যাইবে এবং বিশেষ জজের সিদ্ধান্ত এবং শুধুমাত্র এই সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে রাজস্ব অফিসারের সিদ্ধান্ত ও আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৭) এই অধ্যায়ের অধিনে আদায় যোগ্য কোন ঋণ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ তালিকা বা তালিকাসমূহের অধিনে খাতককে দেয় ক্ষতিপূরণের সর্বমোট অর্থ হইতে নির্ধারিত পন্থায় আদায় করা যাইবে।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

ধারা ৭২। কতিপয় বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারের উপর বাধা নিষেধ।– এই খণ্ডে প্রকাশ্যভাবে উল্লেখিত বিষয়ে ছাড়া ৫ম ও ৫ম ক অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অথবা উহার অংশের প্রস্তুতি, স্বাক্ষর এবং প্রকাশনা সম্বন্ধে বা উক্ত বিবরণীতে কোন অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্ত বিবরণী থেকে কোন কিছু বাদ পড়া সম্বন্ধে বা ৫ম হইতে ১০ম অধ্যায়ের অধীনে দরখাস্ত অথবা কার্যক্রমের কোন বিষয় সম্বন্ধে উক্ত অধ্যায় সমূহের অধীনে দেওয়া আদেশ সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা করা চলিবে না।

ধারা ৭৩। ভূমিতে প্রবেশ এবং জরিপ করার ক্ষমতা।– অত্র আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে রাজস্ব অফিসার প্রয়োজনীয় অফিসার ও কর্মচারীসহ সূর্য্যদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময়ে যে কোন জমিতে প্রবেশ করিতে পরিবেন, উহার জরিপ কার্য করিতে পরিবেন অথবা উহার পরিমাপ করিতে অথবা অত্র আইনের অধীনে তাহার কর্তব্য পালন কারিতে গিয়া যাহা তিনি প্রয়োজনীয় মনে করিবেন ঐরূপ অপর যে কোন কার্য করিতে পারেবন।

ধারা ৭৪। বর্ণনা ও দলিল পত্র দাখিল করার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা।– (১) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনার্থে রাজস্ব অফিসার কোন ব্যক্তিকে নোটিশের মাধ্যমে নোটিশে উল্লেখিত সময়ে এবং স্থানে কোন এষ্টেট মধ্যাবত্ব জোত, অথবা ভূমি সংক্রান্ত বিবরণী তৈরী এবং হস্তান্তর এবং তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রনে থাকা নথিপত্র অথবা দলিল দাখিল করার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীনে একটি বিবরণী তৈরী এবং প্রদান করিতে বা নথিপত্র অথবা দলিলাদি দাখিল করিতে বাধ্য প্রত্যেক ব্যক্তি দণ্ড বিধির ১৭৫ এবং ১৭৬ ধারার অর্থ অনুসারে আইন সংগতভাবে বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ৭৫। সাক্ষীগনের উপস্থিতি ও দলিল দাখিল করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা।– অত্র আইনের অধীনে কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার সাক্ষীগণকে অথবা কোন সম্পত্তি, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা ভূমিতে স্বার্থবান এমন কোন ব্যক্তিকে সমন করিতে ও উপস্থিত হইতে বা দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিতে বাধ্য করিতে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ধারা ৭৫ক। কোর্ফা পত্তনের ক্ষেত্র বিধিনিষেধ।–(১) ১৭ ধারার (৩) নং উপধারার অধীনে বা ৩১ ধারার (১) নং উপধারার অধীনে যেদিন নোটিফিকেশন প্রকাশিত হইয়াছে সেই দিন হইতে কোন ব্যক্তি তাহার দখলীয় খাস ভূমি কোর্ফা পত্তন দিতে পারিবে না।

(২) (১) নং উপধারার পরিপন্থী কোন কোর্ফা পত্তন করা হইলে উহা বাতিল হইবে এবং উক্তরূপে যে ভূমি কোর্ফা পত্তন করা হইয়াছে উহা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং সরকারের উপর ন্যাস্ত হইবে।)

(৩) ৩৯ ধারায় নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে ৩ ধারার (২) নং উপধারায় তাহার কোন খাস ভূমি অধিগ্রহণ করার জন্য যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় সরকারের কাছে দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

ধারা ৭৬। সরকারের উপর বর্তানো ভূমির বন্দোবস্ত এবং ব্যবহার।– এই আইনের প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত বিধান সমুহ সাপেক্ষে এই আইনের যে কোন বিধানাবলী দ্বারা সরকারের উপর ন্যাস্ত ভূমি সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে; ও এই উদ্দেশ্যে তৈরী বিধিমালা অনুযায়ী সরকার ঐ সমস্ত ভূমি বন্দোবস্ত দিবার অথবা উহা যেমন উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ নিয়মে ব্যবহার অথবা অপর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ক্ষমতাবান হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির কাছে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে না যদি না ৯০ ধারার অধীন ঐ ব্যক্তির নিকট ভূমি হস্তান্তর করা যায়।

আর শর্ত থাকে যে, চাষাবাদ যোগ্য ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় বন্দোবস্তের জন্য ঐরূপ দরখাস্তকারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে যে নিজে অথবা পরিবারের সদস্যগণের দ্বারা ভূমি চাষ করে অথবা করায় ও চাষাবাদ যোগ্য ভূমি অধিকারে রাখে যাহার পরিমাণ পরিবাররে অন্যান্য সদস্যগণের অধিকৃত ভূমি যদি থাকে, এর সহিত যুক্ত হইয়া ৩ একরের কম হইবে।

টীকা ঃ সরকারী খাস জমি বন্দোবস্তের পদ্ধতি ও নীতিমালা সম্পর্কে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল দেখুন।

(২) (১) নং উপধারা অনুসারে কোন সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কোন দেওয়ানী আদালতে কোন আবেদন অথবা মামলা গ্রহণ করা যাইবে না।

ব্যাখ্যাঃ ২০ ধারার ব্যাখ্যায় প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে এই ধারার উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ৭৬কা পৃথক এষ্টেটের সৃষ্টি এবং রাজস্ব বণ্টন।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেনঃ

(১) যেক্ষেত্রে কোন ভূসম্পত্তির অংশে বা খণ্ডে খাজনা প্রাপক অথবা খাজনা প্রাপকগণের স্বার্থ সমূহ ৩ ধারার (১) নং উপধারায় বা ৪৪ ধারার (১) নং দফায় অধিগ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে ১৮৫৯ সালের বংগীয় ভূমি রাজস্ব বিক্রয় আইন বা ১৮৮৬ সালের আসাম ভূমি এবং রাজস্ব রেগুলেশন–এর ৫ম অধ্যায়ের কোন কিছুই উক্ত অংশ বা খণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ও উক্ত ভূসম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ বা খণ্ড উপরোল্লিখিত আইন অথবা রেগুলেশনের উদ্দেশ্যে ভিন্ন এষ্টেট বা ভূসম্পত্তি হিসাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং

(২) মূল ভূসম্পিত্তর জন্য প্রদানযোগ্য ভূমি রাজস্ব ও সেসকর, অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ঐরূপ অংশ বা খণ্ড এবং (১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত পৃথক ভূসম্পত্তির বা এষ্টেটের নিম্নলিখিত নীতি সমূহ মোতাবেক হারাহারিভাবে বণ্টন করা হইবে; যথা–

(ক) যেক্ষেত্রে অধিগৃহীত অংশ ভিন্ন হিসাব বা হিসাব সমুহ দ্বারা গঠিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত পৃথক ভূসম্পত্তির বা এষ্টেটের ভূমি রাজস্ব ও সেসকর মূল ভূসম্পিত্ত বা এষ্টেটের জন্য প্রদেয় ভূমি রাজস্ব ও সেসকর এবং অধিকৃত পৃথক হিসাব বা হিসাব সমুহের জন্য নির্ধারিত ভূমি রাজস্ব ও সেসকরের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধানের সমপরিমাণ অর্থ পাইবে।

(খ) যে ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত অংশ পৃথক হিসাব নিয়া গঠিত নহে, সে ক্ষেত্রে পৃথক ভূসম্পত্তি বা এষ্টেটের ভূমি রাজস্ব ও সেসকর মূল ভূসম্পত্তি বা এষ্টেটের ভূমি রাজস্ব ও সেস করের যেই পরিমান অংশ বহন করে যেই পরিমান ভিন্ন এষ্টেটের অংশ মূল ভূসম্পত্তির সংগে অন্তর্ভূক্ত থাকে।

(গ) যে ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত অংশ কোন এষ্টেটের ভূমির অংশ বিশেষ নিয়া গঠিত হয় ও পৃথক হিসাব বিহীন হয় বা যে ক্ষেত্রে একটি এষ্টেট আংশিক অধিগ্রহণকৃত হয় সে ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক এষ্টেটের ভূমি রাজস্বও সেস কর মূল এষ্টেটের ভূমি রাজস্ব ও সেস করের সেই পরিমাণ অংশ বহন করে সেই পরিমাণ পৃথক এষ্টেটের ভূমির এলাকা মুল এষ্টেটের সমস্ত ভূমির এলাকার সংগে জড়িত থাকে।

(৩) যে ক্ষেত্রে ঐ আইন দ্বারা রায়তী জোত অথবা অন্যান্য প্রজাস্বত্বের অংশের কোন স্বার্থ অধিগৃহীত হয় এবং উক্ত খণ্ড নির্দিষ্ট কোন অংশ নিয়া গঠিত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত রায়তি স্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের খাজনা উক্ত অংশের অধিগৃহীত ও অনধিগৃহীত খণ্ডের মধ্যে হারাহারি বণ্টন করা হইবে কিন্তু যে ক্ষেত্রে উহা কোন নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে গঠিত নহে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার উক্ত রায়তিস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের নির্দিষ্ট অধিগৃহীত ও অনধিগৃহীত খণ্ডের মধ্যে এলাকা বা মূল্য যাহা তাহার কাছে উপযুক্ত ও ন্যায়সংগত মনে হইবে উহার উপর ভিত্তি করিয়া হারাহারি বণ্টন করিতে হইবে।

ধারা ৭৬খা বিদায়ী খাজনা প্রাপক কর্তৃক আদায়কৃত অগ্রিম খাজনা অথবা নিলামের অর্থ পুনরুদ্ধার।– যে ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার সন্তুষ্ট হন যে, যাহার স্বার্থ অত্র আইন মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ঐরূপ খাজনা প্রাপক উক্ত স্বার্থ সম্বন্ধীয় কোন খাজনা অথবা নিলামের অর্থ অথবা বিনিময়ের অর্থ উক্ত অধিগ্রহণের পরে আদায় করিয়াছে সে ক্ষেত্রে তিনি উক্ত অর্থ অথবা উহার অংশ বিশেষ খাজনা প্রাপকের নিকট থেকে সরকারী দাবী হিসাবে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।

ধারা ৭৭। এই আইনের অধীন গৃহীত কার্যক্রম সংরক্ষণ।– (১) এই আইনের অধীনে অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোন কিছু করিয়া থাকিলে অথবা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু বা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) এই আইনে অন্য কোন সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া এই আইনের কোন বিধান দ্বারা কোন ক্ষতি করা হইলে অথবা ক্ষতির পর্যায়ে গেলে অথবা আঘাত করা হইলে অথবা আঘাতের পর্যায়ের গেলে বা এই আইন বা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা

অনুসারে কোন কিছু সরল বিশ্বাসে করা হইলে বা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সরকারের বিরুদ্ধে কোন মামলা অথবা আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা ৭৭কা সরকারের ক্ষমতা অর্পণ।— অত্র আইন অনুসারে সরকারের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা এবং ইহার উপর অর্পিত দায়িত্ব বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত অবস্থায় এবং শর্ত অনুসারে ইহার অধীনস্থ যে কোন অফিসার অথবা কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিবার জন্য সরকার বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা ৭৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— (১) এই আইনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের উদ্দেশ্য সাধন করার উদ্দেশ্যে পূর্বে প্রকাশ করার পর, সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) উপরের সাধারণ ক্ষমতার পরিপন্থী কোন কাজ না করিয়া ঐ বিধিমালা নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত হইবে যথা:

(ক) ৩ (৩) ধারার বর্ণিত বিজ্ঞপ্তির ফরম ও ঐ বিজ্ঞপ্তির বিবরণসমূহ;

(খ) ৪ (১) ধারায় বর্ণিত নোটিশ প্রদানের নিয়ম ও বিবরণের ফরম;

(গ) ৬ ধারার (১) ও (২) নং উপধারায় বর্ণিত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ গ্রহণের সময় ও নিয়ম;

(ঘ) ৬ (৪) ধারায় বর্ণিত অর্থ বাদ দেওয়ার নিয়ম নির্ধারণ;

(ঙ) ৭ ধারায় বর্ণিত আপীল দাখিল করার নিয়ম ও সময়;

(চ) ৮ ধারায় বর্ণিত জরিমানা উদ্ধারের নিয়ম;

(ছ) বাতিল;

(জ) ১৫ ধারায় বর্ণিত আবেদনের ফরম, ঐ আবেদনের বিবরণ সমূহ এবং আবেদনের সংগে সংযুক্ত প্রসেস ফী;

(ঝ) ১৭ ধারার অধীন স্বত্বলিপি প্রণয়নকরণ অথবা পরিমার্জনের নিয়ম ও ঐ স্বত্বলিপি প্রণয়নকরণের অথবা পরিমার্জনের ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি এবং প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা সমূহ;

(ঞ) ১৭ ধারার অধীন প্রণয়নকৃত বা পরিমার্জিত স্বত্বলিপি রেকর্ডভুক্ত বিবরণসমূহ;

(ট) ১৯ (১) ধারার অধীন খসড়া স্বত্বলিপি সমূহ প্রকাশের নিয়ম ও সময়;

(ঠ) যে রাজস্ব অফিসারের কাছে যে নিয়মে ও যে সময়ের ভিতর ১৯ ধারার (২) নং উপধারার অধীন আপীল দায়ের করা যাইতে পারে,

(ড) ১৯ ধারার অধীন আপত্তি ও আপীল সমূহের নিষ্পত্তি;

(ঢ) ১৯ ধারার (৩) নং উপধারার অধীন স্বত্বলিপি প্রকাশের নিয়ম;

(ণ) ২০ (৩) ধারার অধীন ইচ্ছা প্রয়োগের সময় ও যখন ইচ্ছা প্রয়োগ না করা হয় তখন ঐ ধারার অধীন ভূমি সমূহ বন্টন;

(ত) ২০ ধারার (৫) নং উপধারায় (আ) অনুচ্ছেদের ভূমি নির্ধারণের উপায় যাহা ঐ উপধারার (অ) অনুচ্ছেদের (গ) উপ অনুচ্ছেদের আওতায় আসিবে;

(থ) ৩১ ধারার (২) নং উপ ধারায় বর্ণিত বিবরণসমূহের পরিমার্জন করার উপায় ও পদ্ধতি ও এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা সমূহ;

(দ) ৩৩ ধারা অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর ফরম, উহার প্রস্তুতের উপায় ও উহাতে বর্ণিত বিবরণ সমূহ;

(ধ) ৩৫ ধারার (২) নং উপধারায় বর্ণিত অর্থ গণনার রীতি ও ব্যায় ও দায় নির্ধারণ;

(ন) ৩৭ ধারার (২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অস্থায়ী রায়তীস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের অধিকারী ও তাহার তাৎক্ষনিক উর্ধ্বতন ভূমির মালিকের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বন্টনের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি;

(প) ৩৮ ধারার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ও ক্ষতিপূরণ গণনার রীতিও পদ্ধতি;

(ফ) ৩৯ ধারার (১) নং উপধারার টেবিলের (ঙ) ও (চ) দফা সমূহে বর্ণিত ভূমির বার্ষিক ভাড়ার মূল্য নির্ধারণের নিয়ম (manner) ও (চ) দফার প্রকৃত নির্মাণ খরচ এবং অপচয় নির্ধারণ করার নিয়ম;

(ব) ৩৯ ধারার (৩) নং উপধারার (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভূমির বার্ষিক স্বাভাবিক উৎপাদন নির্ধারণ করার নিয়ম;

(ভ) ৩৯ ধারার (৩) নং উপধারার (খ) অনুচ্ছেদের (অ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবাদের খরচ নির্ধারণ করার নিয়ম;

(ম) ৩৯ ধারার (৪) নং উপধারায় বর্ণিত মৎস খামার হইতে আগত বার্ষিক প্রকৃত আয় নির্ধারণ করার নিয়ম;

(য) ৩৯ (৫) ধারায় বর্ণিত ক্ষতিপূরণ বন্টন করার ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়ম;

(যক) ৪০ (১) ধারার অধীন খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশের নিয়ম ও সময় এবং ঐ উপধারা অনুযায়ী আপত্তি সমূহের নিষ্পত্তি;

(যখ) ৪১ ধারার অধীন যে রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করা হইবে ঐ ধারার অধীন আপীল সমূহের নিষ্পত্তি;

(যগ) ৪২ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী বিবরণী প্রকাশের নিয়ম;

(যম) ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী ঘোষণা প্রকাশনার নিয়ম;

(যঙ) ৪৬ (১) ধারায় বর্ণিত স্বত্বলিপির সংগে সম্পর্কযুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে জেলার রাজস্ব বিবরণীতে চিহ্নিত ঐ উপধারা অনুযায়ী সংখ্যায় এসাইনমেন্ট ও ঐ ধারার (২) নং উপধারা অনুযায়ী স্বত্বলিপি সমূহের অনুলিপি বন্টন করার নিয়ম;

(যচ) ৪৮ (২) ধারায় বর্ণিত কমিশনার অভ্ ষ্টেট পার্চেজের ক্ষমতাসমূহ ও কর্তব্য সমূহ;

(যছ) ৪৮ ধারার (৩) নং উপধারায় বর্ণিত ডাইরেক্টর অভ্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ ও সার্ভেসের ক্ষমতা সমূহ ও কর্তব্য সমূহ।;

(যজ) ৫৭ ধারার (২) নং উপধারা অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ প্রদান এবং ঐ ধারার দ্বিতীয় শর্তাবলীতে বর্ণিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের নিয়ম;

(যঞ) ৬৭ ধারায় বর্ণিত অর্থ গণনার নিয়ম ও ঐ ধারার অধীন বিদায়ী খাজনা প্রাপককে কিস্তিতে অর্থ প্রদানের নিয়ম;

(যট) ৭০ (৩) ধারায় বর্ণিত প্রকৃত আয় হ্রাসের পরিমান নির্ধারণ করার নিয়ম;

(যঠ) ৭০ (৪) ধারায় বর্ণিত প্রকৃত বার্ষিক আয় ও আয় গণনা করার নিয়ম;

(যড) ৭১ ধারার (২) নং উপধারা অনুসারে নোটিশ প্রকাশের নিয়ম ও ঐ উপধারায় বর্ণিত ফরম।- এ ও সময়ের মধ্যে দাখিলযোগ্য ষ্টেটমেন্ট ও ঐ ষ্টেটমেন্টের বিবরণ সমূহ;

(যঢ) ১ (৫) ধারায় বর্ণিত বিধিসমূহ;

(যণ) ৭১ ধারার (৬) নং উপধারার অধীন আপীল দায়েরের সময়;

(যথ) ৭৩ ধারায় বর্ণিত রাজস্ব অফিসারগণ, কর্মচারীগণের আচার আচরণের পদ্ধতি;

(যদ) ষ্টেমেন্ট প্রস্তুত এবং হস্তান্তর ও রেকর্ড বা দলিল প্রণয়ন বলবৎ করার জন্য ৭৪ ধারার (১) নং উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা সমূহ প্রয়োগ;

(যধ) ৭৬ ধারায় বর্ণিত ভূমি বন্দোবস্তের জন্য বিধিমালা।

পঞ্চম খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়

এই অংশের প্রয়োগ ও কৃষি প্রজার শ্রেণী বিভাগ

ধারা ৭৯। এই অংশের শুরু।— অত্র খণ্ড অথবা ইহার অংশ বিশেষ ঐ সমস্ত এলাকায় ঐ সকল তারিখে ও ঐ পরিমাণে কার্যকর হইবে যাহা সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিবেন ও এই খণ্ডের যে কোন অংশ যখন বলবৎ হয় তখন ঐ অংশের বিধান সমূহ উক্ত সময় অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, উক্ত এলাকায় বলবৎ হইবে।

ধারা ৮০। বাতিল।— এই খণ্ডের সম্পূর্ণ কোন এলাকায় কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে তফসীলে, উল্লেখিত আইনসমূহ তফশীলের ৪র্থ কলামে বর্ণিত পরিমান উক্ত এলাকায় বাতিল হইবে।

ধারা ৮১। কৃষি প্রজাগণের শ্রেণী ও উহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সমূহ নিয়ন্ত্রণ।— (১) এই খণ্ডের সম্পূর্ণ কোন এলাকায় কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে উক্ত এলাকায় কেবলমাত্র কৃষি ভূমির এক শ্রেণীর অধিকারী থাকিবে যথা মালিকগণ ও উক্ত অধিকারীর অধিকার সমূহ এবং দায়িত্ব সমূহ অত্র খণ্ডের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অত্র ধারা উক্ত কোন মালিককে তাহার জোতের খনির কোন অধিকারসহ মাটির নিচের অংশে লুক্কায়িত স্বার্থের উপর কোন অধিকার প্রদান করিবে না।

আর ও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে সরকার নির্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত কোন ভূমি ইজারা প্রদান করেন সে ক্ষেত্রে উক্ত ইজারা গ্রহীতার অধিকার ও দায়িত্ব সমূহ ইজারায় শর্তাবলী অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) ———————

(৩) ———————

ধারা ৮১ক। অকৃষি প্রজার অধিকার ও দায়িত্ব সমূহ।— (১) অত্র খণ্ডে অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা থাকা ছাড়া অকৃষি জমির দখলকার যিনি এই আইনের বিধান সমূহের অধীনে এইরূপ জমির উপরিস্থ স্বত্ব দখলকার হওয়ার দরুণ সরকারের অধীনে প্রজা হইয়াছেন, অধিকার ও দায় দায়িত্ব সমূহ সেখানে এইরূপ অধিগ্রহণের সময় পূর্ব বংগীয় অকৃষি প্যজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯–এর বিধানসমূহ এইরূপ জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় সেখানে সেই আইনের বিধান সমূহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) অপরাপর অকৃষি প্রজাগণের অধিকার ও দায়িত্ব, খাজনা বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণ ছাড়া ইজারার চুক্তি ও সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২–এর বিধান সমূহ মোতাবেক পরিচালিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অত্র আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন বিধান কিংবা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোন চুক্তি বা শর্ত, যাহাই হউক, কোন অকৃষি প্রজা তাহার প্রজাস্বত্বের সমস্ত বা যে কোন অংশ কোর্ফা পত্তন দিতে পারেবেন না ও যদি কোন প্রজাস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের যে কোন অংশ এই বিধান লংঘন করিয়া কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয় তাহা হইলে অকৃষি প্রজার প্রজাস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের যে অংশের কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয়, সে যাহাই হউক, স্বার্থ বিলুপ্ত হইবে ও উক্ত প্রজাস্বত্ব বা প্রজাস্বত্বের অংশটুকু এরূপ কোর্ফা পত্তনের তারিখ হইতে সকল দায়দায়িত্ব মুক্ত অবস্থায় হইয়া সরকারের উপর বর্তাইবে।

ধারা ৮১খ। ইজারা দলিল নিবন্ধন।— ৮১ বা ৮১ক ধারায় অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি সরকারী খাস জমি ইজারা দিবার উপযুক্ত কতৃপক্ষ বা এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক ইজারা দলিল সম্পাদিত এবং ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের ১৭ (১) ধারার (খ) অনুচ্ছেদের বিধানুসারে রেজিষ্ট্রিকৃত না হয় তাহা হইলে কৃষি অথবা অকৃষি কোন প্রকার প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি হইবে না বা হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে না এমনকি ইজারা গ্রহীতার নিকট সেলামী বা খাজনা গ্রহণ করা হইলেও।

ধারা ৮২। ব্যাখ্যা।— এই খণ্ডে,

(১) "প্রকৃত চাষী" বলিতে এমন কোন ব্যক্তিকে বুঝায় যে নিজে অথবা তাহার পরিবারের সদস্যের সাহায্যে বা চাকর বা শ্রমিকের দ্বারা অথবা অংশীদার বা বর্গাদারের মাধ্যমে ভূমি চাষ করে এবং ইহা একজন অকৃষি শ্রমিককেও অন্তর্ভূক্ত করে;

(২) "রায়ত" বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে নিজে অথবা তাহার পরিবারের সদস্যের দ্বারা অথবা চাকর বা শ্রমিকগণ দ্বারা বা সহায়তায় অথবা অংশীদার বা বর্গাদারগণ কর্তৃক বা সহায়তায় চাষ করার নিমিত্ত ৪৪ ধারা বা অন্যভাবে সরকারের সরাসরি অধীনে ভূমি দখলে রাখিবার অধিকার অর্জন করিয়াছেন ও যে ব্যক্তিগন ঐরূপ অধিকার অর্জন করিয়াছে ইহা তাহাদের স্বার্থের উত্তরাধিকারীগণকেও অন্তর্ভুক্ত করে;

(৩) রায়তের পরিবার তাহার সংগে একই অন্নে বসবাসরত ও তাহার উপর নির্ভরশীল সকল ব্যক্তিগণকে অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু ইহা কোন চাকর বা শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করে না।

৪, ৫ এবং ৬ উপধারা ১৯৬৪ সালের ১৭নং অধ্যাদেশের ৩ ধারা বলে ৮/৯/৬৪ তারিখে বাদ দেওয়া হয়।

(৭) অন্যভাবে প্রকাশ্য বিধান ছাড়া 'হস্তান্তর' কোন ব্যক্তিগত বিক্রয়, বন্ধক, দান অথবা কোন চুক্তি বা এগ্রিমেন্টকে অন্তর্ভুক্ত ; করে এবং

(৮) এই খণ্ডের সম্পূর্ণ কোন এলাকায় কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে ঐ এলাকায় এই খণ্ডের বিধান সমূহ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কৃষি ভূমির সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই খণ্ডে ঐ শব্দগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'মালিক' শব্দটি 'রায়ত' অথবা 'টেন্যান্ট' শব্দের এবং 'ভূমি রাজস্ব' শব্দটি 'রেন্ট' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং যে ক্ষেত্রে কোন ইজারা, কবুলিয়ত, চুক্তি বা অন্যান্য চুক্তির শর্তসমূহ মোতাবেক খাজনা সরকাররকে প্রদেয় হয় সেক্ষেত্রে ইহা এইরূপভাবে আদায় করা হইবে যেন ইহা ভূমি রাজস্ব ছিল

ব্যাখ্যাঃ যে ক্ষেত্রে কোন ভূমির প্রজা ইহা চাষাবাদে আনার অধিকারী হয়, সেক্ষেত্রে ফসল সংগ্রহ অথবা পশু পালনের উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহার করা সত্ত্বেও সে চাষাবাদের উদ্দেশ্যে উহা দখল রাখার করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রায়তের জোতের অনুসংগ ও ভূমির হস্তান্তর, ক্রয় এবং অধিগ্রহণ

ধারা ৮৩। রায়তগণের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে অধিকার।— কোন রায়তের জোতের অন্তর্ভুক্ত ভূমি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী সে যে কোনভাবে ভোগ দখলে রাখার অধিকারী থাকিবে।

ধারা ৮৪। কোন রায়তের মৃত্যুতে জোতের উত্তরাধিকার বর্তন।— কোন রায়ত যদি উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তাহার জোত এই আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং এই আইনের সংগে অসামঞ্জস্য পূর্ণ নহে, এইরূপ ভাবে তাহার অপরাপর স্থাবর সম্পত্তি যে ভাবে বর্তাইবে ইহাও সেইভাবে বর্তাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যে উত্তরাধিকার আইন কোন রায়তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই উত্তরাধিকার আইনে তাহার অপরাপর সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলিয়া চলিয়া গেলে জোতে তাহার স্বার্থ বিলুপ্ত হইবে।

ধারা ৮৫। রায়ত উচ্ছেদের কারণ।— কোন রায়তকে তাহার জোত বা উহার অংশ বিশেষ হইতে উচ্ছেদের জন্য প্রদত্ত ডিক্রী কার্যকর ছাড়া তাহার জোত অথবা উহার অংশ বিশেষ হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ধারা ৮৬। প্রজার অধিকার, স্বত্ব ওস্বার্থ সিকস্তি এবং পরিসমাপ্তির কারণে খাজনা মওকুফ।— (১) যদি কোন জোতের অন্তর্ভুক্ত জমি বা জমির অংশ বিশেষ নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া যায় তবে হইলে ঐ জোতের কতটুকু খাজনা মওকুফ হইবে, যতটুকু রাজস্ব কর্মকর্তা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথ ও ন্যায়সংগত বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

(২) সাময়িকভাবে বলবৎকৃত অন্যকোন আইনে অন্য কোন কিছু বলা থাকা সত্ত্বেও, কোন প্রজা বা তাহার উত্তরাধিকারীর ঐ জমিতে বা জমির অংশে নিহিত অধিকার স্বত্ব ও স্বার্থ অবলুপ্ত হইবে, তাহা ঐ জমি বা জমির অংশ বিশেষের অবলুপ্তি ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (অতুর্থ সংশোধনী) আদেশ শুরু হওয়ার পূর্বে বা পরে ঘটুক না কেন।

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী নদীগর্ভে সিকস্তি সকল জমি যাহার ঐ আদেশ শুরু হওয়ার তারিখের পূর্বে পুনঃ উদ্ভব ঘটিয়াছে কিন্তু যাহার জমি অবলুপ্ত হইয়াছে এইরূপ প্রজা বা তাহার উত্তরাধিকারীর পুনঃদখল লওয়ার অধিকার ঐ সময়ে বলবৎকৃত

আইন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা আদালত কর্তৃক চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত বা ঘোষিত হয় নাই এবং ঐ উপধারা অনুযায়ী নদীগর্ভে সিকস্তি সকল জমি যাহার ঐ তারিখে বা তারিখের পরে পুনঃউদ্ভব ঘটিতে পারে, সকল দায়মুক্ত অবস্থায় নিরঙ্কুশ ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে এবং সরকারের কর্তৃতাধীনে থাকিবে।

(৪) এই আইনের অন্যত্র অন্য কিছু বলা থাকা সত্বেও (৩) উপ ধারা অনুযায়ী সরকারের উপর ন্যস্ত জমি বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে সিকস্তি ঘটানোর অব্যবহিত পূর্বে যে ব্যক্তি জমির মালিক ছিল তাহাকে বা তাহার উত্তরাধিকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে, ঐ জমি বা জমির অংশ বিশেষের ঐরূপ অবলুপ্তির বিশ বৎসরের মধ্যে পুনঃউদ্ভব ঘটিয়াছে

তবে শর্ত থাকে যে, ঐ বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমাণ ঐরূপ হইবে যাহা ইতিপূর্বে ঐ ব্যক্তি বা তাহার পরিবার কর্তৃক অধিকৃত জমির সংগে সংযুক্ত হইয়া একশত বিঘার অতিরিক্ত না হয় বা সিকস্তির পূর্বে ঐ ব্যক্তি বা তাহার পরিবার কর্তৃক অধিকৃত জমির পরিমাণের চাইতে অতিরিক্ত না হয়, যাহার পরিমাণ কম হয়ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক বা কোন আইনের উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহীত উন্নয়নমূলক কাজের ফলশ্রুতিতে কৃত্রিম বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনঃ দখলের দাবী সম্পর্কিত সকল মামলা, আবেদন ও অন্যান্য কার্য্যক্রম ঐ আদেশ শুরু হওয়ার তারিখে কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট স্থগিত থাকিলে তাহা আর পরিচালিত হইবে না এবং ঐগুলি নিঃশেষ হইয়া যাইবে ও কোন আদালত ঐ দাবী সম্পর্কিত কোন মামলা, আবেদন বা অন্যান্য আইনগত কার্য্যক্রম গ্রহণ করিবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্যে 'পরিবার' শব্দটি ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (চতুর্থ সংশোধনী) আদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৫১ (এঃ) ধারার (ক) দফায় যে অর্থ বহন করে অনুরূপ অর্থ বহন করিবে।

ধারা—৮৭। নদী বা সমুদ্র দূরে সরিয়া যাওয়র কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমির অধিকার।— (১) সাময়িক ভাবে বলবৎকৃত অন্য কোন আইনে অন্য কিছু বলা থাকা সত্বেও নদী বা সমুদ্র দূরে সরিয়া যাওয়ার কারণে যখন কোন জমি পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমি হিসাবে গণ্য করা যাইবে না, কিন্তু উহা চূড়ান্তভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে এবং উহার কতৃত্ব তাহাদের হাতে থাকিবে।

(২) উপধারা (১) বিধানাবলী ঐ বৃদ্ধিপ্রপ্ত সকল জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তাহা ১৯৭২ সালের ২৮শে জুনের পূর্বে বা পরে পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক না কেন,কিন্তু উহা ঐ তারিখের পূর্বে কোন জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যদি জোতের পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমি মালিকের দখলে রাখার অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব (ষষ্ঠ সংশোধনী) আদেশ (পি, ও, ১৩৭/১৯৭২) শুরু হওয়ার পূর্বে বলবৎকৃত আইনে স্বীকৃত বা ঘোষিত হইয়া থাকে।

(৩) কোন নদী বা সমুদ্র দূরে সরিয়া যাওয়ার কারণে জোতের সংলগ্ন বৃদ্ধি প্রাপ্ত জমি অধিকারে রাখার দাবী সম্পর্কিত সকল মামলা, আবেদন, আপীল বা অন্যান্য কার্যক্রম ঐ আদেশ কার্যকরী হওয়ার তারিখে কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের নিকট স্থগিত অবস্থায় থাকিলে তাহা আর চলিত পারিবে না এবং তাহা বাতিল হইয়া যাইবে এবং ঐ দাবী সম্পর্কিত কোন মামলা, আবেদন বা আইনগত কার্যক্রম কোন আদালত গ্রহণ করিবে না।

ধারা ৮৮। রায়তের জোতজমি হস্তান্তর যোগ্যতা।— অপরাপর স্থাবর সম্পত্তি যে নিয়মে এবং যতখানি হস্তান্তর করা যায় সেইভাবে রায়তের জোত বা উহার অংশ বিশেষ অত্র আইনের বিধান সাপেক্ষে হস্তান্তরযোগ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ২০ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী অধিকৃত চা বাগানের খাসভূমি বা উহার অংশ বিশেষ ডেপুটি কমিশনারের লিখিত পূর্ব অনুমোদন ছাড়া হস্তান্তর করা যাইবে না ও প্রস্তাবিত হস্তান্তর কোন ভাবেই বাগানের অস্তিত্ব বিনষ্ট করিবে না অথবা অধিকৃত ভূমিতে চা চাষের ক্ষতি সাধন করিবে না

ধারা ৮৯। হস্তান্তর পদ্ধতি।— (১) উইল, ডিক্রীজারী মূলে নিলাম বিক্রী অথবা ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইনের অধীনে কোন সার্টিফিকেট জারি ব্যতীত ঐরূপ প্রত্যেক হস্তান্তর রেজিষ্ট্রি দলিল মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে হইবে ও রেজিষ্ট্রি অফিসার ঐরূপ কোন দলিল রেজিষ্ট্রি করার জন্য গ্রহণ করিবেন না, যদি না হস্তান্তরিত সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য এবং যে ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য নাই সেক্ষেত্রে হোল্ডিং বা উহার খণ্ড অথবা অংশের মূল্য দলিলে উল্লেখ থাকে এবং যদি না ইহার সংগে সংযুক্ত করা হয়,

(ক) রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে পাঠাইবার জন্য নির্ধারিত প্রসেস ফি-সহ নির্ধারিত ফরমে হস্তান্তরের বিবরণসহ একটি নোটিশ; এবং

(খ) (৪) উপধারা অনুযায়ী যে নোটিশ সমূহের ও প্রসেস ফি সমূহের প্রয়োজন উহা।

(২) ঐরূপ একটি হোল্ডিং বা উহার খণ্ড অথবা অংশের উইলের ক্ষেত্রে কোন আদালত 'প্রবেট' অথবা ' লেটার্স অভ্ এডমিনিষ্ট্রেশন মঞ্জুর করিবেন না, যে পর্যন্ত না দরখাস্তকারী (১) নং উপধারার (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত একই রকমের নোটিম ও একই অংকের প্রসেস ফি দাখিল করে।

(৩) যে পর্যন্ত না ক্রেতা বা বন্ধক গ্রহীতা, সে যাহাই হউক, (১) নং উপধারায় বর্ণিত একই রকমের নোটিশ বা নোটিশ সমূহ এবং একই অংকের প্রসেস ফি সমূহ জমা দেয় কোন আদালত অথবা রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ডিক্রী জারীমূলে বা ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইনের অধীনে সার্টিফিকেট মূলে ঐরূপ কোন, হোল্ডিং বা উহার খণ্ড অথবা অংশের বিক্রয় অনুমোদন করিবেন না এবং কোন আদালত ঐরূপ কোন হোল্ডিং বা উহার খণ্ড অথবা অংশের কোন বন্ধক সম্বন্ধে কোন ফোরক্লোজরের চূড়ান্ত ডিক্রী বা আদেশ দিবেন না।

(৪) যদি ঐরূপ একটি হোল্ডিং-এর একটি খন্ড অথবা অংশের হস্তান্তর এমন হয় যাহার ক্ষেত্রে ৯৬ ধারার বিধান প্রযোজ্য হয় সেক্ষেত্রে উক্ত হোল্ডিং-এর সকল সহ-শরীক প্রজাগণের উপর জারীর জন্য এবং উহার এক কপি রেজিষ্টারিং অফিসারের অফিসে অথবা আদালত ভবনে অথবা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অফিসে, সেখানে যেমন প্রযোজ্য হয় ঝুলাইবার জন্য নির্ধারিত প্রসেস ফি সমূহ সহ হস্তান্তরে বিবরণাদিসহ নির্ধারিত ফরমে নোটিশ সমূহ জমা দিতে হইবে।

(৫) আদালত, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ অথবা রেজিষ্টারিং অফিসার, যে যেখানে প্রযোজ্য হয়, (১) নং উপধারার (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নোটিশ রেভেনিউ অফিসারের কাছে পাঠাইবেন এবং (৪) নং উপধারায় বর্ণিত নোটিশ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে সহ-শরীক প্রজাগণের উপর জারী করিবেন এবং নোটিশের এক কপি আদালত ভবনে অথবা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অফিসে অথবা রেজিষ্টারিং অফিসারের অফিসে, যেমন প্রযোজ্য হয়, ঝুলাইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশ জারী সরকার বা হোল্ডিং-এর কোন সহ-শরীক প্রজা যাহাদের উপর এরূপ নোটিশ জারী হইয়াছে, দ্বারা খাজনার পরিমাণ বা এইরূপ হোল্ডিং-এর পরিসীমার কৃত হিসাবে প্রযোগ করা হইবে না। সরকার অথবা এইরূপ সহ-শরীক প্রজার হোল্ডিং-এর বিভাজন অথবা উহার জন্য দেয় খাজনার বন্টনের ব্যক্ত সম্মতি হিসাবে ধরিয়া নেওয়া হইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, যাহাতে রাজস্ব অফিসার পক্ষ নন এমন কোন মামলা, আপীল বা অন্যবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরবর্তী সময়ে যদি কোন হস্তান্তর বাতিল বা সংশোধিত হয় তবে যে কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বপ্রথম যথাযথ মামলা বা কার্যক্রম রুজু করা হইয়াছিল সেই কর্তৃপক্ষ এইরূপ আদেশের কপি রাজস্ব অফিসারের কাছে প্রেরণ করিবেন।

(৬) এই ধারায়

(ক) হস্তান্তর গ্রহীতা, ক্রেতা এবং বন্ধক গ্রহীতা বলিতে তাহাদের স্বার্থের স্থলাবর্তীগণকেও বুঝাইবে এবং

(খ) 'হস্তান্তর' বলিতে বাটোয়ারা বা, যে পর্যন্ত না একটি ডিক্রী অথবা ফোরক্লোজারে কোন চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হয়, সরল বা খাই খালাসী বন্ধক বা শর্তসাপেক্ষে বিক্রয়ের বন্ধককে অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

ধারা ৯০। জোত জমি হস্তান্তরের সীমাবদ্ধতা।— (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, এই খণ্ড বলবৎ হওয়ার পর এই খণ্ডের বিধান ব্যতীত কোন ব্যক্তি বিশেষ এই পরিমাণ ভূমি ক্রয় করিতে বা অন্য কোনভাবে অর্জন করিতে পারিবে না যাহা তাহার নিজের ও পরিবারের জন্য অধিকৃত মোট ভূমির সংগে যুক্ত হইলে ৩৭৫ বিঘার অধিক হইবে।

(২) আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন রায়তের জোত বা উহার কোন অংশ বা খণ্ড বিক্রয়, দান বা উইলমূলে বা অন্যভাব বা ডিক্রীজারী মূলে বা ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইনের অধীনে কোন সার্টিফিকেট জারি মূলে প্রকৃত কৃষক ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না এবং এরূপ কোন প্রজাস্বত্ব বা উহার

কোন অংশ বা খণ্ড ঐরূপ কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না যদি না সে নিজের ও পরিবারের জন্য আপাততঃ ৩৭৫ বিঘার কম জমির অধিকারী হয় এবং ঐরূপ কোন হস্তান্তর বৈধ হইবে না যদি হস্তান্তরের সময় হস্তান্তর গ্রহীতার অধিকৃত ভূমির সহিত উক্ত হস্তান্তরিত ভূমি যুক্ত হইলে ৩৭৫ বিঘার সীমা অতিক্রম করে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির নিকট হস্তান্তর করা হইলে, ঐরূপ ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির মোট জমির পরিমাণ ৩৭৫ বিঘার বেশী হইলেও (১) এবং (২) উপধারার বিধানের অধীন হস্তান্তর বাতিল হইবে না, যদি–

(ক) নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যক্তিকে শক্তি চালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহদায়তন কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার উপায় অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়া থাকে; এবং

(খ) সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে, ঐরূপ সমিতি দলবদ্ধভাবে চাষী জমির মালিকগণ উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনের জন্য সংগঠিত হইয়াছে, তাহারা শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুক বা না করুক এবং নিঃশর্তভাবে প্রত্যেকের জমির মালিকানা সমিতির নিকট হস্তান্তর করুক বা না করুক, উভয়ক্ষেত্রেই এইরূপ হস্তান্তরের সীমা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরকৃত সার্টিফিকেটে বর্ণিত থাকিবে।

আর শর্ত থাকে যে, (১) ও (২) নং উপধারার কোন বিধান কোন ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে চায়ের চাষ করিতেছে, বা কোন সমবায় সমিতি বা কোন কোম্পানী যাহা প্রকৃতপক্ষে উক্ত সমবায় সমিতি অথবা কোম্পানী কর্তৃক চিনি উৎপাদনের নিমিত্ত আখের চাষ করিতেছে বা অপর কোন কোম্পানী যাহার উদ্দেশ্য কোন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের দ্বারা শিল্পের উন্নতি সাধন করা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) (১) ও (২) নং উপধারায় ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও, খাঁটি চাষী নহে এমন কোন ব্যক্তিও নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের পূর্ব লিখিত অনুমতি লইয়া অনুমতিপত্রে বর্ণিত পরিমান ভূমি ভোগদখল করিতে ও বাণিজ্যিক শিল্পের উদ্দেশ্যে অথবা দাতব্য এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমি খরিদ এবং ভোগ দখল করিতে পারিবে।

(৪) (১) ও (২) নং উপধারায় ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত চাষী নয় এমন ব্যক্তি নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের পূর্ব লিখিত অনুমতি ক্রমে অনুমতি পত্রে উল্লেখিত পরিমাণ ভূমি তাহার পরিবারের বসতবাড়ি প্রস্তুতের নিমিত্ত অথবা সে নিজে বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ দ্বারা অথবা চাকরদের অথবা শ্রমিকদের দ্বারা বা সাহায্যে অথবা অংশীদারগণের বা বর্গাদারগণের সাহায্যে উক্ত ভূমি চাষ করিবার নিমিত্ত খরিদ অথবা অন্য উপায়ে অর্জন করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি অর্জিত ভূমি সরকারের প্রজা হিসাবে অধিকারে রাখিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ কোন ব্যক্তিকে (১) নং উপধারায় নির্ধারিত ভূমির বেশী পরিমাণ ভূমি অধিকারে রাখিতে দেওয়া হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি অথবা পরিবারের সদ্যগণের জন্য বসতবাড়ি তৈরীর নিমিত্ত তদ্‌কর্তৃক অধিকৃত ভূমির ক্ষেত্রে যদি অধিকার অর্জনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের ভিতর উক্ত ভূমির উপর বসতবাড়ি প্রস্তুত না করা হয় তবে উক্ত জমিতে উক্ত ব্যক্তির অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিবে ও উক্ত ভূমি সরকারের উপর বর্তাইবে।

(৫) অত্র ধারার বিধান লংঘন করিয়া কোন জোত বা প্রজাস্বত্ব বা উহার অংশ বা খণ্ডের হস্তান্তর করিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে এবং উহা দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর চূড়ান্তভাবে অর্পিত হইবে।

টীকাঃ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২০ ধারার উপধারা (২) এর অনুবিধি (খ) এর আওতায় কোন কৃষি পরিবার সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘা কৃষি জমি খাস দখলে রাখার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ১৯৭২ সালের ৯৮ নং রাষ্ট্রপতির আদেশ জারী করিয়া এই সীমা মানানসই ১০০ (one hundred standard) বিঘায় কমানো হয়। ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ ১০/৮৪) জারী করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের ৪ ধারা নিম্নরূপঃ

৪। কৃষি ভূমি অর্জনের সীমাবদ্ধতা।– (১) যিনি বা যাহার পরিবার মানানসই ষাট বিঘা অপেক্ষা অধিক কৃষি জমির মালিক আছেন এমন কোন মালিক হস্তান্তর, উত্তরাধিকার, দান বা অন্য যে কোন উপায়ে নতুন কোন কৃষি জমি অর্জন করিতে পারিবেন না।

(২) যিনি বা যাহার পরিবার ষাট মানানসই বিঘা অপেক্ষা কম কৃষি জমির মালিক আছেন এমন একজন মালিক যে কোন

উপায়ে নতুন কৃষি জমি অর্জন করিতে পারেন কিন্তু ঐরূপ নতুন জমি তাহার মালিকানায় থাকা কৃষি জমি সমেত ষাট মানানসই বিঘার অধিক হইবে না।

(৩) যদি কোন মালিক এই ধারার বিধানাবলী লংঘন করিয়া কোন নতুন কৃষি জমি অর্জন করেন, তাহা হইলে যে পরিমাণ জমি ষাট মানানসই বিঘার অতিরিক্ত হইবে তাহা সরকারে অর্পিত হইবে এবং উত্তরাধিকার, দান বা ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে অর্পিত অতিরিক্ত জমির ক্ষেত্র ব্যতিত ঐভাবে অর্পিত জমির জন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না।

(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী অতিরিক্ত জমির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরন যথাযথ নির্ধারিতব্য প্রকারে নিরূপন ও প্রদান করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে এইরূপ ক্ষতিপূরণ শুধুমাত্র অতিরিক্ত জমির অংশবিশেষের জন্য প্রদেয় হয় সেখানে ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও প্রদান সেই সকল অতিরিক্ত জমির অংশবিশেষের জন্য প্রদান করা হইবে যাহা মালিক এতদপক্ষে নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

সুতরায় কৃষি ভূমি অর্জনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সর্বশেষ আইন ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন পরিবার বা সংস্থা নতুন করিয়া মানানসই ৬০ বিঘার অতিরিক্ত জমি অর্জন করিতে পারিবেন না।

ধারা ৯১। উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তিত অতিরিক্ত ভূমির অধিগ্রহণের ক্ষমতা।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পূর্ব দখলকৃত মোট ভূমির সহিত উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তাহার প্রাপ্ত ভূমি সংযুক্ত হইয়া ৯০ ধারায় নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত অতিরিক্ত ভূমির জন্য ৩৯ (১) ধারায় উল্লেখিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর উহা অধিগ্রহণ করা সরকারের জন্য আইনানুগ হইবে।

ধারা ৯২। কতিপয় ক্ষেত্রে রায়তের স্বার্থের বিলোপ।—(১) জোতে কোন রায়তের স্বত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিবে–

(ক) সেক্ষেত্রে তিনি যে আইনের অধীনে হউক সেই আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পত্তি পাইবার জন্য উত্তরাধিকারী না রাখিয়া বা সম্পত্তির জন্য কোন প্রকার উইল সম্পাদন না করিয়া মারা যান;

(খ) যেক্ষেত্রে তিনি কোন কৃষি বৎসরের শেষে নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত নিয়মে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব অফিসারের কাছে তাহার জোত সমর্পণ করিয়া ইস্তেফা দেন;

(গ) যেক্ষেত্রে বকেয়া খাজনা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা না রাখিয়া স্বেচ্ছায় বাস্তুস্থান ত্যাগ করেন ও নিজে বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ দ্বারা বা কর্মচারী অথবা শ্রমিক দ্বারা বা অংশীদার অথবা বর্গাদারের সাহায্যে এক নাগাড়ে তিন বৎসরকাল পর্যন্ত তাহার জোত চাষাবাদ করা হইতে বিরত থাকেন;

(ঘ) যেক্ষেত্রে যে আইনের অধীনে আইন অনুযায়ী কোন রায়তের উপর কোন ভূমির স্বত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে ন্যস্ত হয়, যিনি নিজে প্রকৃত চাষী নহেন ও যিনি নিজে অথবা তাহার পরিবারের লোকজন, কর্মচারী বা বর্গাদারগণের সহায়তায় একনাগাড়ে পাঁচ বৎসর কাল যাবত চাষাবাদ করিতে ব্যর্থ হন, বা ঐরূপ চাষাবাদ না করার কোন সন্তোষজনক কারণ নাই;

(২) যেক্ষেত্রে (১) নং উপধারায় কোন জোতে কোন রায়তের স্বার্থের পরিসমাপ্তি ঘটে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার উক্ত জোতে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং যে তারিখে রাজস্ব অফিসার উক্ত জোতে প্রবেশ করেন সেই তারিখ হইতে জোতটি উক্ত উপধারার ক অনুচ্ছেদের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর ন্যাস্ত হইবে। কিন্তু জোতসমূহে যে সমস্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থ উক্ত (খ), (গ) ও (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিলুপ্ত হয় তাহারা উক্ত রোত সমূহের উপর সৃষ্ট দায় সমূহের টাকার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৩) (২) নং উপধারা অনুযায়ী কোন জোতে প্রবেশের পূর্বে রাজস্ব অফিসার উক্ত জোতে প্রবেশ করার তাহার ইচ্ছা ও ইহার কারণ জোতে স্বার্থ আছে এমন সকল ব্যক্তির নিকট নোটিশে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপত্তি আহবান করিয়া নির্দিষ্ট নিয়মে নোটিশে প্রদান করিবেন এবং সিদ্ধান্ত রেকর্ড করিবেন।

(৪) (১) নং উপধারার ঘ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জোতে স্বার্থ বিলুপ্তির কোন রায়তের আপত্তির পর (৩) নং উপধারায় রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি ১৪৭ ধারায় আপীল না করিয়া ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ঐরূপ মামলা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক (৩) নং উপধারায় প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।

(৫) (১) নং উপধারায় জোতে কোন রায়তের স্বার্থ বিলুপ্ত হইলে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য উক্ত জোতের সমস্ত বকেয়া খাজনা অনাদায়যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ৯৩। কোর্ফা পত্তনের উপর বিধি নিষেধ।— (১) কোন রায়ত তাহার সমগ্র জোত অথবা উহার অংশ কোন মেয়াদ অথাবা শর্তে কোর্ফা পত্তন দিতে পারিবে না।

(২) এই ধারার বিধান সমূহ অমান্য করিয়া কোন জোত অথবা উহার অংশ যদি কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয় তবে উক্ত জোত অথবা উহার অংশে রায়তের স্বার্থের বিলুপ্তি ঘটিবে এবং উক্ত জোত অথবা উহার অংশ, উহা যাহাই হউক, কোর্ফা পত্তনের তারিখ হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর বর্তাইবে।

ধারা ৯৪। কতিপয় ক্ষেত্রে দায় হস্তান্তর।— আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ৯০ ধারার (৫) নং উপধারায় অথবা ৯০ ধারার (২) নং উপধারায় উল্লেখিত দায় সংশ্লিষ্ট ভূমির হস্তান্তর অথবা অধীনস্ত ইজারার তারিখ হইতে নির্ধারিত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব অফিসার কর্তৃক বাছাইকৃত হস্তান্তরকারী অথবা ইজারাদাতার অপরাপর জমির সংগে হস্তান্তরিত অথবা যুক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে; এবং তৎপর উক্ত হস্তান্তর অথবা অধীনস্থ ইজারা সম্পন্ন হইবার আগে তাহার মূল ভূমিতে দায় প্রাপকের যে অধিকার নিহিত ছিল সেই একই অধিকার ঐ সমস্ত জমির উপর চলিতে থাকিবে। হস্তান্তরকারী অথবা ইজারা দাতা, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য উক্ত দায় সৃষ্টির মাধ্যমে গৃহীত অর্থের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকিবে।

ধারা ৯৫। রায়তি জোতের বন্ধকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা।— (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন রায়ত তাহার জোত অথবা উহার অংশ বিশেস সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ছাড়া অন্য কোন রকম বন্ধকাবদ্ধ হইবে না এবং ঐরূপ প্রত্যেক সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ৯০ ধারার অধীন কোন রায়তের জোত বা উহার অংশ বিশেষ হস্তান্তর ক্ষেত্রে ৯০ ধারায় যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হইয়াছে ঐরূপ প্রত্যেক সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ও একই সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষ হইবে এবং যে সময়ের জন্য রায়ত ঐরূপ সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধকাবদ্ধ হইয়াছে উহার মেয়াদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন চুক্তি দ্বারা সাত বৎসরের বেশী হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ কোন খাইখালাসী বন্ধক উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় বন্ধকের মেয়াদের বাকী সময়ের জন্য সরাসরিভাবে বন্ধকের টাকা পত্যার্পন করিয়া বন্ধকী ভূমি দায়মুক্ত করিয়া লইতে পারিবে।

(২) ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন অনুযায়ী ঐরূপ প্রত্যেক সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক রেজিষ্ট্রিকৃত হইতে হইবে।

(৩) কোন রায়ত যদি (১) নং উপধারার নির্ধারিত শর্তাবলী পুরন না করিয়া কোন সম্পূর্ণ খাইখালশী বন্ধকাবদ্ধ হয় অথবা (২) নং উপধারার অধীনে উহা নিবন্ধনকৃত না হয় তবে উহা বাতিল হইবে।

(৪) আপাততঃ বলবৎ অপর কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি বন্ধক গ্রহীতা (১) নং উপধারার বিধান অনুসারে বন্ধক মুক্ত করণের ক্ষেত্রে বাধা দান করে অথবা বন্ধকের সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও খাইখালাসী বন্ধকী জমি ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে তবে বন্ধক দাতা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের (বর্তমানে থানা ম্যাজিষ্ট্রেটের) নিকট বা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তক ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে ও ঐ আবেদন করার পরও বন্ধক মুক্তকরণের ক্ষেত্রে ঐ বিধান অনুযায়ী বন্ধক গ্রহীতার প্রাপ্য অর্থ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদান করার পর আনা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বন্ধকী জমির দখল দরখাস্তকারীকে ফেরৎ দেওয়ার নিমিত্ত বন্ধক গ্রহীতার দখলে অথবা কর্তৃত্বে অবস্থিত বন্ধকী জমি সম্পর্কিত সকল দলিল পত্র প্রদান করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

(৫) যদি বন্ধক গ্রহীতা (৪) নং উপধারার অধীন নির্ধারিত তারিখে বন্ধকী জমির দখল বন্ধক দাতার নিকট ফেরৎ না দেয় তবে বন্ধক দাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে আনা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার ঐ বন্ধক গ্রহীতাকে উচ্ছেদ করিয়া দরখাস্তকারীকে ঐ জমির দখল প্রদান করিবেন ও প্রয়োজনবোধে উচ্ছেদের নিমিত্ত বল প্রয়োগ করিবেন অথবা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবেন।

ধারা ৯৫ কা কতিপয় হস্তান্তর খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে গণ্য করা।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন যদি কোন জোত

বা উহার অংশ বিশেষ কবলা মূল্যে পুনঃ ফেরতের চুক্তিসহ হস্তান্তর করা হয় অথবা যে ক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট হইতে কোন মূল্য গ্রহণ করে এবং হস্তান্তর গ্রহীতা দখল করার ও উৎপাদিত ফসল ভোগ করার অধিকার অর্জন করে সেইক্ষেত্রে এইরূপ জোত বা উহার অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐরূপ মূল্যের পরিবর্তে হইলে হস্তান্তর দলিলে অন্যরূপ কিছু থাকিলেও উহাকে অনধিক ৭ বৎসরের পূর্ণ খায় খালাসী বন্ধক হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইবে এবং এইরূপ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ৯৫ ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, ইহা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (দ্বিতীয় সংশোধনী আদেশ),১৯৭২ (P.o. No 88/72) কার্যকর হওয়ার তারিখের আগেই হউক ব পরেই হউক।

ধারা ৯৬। অগ্রক্রয়ের অধিকার।– (১) যদি কোন প্রজার জোতের খন্ড অথবা অংশ হস্তান্তর করা হয় তবে ঐ হোল্ডিং–এর এক বা একাধিক সহ–শরীফ প্রজাগণ ৮৯ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারীর চার মাসের মধ্যে বা ৮৯ ধারা অনুযায়ী যদি কোন নোটিশ জারী না করা হয় তবে হস্তান্তর সম্বন্ধে অবগত হইবার তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে তাহার অথবা তাহাদের নিকট ঐ ভূমি খন্ড অথবা অংশ হস্তান্তরের জন্য আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারে ও কোন জোতি অথবা খন্ড বা অংশ হস্তান্তর করা হইলে ঐ হস্তান্তর করা ভূমির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজা অথবা প্রজাগণ ঐ হস্তান্তর সম্বন্ধে অবগত হওয়ার তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে তাহার অথবা তাহাদের নিকট ঐ হোল্ডিং অথবা খন্ড বা অংশ হস্তান্তরের জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সহ–শরীক প্রজার বা হস্তান্তরিত ভূমির দখলদার প্রজার অত্র ধারা অনুবলে খরিদ করার অধিকার থাকিবে না– যদি না সে এমন ব্যক্তি হয় যাহার কাছে জোত অথবা উহার খন্ড বা অংশ, সে যাহাই হউক, ৯০ ধারা অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য।

(২) একজন সহ–শরীক প্রজা বা সহ–শরীক প্রজাগণ (১) নং উপধারা অনুযায়ী দরখাস্ত দাখিল করিলে উক্ত দরখাস্তে জোতের অপর সমস্ত সহ–শরীক প্রজাগণকে ও হস্তান্তরতগ্রহীতাকে পক্ষভূক্ত করিতে হইবে ও হস্তান্তরিত ভূমির সংলগ্ন ভূমির দখলদার প্রজা দরখাস্ত করিলে ঐ দরখাস্তে হস্তান্তরিত জোতের সমস্ত সমহ–শরীক প্রজাগণকে ও হস্তান্তরিত ভূমির সংলগ্ন ভূমির দখলদার সমস্ত প্রজাগণকে এবং ক্রেতাকে পক্ষভূক্ত করিতে হইবে।

(৩) (ক) (১) নং উপধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত দরখাস্ত খারিজ হইবে যদি দরখাস্তকারী অথবা দরখাস্তকারীগণ উহা দায়ের করার সময় মুল্যের অর্থ অথবা হস্তান্তরিত জোত বা জোতের খন্ড অথবা অংশের মূল্য হস্তান্তর দলিলে বা ৮৯ ধারার অধীনে নোটিশে বর্ণিত, সে যাহাই হউক, মূল্যের অর্থ তৎসহ উহার শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে ক্ষতিপূরণ আদালতে জমা না দেয়।

(খ) উক্তরূপ জমাসহ দরখাস্ত পাওয়ার পর আদালত ক্রেতা ও (২) নং উপধারার অধীনে দরখাস্তের পক্ষ ভুক্ত অপরাপর ব্যক্তিগণকে আদালত যে সময় ধার্য্য করেন সে সময়ের মধ্যে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন ও হস্তান্তর বাবদ যে মূল্যের টাকা প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হইয়াছে তাহা বর্ণনার জন্য– ঐরূপ ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। হস্তান্তরের তারিখ হইতে খাজনা বাবদ সে আরও কত টাকা পরিশোধ করিয়াছে ও জোত অথবা খন্ডের অথবা অংশের দায়মুক্ত করার নিমিত্ত এবং অপর কোন উন্নয়ন কার্য্য বাবত সে আরও কত টাকা খরচ করিয়াছে উহা বলার নিমিত্ত ক্রেতাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। আদালত তখন সমস্ত পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রকৃত মূল্যের টাকা, খাজনা পরিশোধ ও হস্তান্তরিত সম্পত্তির দায়মুক্তি বা উন্নয়ন বাবদ ক্রেতার খরচ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। প্রয়োজনবোধে আদালত যাহা যথার্থ মনে করেন সেই সময়ের মধ্যে আরও অর্থ জমা দেওয়ার নিমিত্ত দরখাস্তকারী বা দরখাস্তকারীদিগকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত হইলে যে, ক্রেতা কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর দলিলে বর্ণিত অর্থের চাইতে বেশী মূল্যের অর্থ দাবী করিতে পারিবে না।

(৪) যখন (১) নং উপধারার অধীনে কোন দরখাস্ত দাখিল করা হয় তখন ক্রেতা, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ থাকে তাহাকে সহ যে কোন অবশিষ্ট সহ–শরীক প্রজা ও হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজাগণ (১) নং উপধারায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে বা (৩) নং উপধারার খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দরখাস্তের নোটিশ জারীর তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে, যাহা

আগে ঘটিবে, ঐ দরখাস্তে যোগদানের জন্য দরখাস্ত দিতে পারিবে; কোন সহ-শরীক বা হস্তান্তরিত সম্পত্তির লাগা ভূমির দখলদার প্রজা যে (১) নং উপধারা বা অত্র উপধারা অনুযায়ী দরখাস্ত করে নাই অত্র ধারা অনুযায়ী তাহার খরিদ করার আর কোন অধিকার থাকিবে না।

(৫) (ক) (অ) যদি কোন সহ-শরীক প্রজা, যাহার স্বত্ব ওয়ারীশসূত্রে উদ্ভব হইয়াছে, (আ) কোন সহ-শরীক প্রজা যাহার স্বত্ব খরিদসূত্রে উদ্ভব হইয়াছে ও (ই) যদি অত্র ধারা মোতাবেক হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজা আবেদন করে ও উহার শর্তাবলী পালন করে তাহা হইলে আবেদনকারী বা আবেদনকারীরা অত্র ধারায় বর্ণিত ক্রমানুসারে খরিদ করিবার অগ্রাধিকার পাইবে।

(খ) যদি অত্র ধারা মোতাবেক হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলদার প্রজা আবেদন করে তবে আদালত এইরূপ প্রজাগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবেচনায় অগ্রাধিকার ক্রমিক অনুযায়ী নির্দ্ধারণ করিবেন;

(অ) দরখাস্তকারী প্রজাদের প্রত্যেকের দখলে থাকা মোট জমির পরিমাপ;

(আ) প্রজার সংলগ্ন ভূমি বসত বাড়ীর ভূমি অথবা অন্য প্রকারের ভূমি কি না;

(ই) সংলগ্নতার বিস্তৃতি;

(ঈ) আবেদনকারীর সংলগ্ন ভূমির দখল লাভের প্রয়োজনীয়তা কতখানি; এবং

(উ) আবেদনকারীর ইজমেন্টের অধিকার, যদি কিছু থাকে।

৬। (ক) (৪) নং উপধারা অনুযায়ী যে সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করা যাইতে পারে সে সময় অতিবাহিত হইবার পর অত্র ধারার শর্তাবলী অনুসারে আদালত নির্দ্ধারণ করিবেন যে, (১) নং উপধারা বা (৪) নং উপধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত আবেদন সমূহের মধ্যে কোনটির অনুমতি প্রদান করিবেন।

(খ) যদি আদালত দেখিতে পান যে, অত্র ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত দরখাস্ত সমূহের অনুমতির আদেশ একাধিক দরখাস্তকারীর অনুকূলে দিতে হইবে তবে আদালত এইরূপ প্রত্যেক দরখাস্তকারী কর্তৃক যেই পরিমান অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে তাহা নিরুপন করিবেন ও অর্থ ন্যায়ানুগতভাবে ভাগ করিবার পর আদেশ প্রদান করিবেন যে, দরখাস্তকারী অথবা দরখাস্তকারীগণ যাহারা (৪) নং উপধারা মোতাবেক মুল দরখাস্তে যোগদান করিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা পরিশোধযোগ্য অর্থ আদালত যেমন সংগত মনে করিবেন তেমন সময়ের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য আদেশ দিবেন এবং এইরূপ কোন দরখাস্তকারী যদি উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থ জমা না দেয় তাহা হইলে তাহার দরখাস্ত খারিজ হয় যাইবে।

(৭) (ক) (৬) নং উপধারার (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে সময়ের মধ্যে জমা, যদি কিছু থাকে, দিতে হইবে সেই সময় অতিবাহিত হইলে আদালত অত্র ধারা মোতাবেক খরিদ করিবার অধিকারী ও ইহার শর্তাবলী পালন করিয়াছে এইরূপ আবেদনকারী অথবা আবেদনকারীগণ দ্বারা দায়েরকৃত আবেদন অথবা আবেদন সমূহ অনুমোদন করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন এবং যে ক্ষেত্রে এইরূপ আদেশ একাধিক আবেদনকারীর অনুকূলে প্রদান করিতে হয় সেক্ষেত্রে জোতটি অথবা জোতের খন্ড অথবা অংশকে তাহাদের মধ্যে এইরূপভাবে ভাগ করিবেন যাহা আদালতের কাছে ন্যায় সংগত বলিয়া গণ্য হয় ও (১) নং উপধারার অধীন যদি আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ কোন অর্থ ফেরৎ পাইবে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে (৬) নং উপধারার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ কর্তৃক দেওয়া জমার অর্থ হইতে ফেরৎ পাইবে।

(খ) হস্তান্তরের জন্য ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্যের টাকা, এইরূপ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে ক্ষতিপূরণসহ, হস্তান্তরের তারিখ হইতে হস্তান্তরিত জোতের অথবা খন্ডের অথবা অংশের খাজনা বাবদ তদকর্তৃক পরিশোধিত টাকা, যদি কিছু থাকে, এবং এইরূপ জোত অথবা খন্ডের বা অংশের দায়মুক্তি বা উন্নয়নের জন্য তৎকর্তৃক ব্যয়িত টাকা, যদি কিছু থাকে, (৩) নং উপধারা মোতাবেক দেওয়া জমা হইতে ক্রেতাকে পরিশোধ করার জন্য আদালত একই সময় নির্দেশ প্রদান পূর্বক আদেশ দান করিবেন।

(৮) (৭) নং উপধারা মোতাবেক কোন বিভাগাদেশ জোতের বিভাজন হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৯) (৭) নং উপধারা মোতাবেক আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে- (ক) হস্তান্তরের দরুণ জোত অথবা খন্ডে বা অংশে ক্রেতার উদ্ভূত অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ উক্ত উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত যে কোন আদেশের সাপেক্ষে সমস্ত দায়, যাহা হস্তান্তরের

তারিখের পরে সৃষ্ট হইয়াছে, মুক্ত হইয়া, অবস্থা ভেদে সহ-শরীক প্রজা বা হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজাগণের, যাহাদের খরিদ করিবার আবেদন (৭) নং উপধারা মোতাবেক মঞ্জুর হইয়াছে, উপর ন্যাস্ত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

(খ) ক্রেতার হোল্ডিং অথবা খন্ডের বা অংশের খাজনা বাবদ দায় হস্তান্তরের তারিখ হইতে লোপ পাইবে এবং সহ-শরীক প্রজাগণ অথবা হস্তান্তরিত সম্পত্তি সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজাগণের যাহাদের খরিদ করিবার আবেদন এইরূপে মঞ্জুর হইয়াছে তাহারা ক্রেতার কাছে প্রাপ্য এইরূপ যে কোন খাজনার নিমিত্ত দায়ী থাকিবে।

(গ) আদালত এইরূপ আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে তাহার অথবা তাহাদের উপর অর্পিত সম্পত্তির দখলে তাহাকে অথবা তাহাদিগকে, সে যাহাই হউক, বহাল করিতে পারিবেন।

(১০) অত্র ধারার কোন কিছুই প্রয়োগ করা যাইবে না-

(ক) জমার কোন সহ-শরীক, যাহার স্বার্থ খরিদসূত্র ছাড়া অন্য উপায়ে উদ্ভব হইয়াছে, এইরূপ সহ-শরীকের কাছে ভূমি হস্তান্তর করা হইলে; বা

(খ) বিনিময় অথবা বাটোয়ারা মূলে, হস্তান্তর করা হইলে; বা

(গ) উইল অথবা দানমূলে স্বামী অথবা স্ত্রীর উইলকারী অথবা দাতা তাহার অনুকূলে বা কোন উইলকারী অথবা দাতা তাহার তিন ডিক্রীর মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়ের অনুকূলে, (দান অথবা হেবা মূলে, আর্থিক বিনিময়ের হেবা বিল এওয়াজ ছাড়া) হস্তান্তর করিলে; বা

(ঘ) সরল বা সম্পূর্ণ খাই খালাসী বন্ধক বা, যতক্ষন পর্যন্ত বন্ধক মুক্ত করনের অধিকার হরণের চূড়ান্ত আদেশ অথবা ডিক্রী প্রদান করা না হয়, কোন বন্ধক দ্বারা শর্তাধীন বিক্রয় করা হইলে,

(ঙ) মুসলিম আইনের বিধান মোতাবেক সৃষ্ট ওয়াকফ; অথবা

(চ) কোন ব্যক্তির জন্য আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ছাড়া কোন ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইলে।

ব্যাখ্যাঃ অত্র ধারার উদ্দেশ্যে রক্তের সম্পর্কিয় আত্মীয় বলিতে হিন্দু আইনে দত্তক পুত্রকেও বুঝাইবে।

(১১) অত্র ধারা কোন কিছুই মুসলিম আইনের অধিন কোন অগ্রক্রয়ের অধিকার হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

(১২) যে আদালতে সংশ্লিষ্ট ভূমির ...সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ কও নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আছে সেই আদালতে এই ধারার অধীনে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

(১৩) অত্র ধারা বলে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে সাধারণ দেওয়ানী আপীল আদালতে আপীল দায়ের করা চলিবে। কিন্তু অন্য কোন আইনে আপাততঃ অন্যরূপ কিছু বলবৎ থাকিলেও প্রথম আপীল আদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপীল দায়ের করা চলিবে না।

ধারা ৯৭। আদিবাসী বা উপজাতীয়দের দ্বারা ভূমি হস্তান্তরে বিধি নিষেধ।- (১) সরকার সময় সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই ধারার বিধানাবলী কোন জেলা অথবা স্থানীয় এলাকার নির্দিষ্ট আদিবাসী, সমাজ অথবা গোত্রের বেলায় প্রযোজ্য হইবে ও এইরূপ সমাজ এবং গোত্র এই ধারার উদ্দেশ্যে আদিবাসী হিসাবে গণ্য হইবে ও এইরূপ বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে যে, এই ধারার বিধানাবলী এইরূপ সমাজ ও গোত্রের বেলায় প্রযোজ্য হইয়াছে যথাঃ সাঁওতাল, বানিয়াস, ভূঁইয়া, ভূমিজ, দালুস, গণ্ডা, হাদী, হাজং হো খারিয়া খারওয়ার, কোরা, কোচ (ঢাকা বিভাগ), মগ (বাখরগঞ্জ জেলা), মাল ও সুরিয়া, পাহাড়িয়া, মাচ, মাডা, মন্ডিয়া, ওড়াং ও তোড়ি।

(২) অত্র ধারার যেরূপ বিধান রাখা হইয়াছে উহা ব্যতীত কোন আদিবাসী রায়ত কর্তৃক তাহার জোত বা উহার অংশে তাহার স্বত্বের কোন হস্তান্তর বৈধ হইবে না যদি ইহা বাংলাদেশের ডমিসাইল্ড বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আদিবাসী যাহার কাছে এইরূপ জোত অথবা উহার অংশ ৮৮ ও ৯০ ধারা অনুযায়ী হস্তান্তর করা যায় তাহার কাছে হস্তান্তর করা না হইলে।

(৩) যদি কোন ক্ষেত্রে আদিবাসী রায়ত অপর কোন ব্যক্তি যে এইরূপ আদিবাসী নহে তাহার কাছে জোত অথবা উহার খন্ড প্রাইভেট বিক্রী, দান বা উইল মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করিলে ইহার স্বপক্ষে অনুমতির জন্য যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট

আবেদন করিতে পারিবে ও রাজস্ব কর্মকর্তা ৮৮ ও ৯০ ধারার বিধানাবলী বিবেচনায় রাখিয়া দরখাস্তের উপর যাহা যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(৪) (৩) নং উপধারায় উল্লেখিত প্রত্যেক হস্তান্তর নিবন্ধনকৃত দলিলমূলে করিতে হইবে ও দলিল নিবন্ধনকৃত হওয়ার আগে জোতটি বা ইহার যে কোন খন্ড হস্তান্তরিত হইলে দলিল অনুযায়ী ও হস্তান্তরের শর্তাবলী অথবা চুক্তি অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তার লিখিত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) একজন আদিবাসী রায়ত তাহার জমি শুধুমাত্র এক প্রকারের বন্ধক যথা সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক প্রদানের ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ।

তবে শর্ত এই যে, কৃষির উদ্দেশ্যে ঋণ প্রাপ্তির জন্য বা কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা সমবায় সমিতির নিকট হইতে কৃষির উদ্দেশ্যে ঋণ প্রাপ্তির বেলায় এই উপধারায় কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) একজন আদিবাসী রায়ত অপর কোন বাংলাদেশী ডোমিসাইল্ড অথবা বাংলাদেশে স্থায়ী বসবাসকারী আদিবাসী যাহার সহিত ৯৫ ধারার (১) নং উপধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ খাইখালাসী চুক্তিবদ্ধ হওয়া যায় তাহার সহিত তাহার জোতের অন্তর্ভুক্ত যে কোন ভূমিকে যে কোন ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত চুক্তির মাধ্যমে যে কোন সময়ের জন্য যাহা কোন মতেই সাত বৎসরের অধিক হইবে না বা হইতে পারে না এইরূপ সময়ের জন্য সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে।

(৭) কোন আদিবাসী রায়ত এই ধারার বিধান সমূহ লংঘন করিয়া কোন হস্তান্তর করিলে উহা বাতিল হইবে।

(৮) (ক) যদি এই ধারার বিধান সমূহ লংঘন করিয়া কোন আদিবাসী রায়ত কর্তৃক যদি কোন জোত বা ইহার অংশ হস্তান্তর করে তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তার নিজ উদ্যোগে বা ইহার স্বপক্ষে তাহার বরাবরে পেশকৃত দরখাস্তের ভিত্তিতে লিখিত আদেশ বলে এইরূপ হস্তান্তর গ্রহীতাকে জোত অথবা অংশ হইতে উচ্ছেদ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আদেশের আগে হস্তান্তর গ্রহীতাকে এইরূপ উচ্ছেদের জন্য কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।

(খ) (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কোন আদেশ প্রদান করিলে (অ) তিনি হয় আদিবাসী বা তাহার উত্তরাধিকারী বা তাহার আইনসংগত প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তরিত ভূমি প্রত্যার্পন করিবেন বা (আ) হস্তান্তরকারী বা তাহার উত্তরাধিকারীর বা তাহার আইনসংগত প্রতিনিধি না পাওয়া গেলে ভূমি সরকারের উপর ন্যাস্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা দিবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা উহা অন্য কোন আদিবাসীর কাছে বন্দোবস্ত দিবেন।

(৯) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন আদালত কোন আদিবাসী রায়তের জোত বা ইহার অংশের স্বত্ব বিক্রয়ের নিমিত্ত ডিক্রি অথবা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন না।

তবে শর্ত এই যে, জোতের বকেয়া ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য বা সরকার বা কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন বা সমবায় সমিতি কর্তৃক কৃষির উদ্দেশ্যে জোত-এর জামানত সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য এই আইনের বিধান সমূহ মোতাবেক সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার নিমিত্ত কোন আদিবাসীর জোত বিক্রী করা যাইতে পারে।

(১০) সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই ধারা কোন জেলা বা স্থানীয় এলাকার যে কোন শ্রেণী বা গোত্র যাহার ক্ষেত্রে (১) নং উপধারা অনুযায়ী ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার বেলায় এই ধারা প্রয়োগ হইতে বিরত থাকিবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

খাজনা বৃদ্ধি ও হ্রাস সংক্রান্ত বিধানাবলী

ধারা ৯৮। রায়ত এবং অকৃষি প্রজাগণে খাজনা পরিমার্জন।— অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান ছাড়া কোন রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার খাজনা বৃদ্ধি, হ্রাস অথবা পরিবর্তন করা যাইবে না।

ধারা ৯৮ক। (১) কতিপয় ক্ষেত্রে খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃ নির্ধারণ।— অত্র আইনের অন্যত্র ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্বেও, ভূমির খাজনা নির্ধারণ এবং পুনঃ নির্ধারণ করা বৈধ হইবে–

(ক) যে ক্ষেত্রে রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক দখলিকৃত ভূমির খাজনা ৪র্থ অধ্যায় অথবা ১৪৪ ধারার অধীন নির্ধারণ করা হয় নাই অথবা উক্ত ভূমি সম্বন্ধীয় খাজনা ১০৭ ধারার অধীনে নির্ধারণ করা হয় নাই; বা

(খ) যেখানে কোন ভূমির খাজনা ক অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কোন বিধান অনুযায়ী কৃষিভূমি হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে যাহা পরবর্তীকালে অকৃষি ভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে অথবা অকৃষি ভূমি হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে যাহা পরবর্তীকালে কৃষি ভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

(২) ১ নং উপধারার অধীন খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃ নির্ধারণের বেলায় জেলা প্রশাসক ২৬ ধারায় উল্লেখিত নীতি সমূহ বিবেচনা করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক এইরুপ এলাকায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না যেখানে ১৪৪ ধারা মোতাবেক খতিয়ান প্রস্তুত অথবা পুনঃপরীক্ষণ করা হইয়াছেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, রায়ত বা প্রজার উপস্থিত হওয়ার এবং এই বিষয়ের শুনানীর জন্য কমপক্ষে ১৫ দিনের নোটিশ না দিয়া এই ধারা মোতাবেক কোন খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃ নির্ধারণ সমাধা করা হইবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন জোতের একটি অংশ অকৃষি কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে ১০৭ ধারার (৩) নং উপধারায় উল্লেখিত নীতি সমূহের যতখানি প্রযোজ্য হয় ততখানি মোতাবেক উক্ত অংশ পৃথক প্রজাস্বত্বরুপে গঠিত হইবে ও ইহার খাজনা নির্ধারণ এবং পুনঃ নির্ধারণ এই ধারা মোতাবেক সমাধা করা যাইবে।

ধারা ৯৯। খাজনার হার নির্ধারণ এবং খাজনার তালিকা প্রণয়নের আদেশ।– (১) সরকার রাজস্ব অফিসারগণকে নির্দেশ প্রদান করিয়া আদেশ দিতে পারিবেন–

(ক) অত্র অধ্যায়ের বিধান এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী যে কোন জেলা অথবা জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার জন্য খাজনার হার নির্ধারণ করা ও নির্ধারিত ফরমে এবং নিয়মে খাজনার হারের হুক প্রণয়ন করাইতে যাহাতে ঐ নির্ধারিত খাজনার হার তৎসহ অপরাপর নির্ধারিত বিবরণ সমূহ সুনির্দিষ্ট থাকিবে; এবং

(খ) যে কোন জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার খাজনার হারের হুক অত্র অধ্যায়ের অধীনে প্রণয়ন ও বহালের পর উক্ত জেলা অথবা জেলার অংশ অথবা এলাকার সমস্ত জনগণের জন্য ন্যায্য এবং ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ করিতে ও নির্ধারিত ফরমে এবং নিয়মে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন করিতে যাহাতে উক্ত নির্ধারিত খাজনা তৎসহ অপরাপর বিবরণ সমূহ সুনির্দিষ্ট থাকিবে।

ধারা ১০০। খাজনার হার নির্ধারণের পদ্ধতি।– (১) যেক্ষেত্রে ৯৯ (১) ধারার (ক) অনুচ্ছেদের অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত আদেশে উল্লেখিত এলাকার জন্য খাজনার হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার ভূমির অবস্থা ও উক্ত এলাকা যদি কৃষি এলাকা হয়) তবে উক্ত এলাকার উৎপন্ন ফসল বিবেচনা করিয়া তিনি যেরুপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরুপভাবে উক্ত এলাকাকে কয়েকটি সুবিধাজনক ইউনিটে ভাগ করিবেন ও রাজস্ব অফিসার অতঃপর উক্ত প্রতি ইউনিটের ভিন্ন শ্রেণী সমূহের ভূমির খাজনার হারসমূহ নির্ধারণ করিবেন।

(২) রাজস্ব অফিসার (১) নং উপধারার অধীনে বিভিন্ন শ্রেণী সমূহের কৃষি ভূমির খাজনার হার সমূহ নির্ধারণের বেলায় নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করিবেন–

(ক) যে শ্রেণীর ভূমির জন্য খাজনার হার নির্ধারণ করা হইতেছে উহার মাটির প্রকৃতি এবং সাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা;

(খ) নির্ধারিত নিয়মে প্রতি একর ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদন নির্ধারন;

(গ) যে বৎসরগুলিতে ফসলের মূল্য অস্বাভাবিক ছিল সেই বৎসরসমূহ বাদ দিয়া বিগত বিশ বৎসরের ফসলের গড় মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত উৎপাদিত ফসলসমূহের গড়মূল্য;

(ঘ) ঐরুপ ভূমি চাষের ক্ষেত্রে সেচ অথবা নর্দমা অথবা অপর কোন বিশেষ সুবিধা'

(ঙ) বিশেষ ইউনিটে সরকারী অর্থ ব্যায়ে কৃষি উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের ফলাফল———;

(চ) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) (১) নং উপধারার অধীন (যে কোন শ্রেণীর কৃষি ভূমির) একর প্রতি খাজনার হার ঐরূপ প্রতি একর ভূমির উৎপাদিত ফসলের মোট মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগের বেশী হইবে না যাহা ঐরূপ প্রতি একর ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদন (২) নং উপধারার (গ) উনুচ্ছেদে উল্লেখিত উক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের নির্ধারিত নিয়মে হিসাবকৃত গড় দাম দ্বারা বৃদ্ধি করিয়া প্রাপ্ত হয়; (———)

(৪) রাজস্ব অফিসার (১) নং উপধারার অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর অকৃষি ভূমির খাজনার হার নির্ধারণার্থে নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন।

(ক) অনুরূপ সুবিধার অথবা অনুরূপ বর্ণনা সম্বলিত পার্শ্ববর্তী অকৃষি ভূমির জন্য সাধারণভাবে সরকারকে প্রদত্ত খাজনার হার,

(খ) ৯৯ ধারার অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে নির্ধারিত নিয়মে হিসাবকৃত ঐ জমির অথবা পার্শ্ববর্তী অনুরূপ ভূমির বাজার দাম,

(গ) প্রজাস্বত্বে বিশেষ শর্ত সমূহ এবং অনুসংগ যদি থাকে, এবং

(ঘ) সরকারী খরচে নির্দিষ্ট ইউনিটে উন্নয়নমূলক কার্যের ফলাফল;

তবে শর্ত থাকে যে, (১) নং উপধারার অধীনে নির্ধারিত যে কোন শ্রেণীর অকৃষি ভূমির খাজনার হার আবাসিক এলাকার বেলায় উক্ত বাজার দামের শতকরা এক চতুর্থভাগের বেশী হইবে না ও অন্য কোন এলাকার বেলায় উক্ত বাজার দামের শতকরা আধ ভাগের বেশী হইবে না।

(৫) (৪) নং উপধারার (৪) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অনুরূপ বর্ণনা সম্বলিত পার্শ্ববর্তী ভূমির জন্য সাধারণভাবে প্রদত্ত খাজনার ইউনিটে অবস্থিত ঐ ভূমির বর্তমান খাজনা সমূহ একত্র করিয়া মোট টাকাকে ইউনিটের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ করিয়া হিসাব করা হইবে।

ব্যাখ্যাঃ অত্র ধারায় ভূমি বলিতে কোন্ দালান অথবা উহার উপরস্থ দণ্ডায়মান কোন কাঠামোকে অন্তর্ভূক্ত করে না।

ধারা ১০১। খাজনার হারের ছক সমূহ প্রাথমিক এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশ ও নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইহার অনুমোদন।— (১) যে ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার খাজনার হার সমূহের কোন ছক প্রণয়ন করেন সেক্ষেত্রে তিনি ইহার একটি খসড়া নির্ধারিত সময়ের জন্য ইহার সংগে সম্বন্ধযুক্ত এলাকায় অথবা গ্রামে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

(২) খাজনার হার সমূহের ছকের কোন লিখনির বিরুদ্ধে আপত্তিকারী ব্যক্তি (১) নং উপধারা অনুযায়ী প্রকাশের ১ম দিন হইতে ৩০ দিনের ভিতর রাজস্ব অফিসারের কাছে দরখাস্ত করিতে পারিবে ও রাজস্ব অফিসার ঐরূপ কোন আপত্তি বিবেচনা করিবেন ও ছকের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত সময়ের মধ্যে যদি কোন আপত্তি না জানানো হয় অথবা যদি আপত্তি জানানো হয় তবে উহার নিষ্পত্তির পর রাজস্ব অফিসার তাহার প্রস্তাবের কারণ সমূহের পূর্ণ বিবরণ তৎসহ প্রয়োজনীয় বিবরণ এবং প্রতি শ্রেণীর ভূমির বর্তমান খাজনার হার ও প্রাপ্ত আপত্তি সমূহের সংক্ষিপ্ত সারসহ তাহার কার্যক্রম সমূহ নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) উক্ত উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ (৩) নং উপধারার অধীনে দাখিলকৃত ছক পরিবর্তনসহ অথবা পরিবর্তন ছাড়া অনুমোদন করিতে পারিবেন অথবা পুনঃ পরীক্ষণের জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে খাজনার হার সমূহের ছক উক্ত উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় সেক্ষেত্রে অনুমোদনের আদেশকে ইহা প্রণয়নের নিমিত্ত কার্যক্রম অত্র আইন মোতাবেক সঠিকভাবে পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া চূড়ান্ত সাক্ষ্যরূপে গণ্য করা হইবে ও প্রতি শ্রেণীর ভূমির জন্য ছকে দেখানো হার ছকে প্রযোজ্য এলাকায় অবস্থিত উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য প্রদান যথাযথ ও ন্যায়সংগত হার বলিয়া অনুমান করা হইবে।

ধারা ১০২। সর্বোচ্চ হার হিসাবে ছকে প্রদর্শিত হার।— ১০১ ধারার অধীনে অনুমোদিত খাজনার হারের ছকে দেখানো যে কোন শ্রেণীর ভূমির জন্য খাজনার হার সেই সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে যাহা ঐরূপ শ্রেণীর ভূমির জন্য একজন রায়ত (বা অকৃষি প্রজার) খাজনা নির্ধারণ করা যাইবে।

ধারা ১০৩। খতিয়ানে যে সকল বিবরণ থাকিতে হইবে।– ১০০ ধারার (২) এবং (৪) নং উপধারায় উল্লেখিত একক ও খাজনার হার যাহা অত্র অধ্যায়ের অধীনে উক্ত ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমির জন্য নির্ধারিত হয় তদ্‌বিষয়ের বিবরণ অত্র খন্ডের অধীনে পরিচালিত ঐ এককের খতিয়ানের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ১০৪। খাজনার হার সমূহের স্থায়িত্বকাল।– যেক্ষেত্রে কোন জেলা, জেলার অংশ বা এলাকার এককের জন্য অত্র অধ্যায়ের অধীনে খাজনার হার নির্ধারিত হয় এবং ১০০ ধারায় অনুমোদিত খাজনার হারের ছকে প্রদর্শিত হয় সেক্ষেত্রে ঐ অনুমোদনের তারিখ হইতে কুড়ি (২০) বৎসর সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উহা পরিবর্তন করা যাইবে না।

ধারা ১০৫। খাজনা বৃদ্ধির কারণ সমূহ ও সীমাবদ্ধতা।– (১) কোন ভূমির জন্য কোন রায়ত (অথবা অকৃষি প্রজার) প্রদেয় খাজনা এই জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে যে তদকর্তৃক দেয় খাজনার পরিমাণ যে এককে উক্ত ভূমি অবস্থিত এবং যে এককের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১১১ ধারা মোতাবেক অনুমোদিত খাজনার হারের ছকে ভুক্ত সেই এককের অনুরুপ শ্রেণী সমূহের ভূমির জন্য এই অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত খাজনার হারে হিসাবকৃত খাজনার পরিমাণ মূলত কম হয়।

(২) যে সমস্ত ক্ষেত্রে অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের দেয় খাজনার চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয় ও অপর যে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি বিবেচনা করেন যে, তাৎক্ষণিক খাজনা বৃদ্ধি দুর্ভোগ সৃষ্টি করিবে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, উক্ত খাজনা বৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধি হিসাবে এই উদ্দেশ্যে তদকর্তৃক নির্ধারিত কয়েক বৎসরের জন্য কার্যকর হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের যে সময় হইতে ১১৩ ধারা অনুযায়ী নুতন খাজনা হিসাব করা হয় বিশেষ বৎসরে খাজনা বৃদ্ধি উক্ত বৎসরের দেয় খাজনার শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হইতে পরিবে না।

ধারা ১০৬। খাজনা কমানোর কারণ সমূহ।– নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে রায়ত কর্তৃক দেয় কোন জোতের খাজনা হ্রাস করা যাইবে যথা–

(ক) যদি কোন রায়ত কর্তৃক দেয় খাজনা তাহার জোত ভূমি যে ইউনিটে অবস্থিত সেই ইউনিটের অনুরূপ শ্রেণী সমূহের ভূমির জন্য এই অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত এবং উক্ত ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য খাজনার হারের ছকে অন্তর্ভুক্ত ও ১০১ ধারায় অনুমোদিত খাজনা অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশী হয়;

(খ) বালি সঞ্চিত হওয়ার ফলে অথবা অপর কোন আকস্মিক অথবা নিয়মিত প্রাকৃতিক কারণে যদি জোতের ভূমি খারাপ বা অনুর্বর হয়; এবং

(গ) যদি খাজনা শেষ নির্ধারিত হওয়ার সময় বিদ্যমান কোন সেচ অথবা জল নিষ্কাসন ব্যবস্থা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বা সেই সময় বিদ্যমান কোন বাঁধ অথবা বেড়ী যদি ভাংগিয়া যায় এবং উহার ফলে জোতের ভূমি খারাপ বা অনুর্বর হয়।

ধারা ১০৬ক। খাজনা হ্রাসের কারণ।– কোন প্রজা স্বত্বের জন্য অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনা এই কারণে হ্রাস পাইতে পারে সে তদকর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনার পরিমানে যে ইউনিটে ঐ প্রজাস্বত্বের অনুমোদিত খাজনার হারের ছকে অন্তর্ভুক্ত সেই ইউনিটের একই শ্রেণীর জমির জন্য এই অধ্যায় অনুযায়ী নির্ধারিত খাজনার হারে হিসাবকৃত খাজনার পরিমাণের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশী থাকে.

ধারা ১০৭। যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ।– (১) অত্র অধ্যায়ের অধীনে খাজনার হারের কোন ছক প্রণয়ন ও অনুমোদনের পর রাজস্ব অফিসার পূর্ববর্তী ধারা সমূহের বিধানাবলী মোতাবেক সেই এলাকার খাজনার হারের ছক প্রযোজ্য হয় সেই এলাকার সমস্ত প্রজাগণের ন্যায্য ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণের জন্য ও ৯৯ ধারার (১) নং উপধারার খ অনুচ্ছেদের নির্দেশ মোতাবেক খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়নের জন্য অগ্রসর হইবেন।

(২) রাজস্ব অফিসারের যথাযথ ও ন্যায় সংগত খাজনা নির্ধারণ এবং খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ প্রণয়নকৃত এবং অনুমোদিত খাজনার হারের ছকে বর্ণিত খাজনার হার দ্বারা চালিত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব অফিসার যদি লিখিত কারণ লিপিবদ্ধ সাপেক্ষে বিবেচনা করেন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় উক্ত হারের প্রয়োগ অ–যথাযথ ও অন্যায়সংগত হইবে তবে তিনি উক্ত হার ঐরূপ ক্ষেত্রে অথবা এলাকায় প্রয়োগ করিতে বাধ্য নহেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে অকৃষি ভূমি প্রজাস্বত্বে অন্তর্ভুক্ত অকৃষি ভূমি ছাড়া অন্য ভূমি নিয়া গঠিত হয় বা যে ক্ষেত্রে ভূমির শ্রেণী

বিন্যাস আংশিকভাবে কৃষি হইতে অকৃষিতে পরিবর্তিত হয় যে ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার (অ) আকৃষি ও কৃষি ভূমির জন্য পৃথক প্রজাস্বত্ব গঠন করিবার জন্য প্রজাস্বত্বকে বিভক্ত করিবেন।

(আ) ঐরূপ গঠিত প্রজাস্বত্বের মধ্যে বর্তমান খাজনা বন্টন করিবেন;

(ই) অত্র অধ্যায়ের বিধানাবলী অনুযায়ী কৃষি এবং অকৃষি ভূমির জন্য ন্যায্য এবং নায়সংগত খাজনা হিসাব করিবেন।

(ঈ) খতিয়ানে প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী পরিবর্তন সাধন করিবেন।

ধারা ১০৮। জরিপী খাজনা নির্ধারণ বিবরণীর প্রাথমিক প্রকাশনা ও সংশোধন।– (১) যে ক্ষেত্রে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন করা হয়, সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত উপায়ে ও নির্ধারিত সময়ের জন্য ইহার একটি খসড়া প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন ও উক্ত সময়কালে কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত এবং কিছু বাদ পড়া সম্বন্ধে আপত্তি গ্রহণ এবং বিবেচনা করিবেন এবং সরকার কর্তৃক প্রস্তুত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত আপত্তি সমূহের নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) রাজস্ব অফিসার স্বীয় উদ্যোগে অথবা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০৯ ধারার অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট খাজনা নির্ধারণ বিবরণী দাখিল করার আগে যে কোন সময় উহাতে ভুক্ত খাজনার পরিমার্জন করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রজাকে হাজির হইবার এবং উক্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য যুক্তিসংগত নোটিশ প্রদান না করিয়া কোন অন্তর্ভুক্তির পরিমার্জন করা যাইবে না।

ধারা ১০৯। খাজনা নির্ধারণ বিবরণীর অনুমোদন এবং চূড়ান্ত প্রকাশ ও স্বত্বলিপিতে ইহা অন্তর্ভুক্তকরণ।–

(১) যেক্ষেত্রে ১০৮ ধারার অধীন সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি ঘটে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার তাহার প্রস্তাব সমূহের কারণগুলির পূর্ণ বিবরণ এবং তদকর্তৃক গৃহীত আপত্তি সমূহের, যদি থাকে, সংক্ষিপ্তসার সহলিত খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করিবেন।

(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সংশোধনসহ বা সংশোধন ছাড়া খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদন করিতে পারিবেন অথবা পুনঃ পরীক্ষণের নিমিত্ত ফেরৎ পাঠাইতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রজাকে হাজির হওয়ার এবং ঐ বিষয়ে শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান না করিয়া কোন অন্তর্ভুক্তি সংশোধন অথবা বাদ অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

(৩) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর রাজস্ব অফিসার চূড়ান্তরূপে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন করিবেন এবং নির্ধারিত উপায়ে উহা প্রকাশ করিবেন ও এই খন্ডের অধীনে রক্ষিত খাজনা নির্ধারণ বিবরণীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত এলাকার জন্য খতিয়ানে ইহা অন্তর্ভুক্ত করিবেন ও ঐরূপ প্রকাশকে এই অধ্যায় মোতাবেক খাজনা নির্ধারণ বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ১১০। উর্ধ্বতন রাজস্ব অফিসারের সমীপে আপীল ও তদকর্তৃক রিভিশন– (১) যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা হয় তবে সেই আদেশের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে ১০৮ ধারার অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশের বিরুদ্ধে অথবা ১০৯ ধারার অধীন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সমীপে আপীল করা যাইবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীনে ভূমি প্রশাসন বোর্ড যে কোন ক্ষেত্রে ইহার স্বীয় উদ্যোগে বা কোন দরখাস্তের ভিত্তিতে ১০৯ (২) ধারার অধীন খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদনের আদেশের বা (১) নং উপধারা মোতাবেক উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত আদেশের, যাহা পরে ঘটে, ছয় মাসের মধ্যে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অথবা উহার অংশ পরিমার্জনের নিমিত্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহা দ্বারা বিশেষ জজ কর্তৃক ১১১ ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগনকে হাজির হইবার এবং উক্ত বিষয় শুনানীর জন্য যুক্তি সংগত নোটিশ প্রদান না করিয়া ঐরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইবে না।

ধারা ১১১। বিশেষ জজের নিকট আপীল।– (১) ১০৮ ধারার অধীন দায়েরকৃত আপত্তির প্রেক্ষিতে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অথবা ১০৯ ধারা অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আপীলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত খাজনা নির্ধারণ বিবরণী ১০৯ (৩) ধারার অধীন চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশের তিনমাসের মধ্যে ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে নির্ধারিত উপায়ে অত্র উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল করিতে পারিবে;ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ১১০ ধারার (১) নং উপধারা অনুযায়ী এই ব্যাপারে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করা হয় নাই।

(২) হাইকোর্ট কর্তৃক রিভিশন এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া প্রদত্ত আদেশ সাপেক্ষে কোন আপীলে বিশেষ জজের আদেশ চূড়ান্ত হইবে এবং অত্র ধারায় বিশেষ জজের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীর দায়ের করা চলিবে না।

(৩) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান সমূহ অত্র ধারায় বিশেষ জজের কাছে দায়েরকৃত আপীলের বেলায় প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ১১১ক। ভুলসমূহ শুদ্ধকরণ এবং খাজনার বিবরণী পরিবর্তন।– ১০৯ (৩) ধারার অধীন চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার আগে যে কোন সময় রাজস্ব অফিসার খাজনা নির্ধারণ বিবরণীতে কেরানিক ভুল শুদ্ধ করিতে পারিবেন এবং ১১০ এবং ১১১ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করার জন্য যাহা প্রয়োজন করিতে পারিবেন।।

ধারা ১১২। অত্র অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত খাজনা সম্পর্কে অনুমান।– এর অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত সমস্ত খাজনা শুদ্ধরূপে নির্ধারিত করা হইয়াছে ও যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ১১৩। যে তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।– যেক্ষেত্রে অত্র অধ্যায় মোতাবেক কোন এলাকার খাজনা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে উহা ১১০ এবং ১১১ ধারার বিধান সাপেক্ষে ১০৯ ধারার (৩) নং উপধারার অধীন খাজনা নির্ধারণ বিবরণী, যাহাতে উক্ত খাজনা নির্দিষ্ট করা হয়, চূড়ান্তভাবে প্রকাশের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম হইতে কার্যকর হইবে।

ধারা ১১৪। নির্ধারিত খাজনা যে সময় পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে।– যেক্ষেত্রে অত্র অধ্যায় অনুসারে কোন প্রকার খাজনা নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে কুড়ি (২০ বৎসর) সময় মধ্যে উহা বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং ১০৬ ধারার (খ) অনুচ্ছেদে অথবা (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কারণ ছাড়া উক্ত সময় মধ্যে খাজনা কমানো যাইবে না।

ধারা ১১৫। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়অরে বিধি নিষেধ।– অত্র অধ্যায়ের অধীনে খাজনার হার নির্ধারণ অথবা কোন খাজনা নির্ধারণ অথবা খাজনার হার নির্ধারণে অথবা খাজনা নির্ধারণ বাদ সম্বন্ধে কোন মামলা অথবা অপর কোন আইনগত কার্যক্রম ১১১ ধারায় বর্ণিত বিষয় ছাড়া কোন দেওয়ানী আদালতে দাখিল করা যাইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জোতের সংযুক্তকরণ, উপবিভাগকরণ এবং একত্রীকরণ

ধারা ১১৬। একই গ্রামে প্রজার জোতের সংযুক্তকরণ।– একই গ্রামের মধ্যে একই প্রজার যদি পৃথক একাধিক ভূখন্ড থাকে, তবে উক্ত ভূখন্ডগুলি কিংবা উহার কতিপয় যদি পৃথক প্রজাস্বত্বের অধীন হয়, তবে উক্ত ভূখন্ডগুলি রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ ক্রমে একই প্রজাস্বত্বে সংযুক্ত করা যাইবে।

ধারা ১১৭। জোতের উপবিভাগ এবং উহাতে বিধি–নিষেধ।– (১) এই অংশের অন্যত্র ভিন্ন কিছু থাকা সত্ত্বেও, রাজস্ব কর্মকর্তা–

(ক) ১১৬ ধারা অনুযায়ী প্রজাস্বত্বের সংযুক্তির উদ্দেশ্যে, হয় স্বীয় উদ্যোগে না হয় এই উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সহ–শরীক প্রজা কর্তৃক তাহার নিকট আবেদন ক্রমে; বা

(খ) ১১৯ ধারা অনুযায়ী মালিকের জোতের একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে, হয় তাহার নিজ উদ্যোগে না হয় এই উদ্দেশ্যে তাহার নিকট আবেদনক্রমে; বা

(গ) খাজনা বন্টনের জন্য এজমালী প্রজাস্বত্বের উপবিভাগের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সহ-শরীক কর্তৃক তাহার নিকট আবেদন ক্রমে, সহ-শরীক প্রজাদের মধ্যে এজমালী প্রজাস্বত্বের উপবিভাগ এবং উহার বকেয়া খাজনা সহ, যদি থাকে, তদকর্তৃক যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত খাজনার বন্টনের জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ আদেশ প্রদান করা হইবে না যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষদিগকে উপস্থিত হওয়ার ও এই ব্যাপারে শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান করা না হয়ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যেখানে (গ) দফা অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হয় এবং ইহার কারণে খাজনার বন্টন প্রজাস্বত্বের অংশের খাজনা এক টাকার নিম্নে আনয়ন করে, সেখানে এক টাকার অংশ একটি পূর্ন টাকায় পরিণত হইবে।

(২) ১৯৬৭ সালের ৮ নম্বর অধ্যাদেশ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) একটি এজমালী জোতকে উপবিভাগ করিয়া যখন (১) উপধারা অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হয়, তখন ঐ উপবিভাগ মাঠে চিহ্নিত হইতে পারে এবং ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে ম্যাপে প্রদর্শিত হইতে পারে।

ধারা ১১৮। এই ধারাটি ১৯৬৪ সালের ৬ নম্বর আইনের ৬ ধারা বলিয়াদে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ধারা ১১৯। জোতের একত্রীকরণের জন্য আবেদন করার অধিকারী ব্যক্তি।— (১) একই বা পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন গ্রামে জমি ভোগ-দখলকারী দুই বা ততোধিক রায়ত তাহাদের জোত-জমা একত্রীকরণের জন্য রাজস্বকর্মকর্তার নিকট নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন পেশ করিতে পারেন এবং এইরূপ একত্রীকরণে সহিত একটি পরিকল্পনাও পেশ করিতে পারেন।

(২) কোন গ্রাম বা সংলগ্ন গ্রাম সমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশের কম নহে এমন সংখ্যক রায়ত, যদি উক্তগ্রাম বা গ্রামসমূহের তিন-চতুর্থাংশের কম নহে এইরূপ কৃষি জমি ধারণ করিয়া থাকেন এবং তাহাদের জোত-জমাসমূহ একত্রীকরণের জন্য (১) উপধারার বিধান মোতাবেক আবেদন করেন, তাহা হইলে আবেদন উক্তগ্রাম বা গ্রামসমূহের সকল রায়তের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা ১২০। আবেদন গ্রহন— (১) ১১৯ ধারা অনুযায়ী একত্রীকরণের আবেদন পাওয়ার পর রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত আবেদন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন এবং যদি অনুসন্ধান করার পর বিবেচনা করেন যে, উক্ত আবেদন নাকচ করার জন্য অথবা একত্রীকরণ হইতে কোন জমি বাদ দেওয়ায় জন্য যথাযথ এবং যথেষ্ট কারণ আছে তাহা হইলে তিনি উক্ত আবেদন নাকচ করার আংশিক অথবা অনুমোদিত না হওয়ার কারণ প্রদর্শন করিয়া সুপারিশসহ আবেদনটি নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন এবং উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ঐরূপ সুপারিশ পাওয়ার পর যাহা যথাযথ মনে করিবে ঐরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(২) যদি রাজস্ব কর্মকর্তা (১) উপধারা অনুযায়ী কোন সুপারিশ না করেন অথবা যদি উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ রাজস্ব কর্মকর্তার সুপারিশ পাওয়ার পর রাজস্ব কর্মকর্তাকে আবেদন সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বীকার করিয়ো লওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তার উক্ত আবেদন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে যাহা যেখানে প্রযোজ্য হয়, স্বকিার করিয়া লইবেন এবং এই অধ্যায়ের বিধানাবলী এবং এই আইন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উহা পরিচালনা করিবেন।

ধারা ১২১। একত্রীকরণের জন্য স্বীকৃত পরিকল্পনার অনুমোদন।— যখন জোতের একত্রীকরণের জন্য কোন পরিকল্পনা ১১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আবেদনসহ দাখিল করা হয় এবং উক্ত পরিকল্পনা তদসহ উক্ত পরিকল্পনায় এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের শর্ত ক্ষতিগ্রস্থ রায়তদের দ্বারা স্বীকৃত হয়, তখন রাজস্ব কর্মকর্তা ১২০ ধারা অনুযায়ী আবেদন সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে স্বীকার করার পর উক্ত পরিকল্পনা পরীক্ষা করিবেন এবং উক্ত রূপ পরীক্ষার পর সংশোধন সহ বা ব্যতীত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিবেন, অন্যথায় রিভিশনের জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন এবং রিভিশনের পর অনুমোদন করিতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিবেন না, যদি জমির পুনঃ বন্টনের পরিণতিতে খাজনার বন্টনের দ্বারা পরিকল্পনার অধীনস্থ সকল জোতের মোট খাজনার পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

ধারা ১২২। একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং উপদেষ্টা পর্ষদ নিয়োগ।— (১) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, যথাঃ

(ক) যেখানে ১১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আবেদনের সংগে জোতের একত্রীকরণের কোন পরিকল্পনা দাখিল করা না হয় বা যেখানে আবেদনের সংগে ঐরূপ পরিকল্পনা দাখিল করা হয় কিন্তু এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ রায়তদের দ্বারা উহা অস্বীকৃত হয় নাই; বা

(আ) যেখানে ঐ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আবেদন জানানো হইয়াছে; বা

(ই) যেখানে সরকার নোটিফিকেশনের দ্বারা আদেশ প্রণয়ন করিয়া নির্দেশ দেয় যে কোন এলাকায় জোতের একত্রীকরণ সম্পন্ন হইবে এবং উক্ত এলাকার রায়তের (১ক) উপধারা অনুযায়ী স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, রাজস্ব কর্মকর্তা ঐ সকল গ্রামে বা এলাকায়, যাহা যেখানে প্রযোজ্য হয়, ঐ সকল আবেদনের বা প্রত্যেক রায়তের জোতের একত্রীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেকটি পরিকল্পনা এই আইনের বিধানাবলী ও এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হইবে

(১ক) (১) উপধারা (ই) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নোটিফিকেশন প্রকাশিত হওয়ার পর রাজস্ব কর্মকর্তা নোটিফিকেশনের সংগে সম্পর্কযুক্ত এলাকার রায়তদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহা প্রয়োজন মোতাবেক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, জোতের একত্রীকরণের জন্য একটি স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য আহ্বান জানাইবেন।

(২) কোন এলকায় (১) উপধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাহাকে সাহায্য করার জন্য অথবা (১ক) উপধারা অনুযায়ী কোন এলকার ক্ষেত্রে জোতের একত্রীকরণের জন্য স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, উক্ত এলাকা সম্পর্কে একটি উপদেষ্টা পর্ষদকে ঐরূপ কারিগরী সহায়তা দান করিবেন।

(২ক) যখন (১ক) উপধারা অনুযায়ী একটি স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় তখন রাজস্ব অফিসার ১২১ ধারায় যে নিয়ম বর্ণিত আছে ঐ নিয়ম অনুযায়ী উক্ত পরিকল্পনা পরিচালনা করিবেন.

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষগণের মধ্যে সবচাইতে বেশি স্বীকৃতি সম্বলিত একত্রীকরণের প্রস্তাবকে বিবেচনায় আনিবেন এবং একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে জমির পুনঃ বন্টনের ক্ষেত্রে তিনি দেখিবেন যাহাতে জোতের সর্বমোট এলাকা বা উহা হইতে উদ্ভূত সুবিধা যতটুকু সম্ভব কম পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

(৪) যদি (১) উপধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, জমির পুনঃ বন্টন তাহার জমির মূল খন্ডের বাজার মূল্যের চাইতে রায়তের নিকট বন্টনকৃত জমির খন্ডের বাজার মূল্য কম আনয়ন করে তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা ঐ পরিকল্পনার মধ্যে ঐ রায়তকে ঐ রায়ত দ্বারা, যে রাজস্ব কর্মকর্তার মতানুসারে প্রথমোক্ত রায়তের বেশি মূল্যবান জমি বন্দোবস্ত দ্বারা উপকৃত হয়, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

(৫) (১) উপধারা অনুযায়ী জোত একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকতর্া, যেখানে জমি ঐ প্রকারের হয় যাহাতে বিভিন্ন এলাকার উৎপাদিকা শক্তি এক বৎসর হইতে আর এক বৎসরে পরিবর্তিত হয় এই বিষয় যথাযথ বিবেচনার মধ্যে আনিবেন, যতটুকু সম্ভব জোতের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবেন এবং যেখানে দাগগুলি বিভিন্ন সমতলে অবস্থান করে সেখানে জোতকে দুই বা ততোধিক ব্লকে একত্র করিতে পারেন যাহাতে প্রত্যেকটি বিভিন্ন সমতলে থাকে।

(৬) ১২১ ধারা অথবা ১২৩ ধারা অনুযায়ী কোন এলাকায় জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা অনুমোদনের পূর্বে, উক্ত এলাকায় অবস্থিত জমিতে সংযুক্তরেহেন সহ সমস্ত দায়ের যতটুকু সম্ভব নিশ্চয়তা বিধান করিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিয়া দায়ের সুবিধা প্রাপক ব্যক্তিগণকে এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাহাদের স্বার্থ সম্পর্কে ঘোষণা দিবার জন্য আহ্বান জানাইবেন এবং তখন যে ব্যক্তির অনুকূলে দায় সৃষ্ট করা হইয়াছে তাহার দায়িত্ব হইবে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট উক্ত দায় সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করা এবং যদি উক্ত ব্যক্তি উক্ত সময়ে দায় সম্পর্ক ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে মূলত দায়বদ্ধ জমির অংশ বিশেষ, যাহা একত্রীকরণের পর মালিকের থাকিল না, এর সহিত সংযুক্ত দায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

(৭) (১) উপধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে, রাজস্ব কর্মকর্তা দেখিবেন যাহাতে এই পরিকল্পনার অধীনস্থ সকল জোতের মোট খাজনার পরিমাণ জমির পুনঃ বন্টনের পরিণতিতে খাজনা [illegible] হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়।

(৮) যেখানে জোতের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়, সেখানে জোতের একত্রীকরণের জন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে, রাজস্ব কর্মকর্তা একই সংগে এই ভাবে খাজনা বন্টন করিবেন যাহাতে জোতের মালিকের উপর পরিণতি পূর্বের মত প্রত্যেক জোতের মূল্যের অনুপাতে থাকে।

(৯) প্রত্যেক একত্রীকৃত জোতের একটি পৃথক খাজনা থাকিবে।

ধারা ১২৩। পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ এবং আপত্তি শুনানী।— (১) যখন জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, তখন রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, প্রকাশের সময় কোন কিছু ভূক্ত হওয়া বা কোন কিছু বাদ যাওয়া সম্পর্কে আপত্তি গ্রহণ করিবেন ও বিবেচনা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ঐ সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) যদি উক্ত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি উথাপন না করা হয় অথবা যেখানে আপত্তি উথাপন করা হইয়াছে এবং উক্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা সংশোধন সহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) ই, পি, অধ্যাদেশ নং ১৫/১৯৬১ এর দ্বারা বাতিল।

ধারা ১২৪। আপীল।— (১) ১২১ ধারা অথবা ১২৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি, এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপীল দায়ের করিতে পারে এবং এইরূপ আপীলে উক্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত (২) উপধারার শর্ত সাপেক্ষে, চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (১) উপধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আপীলের আদেশের বিরুদ্ধে এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট দ্বিতীয় আপীল করা যাইবে।

ধারা ১২৫। পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন।— যখন ১২৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আপীল করার সময়ের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যদি এইরূপ কোন আপীল করা হয়, যখন উক্ত ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী দ্বিতীয় আপীল করার সময়েরও পরিসমাপ্তি ঘটে এবং উক্ত ধারার (১) এবং (২) উপধারা অনুযায়ী সকল আপীলের নিষ্পত্তি ঘটে এবং উক্ত আপীলের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পরিকল্পনা নাকচ করিয়া চূড়ান্ত আদেশ প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত ধারা অনুযায়ী আপীলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশ বলবৎ করার জন্য পরিকল্পনা সংশোধন করিবেন এবং অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিয়া একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

ধারা ১২৬। পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পর গ্রামের স্বত্বলিপি সংশোধন এবং উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার তারিখ।— (১) ১২৫ ধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হওয়ার পর রাজস্ব কর্মকর্তা এই অংশ অনুযায়ী রক্ষিত, পরিকল্পনার সংগে সম্পর্কিত গ্রামের বা গ্রাম সমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং সকল প্রজা যাহারা উক্ত পরিকল্পনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহারা বিনামূল্যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট হইতে উক্তরূপ সংশোধিত স্বত্বলিপির এক কপি পাইবে।

(২) যখন ১২৫ ধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় তখন উহা ঐ পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখের পরবর্তী কৃষি বৎসরের শুরু হইতে কার্যকরী হইবে.

ধারা ১২৭। জোতের সীমানা চিহ্নিকরণ।— জোতের একত্রীকরণ পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সংগে সংগে পরিকল্পনার আওতাধীন জোতের চৌহদ্দি নির্ধারণ করার জন্য অথবা জোতের অন্তর্ভূক্ত সরজমিনে জমির অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য রাজস্ব কর্মকর্তা যাহা অনুমোদন করিতে পারেন এইরূপ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সার্ভেয়ার বা আমীন নিযুক্ত করিবেন।

ধারা ১২৮। একত্রীকরনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের ফলাফল এবং উহার অধীনস্থ রায়তদের অধিকার।— (১) ১২৫ ধারা অনুযায়ী পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর উক্ত পরিকল্পনার সংগে সম্পর্কযুক্ত সকল রায়তদের উপর উহা বাধ্যকর হইবে।

(২) ১৯৬১ সালের ১৫ নম্বর অধ্যাদেশে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ প্রত্যেক রায়ত যেদিন উক্ত পরিকল্পনা কার্যকর হইবে সেইদিন হইতে বন্টনকৃত জোত সমূহের দখলের অধিকারী হইবে, এবং রাজস্ব কর্মকর্তা ঐ রায়ত কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে আবেদন জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে উক্তরূপ বন্টনকৃত জোতে উক্ত রায়তকে দখল প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) একত্রীকরণের পূর্বে তাহার মূল জোতে যেরূপ অধিকার ছিল একজন রায়তের ১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনার অধীনে তাহাকে বন্টনকৃত একই অধিকার থাকিবে।

ধারা ১২৯। একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত জমির দায়।— (১) আপাততঃ বলবৎকৃত আইনে বা কোন চুক্তিতে অন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি ১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনার আওতাভূক্ত রায়তের জোত উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কোন বন্ধক বা অন্যান্য দায়ের অধীন হয় তাহা হইলে উক্ত বন্ধক বা অন্যান্য দায় ঐ তারিখ হইতে ঐ পরিকল্পনার অধীনে ঐ রায়তের নিকট বন্টনকৃত জোতের বা পরিকল্পনার মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত ঐ জোতের অংশ বিশেষ হস্তান্তরিত বা সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। ইহার পর হইতে যে জমি বন্ধক বা অন্যান্য দায় হস্তান্তরিত হইয়াছে সে জমিতে বন্ধক গ্রহীতা দায়প্রাপকের অধিকারের অবলুপ্তি ঘটিবে এবং ঐ মূল জমিতে বা উহার অংশ বিশেষ বা উহার বিরুদ্ধে যেখান হইতে উক্ত বন্ধক অন্যান্য দায় হস্তান্তরিত হইয়াছে উহার যে অধিকার ছিল তাহা বন্টনকৃত জমি বা উহার অংশ বিশেষ বা উহার বিরুদ্ধে বিদ্যমান থাকিবে।

(২) ১২৮ ধারার (৩) উপধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, রাজস্ব কর্মকর্তা রেহেন বা দায় (১) উপধারা অনুযায়ী হস্তান্তরিত হইয়াছে এইরূপ জোত বা উহার অংশ বিশেষের দখলের অধিকারী রেহেনগ্রহীতা বা অন্যান্য দায়প্রাপক কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ জোতের বা উহার অংশ বিশেষ রেহেনগ্রহীতা বা দায়প্রাপককে দখল গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ধারা ১৩০। হস্তান্তর কার্যকরী করার জন্য দলিলের অপ্রয়োজনীয়তা।— সাময়িকভাবে বলবতকৃত অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য হস্তান্তর কার্যকরী করিতে লিখিত দলিলের প্রয়োজন হয় না।

ধারা ১৩১। একত্রীকরণের কার্যক্রম বিচারধীন থাকাবস্থায় জোতের হস্তান্তর।— (১) এই অধ্যায় অনুযায়ী কোন কার্যক্রম বিচারাধীন থাকা সময়ে, কোন ব্যক্তি উক্ত কার্যক্রমের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন জমি রাজস্ব কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবে না এবং যেখানে এইরূপ অনুমতি লইয়া উক্ত জমি হস্তান্তরিত হয় সেখানে হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত কার্য্যক্রমে পক্ষভুক্ত হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং জমি হস্তান্তরকারীর স্থলে তাহাকে কায়মোকাম করা হইবে।

(২) ১২৫ ধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখে ও তারিখ হইতে কোন সহ-শরীককে বহিস্কার করিয়া জোতের অংশ বিশেষ লাগাতার দখলের দ্বারা স্বত্ব অর্জন করিতে পারিবে না।

ধারা ১৩২। একত্রীকরণের কার্যক্রমের খরচ আদায়।— (১) এই অধ্যায় অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের কার্যক্রমের খরচ, একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা ১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, উক্ত পরিকল্পনা দ্বারা যাহাদের জোত প্রভাবিত হইয়াছে এইরূপ রায়তদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে আবেদনকারীরা তাহাদের জোত একত্রীকরণের জন্য একটি স্বীকৃত পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছে সেখানে ১১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উত্থিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অথবা ১২২ ধারার (১ক) উপধারা অনুযায়ী প্রস্তুত স্বীকৃত পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্থিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোন খরচ উদ্ধার করা হইবে না।

(২) উপরে উল্লিখিত খরচের অংশ যাহা কোন রায়ত প্রদান করার জন্য দায়ী, উক্ত পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত রায়তের জোতের ক্ষেত্রে বকেয়া খাজনা হিসাবে সরকার কর্তৃক উদ্ধারযোগ্য হইবে।

ধারা ১৩৩। বকেয়া সরকারী দাবি হিসাবে ক্ষতিপূরণ আদায়।— ১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভবে অনুমোদিত পরিকল্পনার ক্ষতিপূরক্ষ হিসাবে বর্ণিত কোন অর্থ বকেয়া সরকারী দাবি হিসাবে আদায় করা যাইবে।

ধারা ১৩৪। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে বাধা।— এই অধ্যায়ে বর্ণিত রায়তদের জোতের একত্রীকরণ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কোন আবেদন বা মামলা কোন দেওয়ানী আদালত গ্রহণ করিবে না।

ধারা ১৩৪ কা. দিনাপজুর জেলার জন্য বিশেষ বিধান।— এই অধ্যায়ের উপরে উল্লিখিত ধারাগুলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা এই অধ্যায়ের বিধানাবলী অনুযায়ী দিনাজপুর জেলার দেবীগঞ্জ ও বোদা থানা এলাকায় কার্যকরী হইয়া থাকিলে উহা প্রথম হইতে বাতিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং একত্রীকরণের অব্যবহিত পূর্বে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জমিতে প্রজাদের বিদ্যমান অধিকার ও স্বার্থ এমন স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে যেন কখনই একত্রীকরণ করা হয় নাই।

ষষ্টদশ অধ্যায়

খাজনা এবং খাজনা আদায় সম্বন্ধীয় বিধানাবলী

ধারা ১৩৫। খাজনার কিস্তি।— (১) চুক্তি অথবা প্রতিষ্ঠিত রীতি সাপেক্ষে কোন রায়ত কর্তৃক পরিশোধনীয় খাজনা দুই সমান কিস্তিতে নির্ধারিত তারিখে দেয়, হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) চুক্তি সাপেক্ষে অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনা বার্ষিক এক কিস্তিতে কৃষি বৎসরটির শেষ দিনে পরিশোধ করিতে হইবে।

ধারা ১৩৬। খাজনা প্রদানের সময় ও স্থান।— (১) প্রত্যেক রায়ত প্রতি কিস্তির খাজনা প্রদান করিবে বা যাচনা করিবে ও প্রত্যেক অকৃষি প্রজা যেদিন খাজনা প্রদানের জন্য নির্ধারিত থাকে সেই দিন সূর্যাস্তের পূর্বে উহা প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন রায়ত অথবা কৃষি প্রজা খাজনা প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে যে কোন সময় ঐ বৎসরের বাবদ দেয় খাজনা প্রদান বা যাচনা করিতে পারিবেন।

(২) খাজনা প্রদান বা যাচনা করা যাইবে–

(ক) গ্রাম্য তহশীল অফিসে অথবা এতদ উদ্দেশ্যে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত সুবিধাজনক স্থানে, বা

(খ) নির্ধারিত নিয়মে ডাক মানি অর্ডার যোগে;

(৩) যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়মে ডাক মানি অর্ডারযোগে খাজনা প্রেরণ করা হয় সেক্ষেত্রে বিপরীত কিছু প্রমান না হওয়া পর্যন্ত অনুমান করা হইবে যে উহা যাচনা করা হইয়াছে।

(৪) যেক্ষেত্রে ডাক মানি অর্ডারযোগে প্রেরিত খাজনার অর্থ গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে এই গ্রহণের ঘটনাকে ডাক মানি অর্ডার ফরমে উল্লেখিত বিবরণাদির শুদ্ধতা স্বীকারের সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে না।

(৫) যদি কোন খাজনা বা উহার কোন কিস্তির বা কিস্তির অংশ পরিশোধযোগ্য হইলে বা তৎপূর্বে প্রদান করা না হইলে উহা বকেয়া খাজনা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

ধারা ১৩৭। খাজনা পরিশোধ বন্ধন।— যেক্ষেত্রে একজন রায়ত বা অকৃষি রায়ত খাজনা বাবদ কোন অর্থ প্রদান করে সেক্ষেত্রে উহা দ্বারা আপাতত: বলবৎ আইনে তামাদি হয় নাই এমন কোন বকেয়া, যদি থাকে, মিটানো হইবে এবং বকেয়া মিঠাইবার পর কোন অতিরিক্ত অর্থ থাকিলে বা কোন বকেয়া না থাকিলে সম্পূর্ণ অর্থ চলতি বৎসরের খাজনার জন্য পরিশোধিত হইবে।

ধারা ১৩৮। খাজনা প্রদান করিলে রায়ত রসিদ পাওয়ার অধিকারী।— প্রত্যেক রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কালেক্টর কর্তৃক লিখিতভাবে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে একটি লিখিত রসিদ পাইবার অধিকারী হইবে যাহা উক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে

ধারা ১৩৯। বকেয়ার দায়ে জোত বিক্রয়।– কোন রায়তের জোত বা কোন অকৃষি প্রজার প্রজাস্বত্ব উহার খাজনার দায়ে ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইন মোতাবেক স্বাক্ষরকৃত কোন সার্টিফেকেট জারীমূলে বিক্রয়যোগ্য হইবে এবং খাজনাই উহার উপর প্রথম চার্জ হইবে।

ধারা ১৪০। বকেয়া সমূহের উপর সুদ।– কোন খাজনা অথবা উহার কিস্তি দেয় হওয়ার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত বা ১৯১৩ সালের সরকারী দাবি আদায় আইনের অধীনে সার্টিফিকেট দায়েরের তারিখ পর্যন্ত, যাহা আগে ঘটে, সময়ের নিমিত্ত ঐরূপ খাজনা অথবা কিস্তির টাকার উপর শতকরা ৬·২৫ টাকা হারে সাধারণ সুদ প্রদান করিতে হইবে।

ধারা ১৪১। ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইন মোতাবেক বকেয়া খাজনা আদায়।– সকল প্রকার বকেয়া খাজনা শুধুমাত্র ১৯১৩ সালের সরকারী দাবি আদায় আইনের অধীনে সরকার এই বিষয়ে যে বিধি প্রণয়ন করিবেন উহার বিধান সাপেক্ষে আদায় করা যাইবে, অন্য প্রকার নহে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীনে স্বাক্ষরিত বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য উক্ত সার্টিফিকেট দায়িককে গ্রেফতার এবং তাহাকে দেওয়ানী কয়েদে আটক করিয়া কার্যকরী করা যাইবে না।

ধারা ১৪১ক। কতিপয় ক্ষেত্রে বিক্রয় বন্ধ করার জন্য আদালতে বন্ধকের দেনা হিসাবে অর্থ প্রদান।– যেক্ষেত্রে কোন সহ-অংশীদার, প্রজার কোন জোত বা প্রজাস্বত্বের স্বার্থ ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইন মোতাবেক স্বাক্ষরিত দেয় দাবী আদায়ের সার্টিফিকেট জারীর উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপিত হয় ইহাতে তাহার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সেক্ষেত্রে বিক্রয়কে বন্ধ করার জন্য যদি সে প্রয়োজনীয় অর্থ আদালতে প্রদান করে সেক্ষেত্রে

(ক) তদকর্তৃক প্রদত্ত অর্থ শতকরা বার্ষিক ৬ $\frac{১}{২}$ টাকা হারে সুদসহ দেনা হিসাবে গণ্য হইবে ও উক্ত জোত অথবা প্রজাস্বত্ব তাহার নিকট বন্ধক দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে; ও

(খ) ঐ জমি অথবা প্রজাস্বত্বের উপর বকেয়া খাজনার দায় ছাড়া অপর কোন দায়ের চেয়ে তাহার বন্ধক অগ্রাধিকার পাইবে।

(২) অত্র ধারার কোন কিছুই উক্ত সহ-শরীকদারের অপর কোন প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবে না।

ধারা ১৪২। তামাদি।– যে বৎসরের খাজনা বকেয়া পড়ে সেই বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য তামাদি মেয়াদ সেই বৎসরের শেষ দিন হইতে তিন বৎসর কাল হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

খতিয়ান সংরক্ষণ ও সংশোধন

ধারা ১৪৩। খতিয়ান সংরক্ষণ।– কালেক্টর অত্র আইনের ৪র্থ খন্ড অথবা এই খন্ড অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত অথবা পুনঃপরীক্ষিত খতিয়ান নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবেন, প্রকৃত ভুল শুদ্ধ করিয়া ও উহাতে নিম্নলিখিত হেতুতে পরিবর্তনগুরি অন্তর্ভুক্ত করিবেন–

(ক) হস্তান্তর অথবা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নাম জারী;

(খ) জোত ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগকরণ, একত্রীকরণ বা সংযুক্তকরণ;

(গ) সরকার কর্তৃক ক্রয় করা ভূমি অথবা জোতের নূতন বন্দোবস্ত; এবং

(ঘ) ভূমি পরিত্যাগ অথবা সিকস্তি অথবা অধিগ্রহণ জনিত কারণে খাজনা মওকুফ।

ধারা ১৪৩ক। বাতিল

টীকা ঃ খতিয়ান সংরক্ষণ ও পরিমার্জন সম্পর্কিত নীতিমালার বিস্তারিত ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল অংশে দেখুন।

ধারা ১৪৪। খতিয়ানসমূহ সংশোধন।– (১) সরকার যদি কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে করেন তবে সরকার কোন জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার স্বত্বলিপি সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রণয়ন অথবা পুনঃ পরীক্ষণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া আদেশ দিতে পারেন।

(২) সাধারণভাবে উপরোল্লিখিত ক্ষমতার ক্ষতি সাধন না করিয়া সরকার বিশেষ ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোনটি সম্বন্ধে আদেশ দান করিতে পারেন, যথা–

(ক) যেক্ষেত্রে মোট প্রজাগণের অর্ধেকের কম নয় ঐরূপ আদেশ প্রদানের নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছে।

(খ) যেক্ষেত্রে প্রজাগণের মধ্যে বিরাজমান অথবা উত্থিত হইতে পারে এমন সাংঘাতিক ধরনের বিবাদ মিমাংসার জন্য; এবং

(গ) যেক্ষেত্রে কোন জেলা অথবা জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার খাজনা নির্ধারণ করার পর্যায়ে আছে।

(৩) (১) নং উপধারায় প্রদত্ত কোন আদেশ সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইলে বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত আদেশ যথাযথভাবে প্রদানের চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে ১ নং উপধারায় কোন আদেশ প্রদান করা হয় যেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার উক্ত আদেশ মোতাবেক প্রণয়নকৃত অথবা পুনঃপরীক্ষিত খতিয়ানে ঐ সকল বিবরণ সমূহ রেকর্ড করিবেন যেইগুলি নিরূপণ করা হইবে।

(৪ক) (অ) অত্র আইনের অন্যত্র যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন, রাজস্ব অফিসার নিম্নলিখিত ক্ষেতে ভূমির খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃ নির্ধারণ করিবেন। যথা

(ক) যে ক্ষেত্রে রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত ভূমির খাজনা ৪র্থ অধ্যায় অথবা ৯৮(ক) ধারার অধিন নির্ধারণ করা হয় নাই অথবা ১০৭ ধারা মোতাবেক উক্ত ভূমি সম্বন্ধীয় খাজনার ব্যবস্থা করা হয় নাই, অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে ক অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক কোন ভূমির খাজনা কৃষি ভূমি হিসাবে নির্ধারণ করা হয় ও পরবর্তীতে উক্ত ভূমি অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বা ভাইস ভার্সা। রাজস্ব অফিসার এই ধারা মোতাবেক কোন খাজনা নির্ধারণ ও পুনঃ নির্ধারণের বেলায় ২৬ ধারায় উল্লেখিত নীতি সমূহ বিবেচনা করিবেন।

(আ) যেক্ষেত্রে কোন জোতের অংশ অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার ৯৮(ক) ধারার ৩ নং উপধারায় উল্লেখিত নীতি সমূহ মোতাবেক ব্যবস্থা নিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে (৪) নং উপধারায় উল্লেখিত বিবরণসমূহ ধারণ অথবা অন্তর্ভূক্তের জন্য খতিয়ান প্রণয়ন অথবা পুনঃপরীক্ষণ করা হয় এবং (৪ক) উপধারা মোতাবেক খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃ নির্ধারণ করা হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত নিয়মে প্রণয়নকৃত অথবা পুনঃপরীক্ষিত স্বত্বলিপির খসড়া নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রকাশ করিবেন ও, উক্ত প্রকাশের সময় কোন কিছু অন্তর্ভূক্ত হওয়া অথবা বাদ পড়া সম্বন্ধে আপত্তিসমূহ গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন।

(৬) (৫) নং উপধারা মোতাবেক দায়েরকৃত আপত্তির উপর রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের পদ মর্যাদার নীচে নয় এইরূপ নির্ধারিত রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময় সীমার ভিতর আপীল দায়ের করিতে পারেন।

(৭) যখন ঐরূপ সমস্ত আপত্তি এবং আপীলের বিবেচনা ও নিস্পত্তি এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি মালা মোতাবেক সম্পন্ন হয় তখন রাজস্ব অফিসার চূড়ান্তভাবে রেকর্ড প্রণয়ন করিবেন এবং নির্ধারিত নিয়মে উহা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন ও এই ধারা মোতাবেক রেকর্ড সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং পুনঃপরীক্ষণ করা হইয়াছে মর্মে উক্ত প্রকাশ চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে একটি খতিয়ান (৭) নং উপধারায় চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার ল্যান্ড রেকর্ডস-এর ডাইরেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ভিতর ঐ চূড়ান্ত প্রকাশ এবং উহার তারিখের বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট দিবেন এবং উহাতে তাহার নাম অফিসের পদবী সহ স্বাক্ষর ও তারিখ দিবেন।

ধারা ১৪৪ক। স্বত্বলিপির বিশুদ্ধতার অনুমান।— ১৪৪ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বা পরিমার্জনকৃত প্রতিটি স্বত্বলিপির লিখন উহাতে বর্ণিত বিষয়ের এইরূপ লিখনের সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং অশুদ্ধ বলিয়া সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

ধারা ১৪৪খ। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে বিধি—নিষেধ।— (১) যখন ১৪৪ ধারার (১) উপ ধারার বিধান অনুযায়ী কোন এলাকার স্বত্বলিপি প্রস্তুত করনের বা পরিমার্জনের নির্দেশ দিয়া আদেশ দেওয়া হয়, তখন ১১১ ধারারবিধান সাপেক্ষে, কোন দেওয়ানী আদালত খাজনা পরিবর্তনের বা কোন প্রজাস্বত্বের বিষয়ে প্রজার মর্যাদা নির্ধারণের জন্য কোন মামলা বা আবেদন গ্রহণ করিবেন না এবং এইরূপ আদেশের পর যদি এইরূপ এলাকার এইরূপ কোন মামলা বা আবেদন বিচারাধীন থাকে, তাহা আর চলিবে না এবং বাতিল হইবে এবং উক্ত তারিখের পরে কোন মমলার কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ দেওয়া হয় বা আবেদনের কোন আদেশ দেওয়া হয় তাহা অকার্যকরী হইবে এবং কোন বৈধ ফল হইবে না।

(২) এই অধ্যায় অনুযায়ী স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও পরিমার্জনের কোন নির্দেশ দিয়া আদেশ দেওয়া হইলে বা এইরূপ স্বত্বলিপি বা উহার অংশ বিশেষ প্রস্তুতকরণ, প্রকাশনা, স্বাক্ষরকরণ বা তসদিককরণ সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা বা আবেদন দাখিল করা যাইবে না এবং যদি এইরূপ কোন মামলা বা আবেদন দেওয়ানী আদালতে বিচারাধীন থাকে তাহা আর চলিবে না এবং বাতিল হইবে এবং যদি এইরূপ কোন মামলায় কোন রায়, ডিক্রী বা আদেশ দেওয়া হয় অথবা এইরূপ আবেদনের কোন আদেশ দেওয়া হয় তাহা অকার্য্যকরী হইবে এবং কোন বৈধ ফল হইবে না।

ধারা ১৪৫। স্বত্বলিপি পরিমার্জনের খরচ আদায়।– (১) যেখানে এই অধ্যায়ের অধীনে কোন জেলা, জেলার অংশ বিশেষ বা স্থানীয় এলাকায় স্বত্বলিপি প্রস্তুতকরনের ও পরিমার্জনের নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে, এইরূপ প্রস্তুতকরণ ও পরিমার্জনের জন্য যাহা খরচ হইবে তাহা রায়তের এবং ভূমির অন্যান্য দখলকারীদের নিকট হইতে যদি থাকে এইরূপ অংশ হারে কিস্তিতে আদায় করা হইবে, যাহা সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্ধারণ করিতে পারেন।

তবে শর্ত থাকে যে, চতুর্দশ অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী এইরূপ রায়তের যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারনের লক্ষ্যে যেখানে ১৪৪ ধারার (২) উপধারার (গ) দফা অনুযায়ী স্বত্ব লিপি প্রস্তুত করনের ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে, সেখানে খরচের কোন অংশই রায়তদের বা দখলকারদের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী খরচের যে অংশ যাহা কোন ব্যক্তির দিতে হইবে তাহা উক্ত জেলা, জেলার অংশ বিশেষ বা স্থানীয় এলাকার মধ্যে অবস্থিত উক্ত ব্যক্তির জোতের বকেয়া খাজনা বা অন্য স্বার্থ হিসাবে যাহাই হউক, সরকার আদায় করিতে পারিবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অধিক্ষেত্র, আপীল, রিভিশন এবং রিভিউ

ধারা ১৪৬। রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপর তদারক ও নিয়ন্ত্রন।– (১) রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপর সাধারণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ ভূমি প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যাস্ত থাকিবে এবং ঐ সকল কর্মকর্তা ভূমি প্রশাসন বোর্ডের অধীন থাকিবে।

(২) (১) উপধারার বিধান সাপেক্ষে বিভাগীয় কমিশনার তাহার বিভাগের অন্যান্য সকল রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিবেন।

(৩) উপরোল্লিখিত বিধান এবং বিভাগের কমিশনারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে কালেক্টর তাহার জেলার অন্যান্য সকল রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিবেন।

ধারা ১৪৭। আপীল।– এই অংশ বা এই অংশের আইন অনুযায়ী প্রণীত বিধিমালাতে আপীলের বিশেষ বিধান সাপেক্ষে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক এই অংশের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মূল বা আপীল আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত ভাবে আপীল করা যাইবে, যথাঃ

(ক) কালেকটরের নিকট, যখন কালেকটরের অধীনস্থ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয়;

(কক) বিভাগের কমিশনারের নিকট, যখন বিভাগের মধ্যে জেলার কালেক্টর কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয়;

(খ) ১৯৭৩ সালের পি, ও ১২ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(গ) ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট, যখন বিভাগের কমিশনার কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয়।

ধারা ১৪৮। আপীলের জন্য তামাদি।–১৪৭ ধারা অনুযায়ী আপীলের জন্য তামাদির সময়সীমা যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল জানানো হয় সেই আদেশের তারিখ হইতে চলিতে থাকিবে এবং উহা নিম্নরূপ হইবে অর্থাৎ–

(ক) কালেকটরের নিকট আপীল –৩০ দিন

(খ) বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল–৬০ দিন

(গ) ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট আপীল–৯০ দিন।

ধারা ১৪৯। রিভিশন।– (১) এই অংশের আওতায় রিভিশনের বিশেষ বিধান সাপেক্ষে, কালেক্টর তাহার নিজ উদ্যোগে তাহারই অধীনস্থ একজন রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক এই অংশের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে

অথবা এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে দাখিলকৃত কোন আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ আদেশ পরিমার্জন করিতে পারিবেন।

(১ক) একজন বিভাগীয় কমিশনার তাহার নিজ উদ্যোগে তাহার বিভাগের মধ্যকার কোন জেলার কালেক্টর কর্তৃক এই অংশের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে অথবা এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে দাখিলকৃত কোন আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ আদেশ পরিমার্জন করিতে পারিবেন।

(২) ১৯৭২ সালের ১২ নম্বর পি, ও, বলিয়াদে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ভূমি প্রশাসন বোর্ড উহার নিজ উদ্যোগে এই অংশের অধীনে কোন বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দাখিলকৃত কোন আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ আদেশ পরিমার্জন করিতে পারেন।

(৪) ভূমি প্রশাসন বোর্ড যে কোন সময় এই অংশের অধীনে সংরক্ষিত স্বত্বলিপির লিখন অথবা এই অংশের অধীনে প্রস্তুতকৃত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত সেটেলমেন্ট রেইট রোলে যথার্থ ভুল রহিয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে সংশোধনের আদেশ দিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়া থাকিলে এই ধারার অধীনে আদেশের পরিমার্জন করা যাইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, আপীলের সংশ্লিষ্ট পক্ষবৃন্দকে বিষয়টির উপর শুনানীর জন্য যুক্তি সংগত নোটিশ প্রদান না করিয়া (৪) উপধারার অধীনে কোন সংশোধনীর আদেশ দেওয়া যাইবে না।

ধারা ১৫০। রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক রিভিউ।– (১) একজন রাজস্ব কর্মকর্তা যে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের আবেদনক্রমে অথবা স্ব-উদ্যোগে তাহার নিজের প্রদত্ত অথবা তাহার পূর্ববর্তী কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের এই অংশের অধীনে পেশকৃত যে কোন আদেশ রিভিউ করিতে পারেন এবং এইরূপ কোন আদেশ রিভিউ করিতে গিয়া এইরূপ আদেশকে পরিবর্তন খণ্ডন বা বহাল রাখিতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, (ক) এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে একটি আদেশের রিভিউর জন্য আবেদন করা না হইলে অথবা যখন এইরূপ আবেদন ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর দাখিল করা হয় তখন উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন না করার যথেষ্ট কারণ ছিল রাজস্ব কর্মকর্তাকে আবেদনকারী সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে গ্রহণ করা যইবে না;

(খ) যদি এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা হইয়া থাকে অথবা উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশনের আবদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ আদেশ রিভিউ করা যাইবে না; এবং

(গ) উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরকে শুনানী করার জন্য হাজির হইবার জন্য যুক্তি সংগত নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত রিভিউতে একটি আদেশ সংশোধন বা পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) রিভিউর আবেদন নাকচ করিয়া অথবা রিভিউতে পূর্ববর্তী কোন আদেশ বহাল রাখিয়া আদেশ দেওয়া হইলে তৎবিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

ধারা ১৫১। এই আইন অনুযায়ী আপীল, রিভিশন ও রিভিউ–এর আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমা গণনা।–(১) ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের (১৯০৮ সালের ৯ নম্বর আইন) ৬,৭,৮ এবং ৯ ধারার ২৯ ধারার (২) উপধারা, পঞ্চম অংশ অনুযায়ী আনীত সকল মামলা, আপীল এবং আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং এই আইনের প্রথম অধ্যায়ের বিধান সাপেক্ষ পূর্ববর্তী আইনের অবশিষ্ট বিধানাবলী উক্ত অংশ অনুযায়ী আনীত সকল মামলা আপীল ও আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(২) পঞ্চম অংশে বর্ণিত সকল মামলা, আপীল ও আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে, তামাদির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়ের না হইলে ঐরূপ দায়েরকৃত মামলা, আপীল ও আবেদন খারিজ হইয়া যাইবে যদিও তামাদির বিষয় ওজর করা হয় নাই।

অষ্টাদশ–ক অধ্যায়

খাজনা মুওকুফের বিশেষ বিধানাবলী

ধারা ১৫১–কা কতিপয় জমির ক্ষেত্রে খাজনা মওকুফ।– (১) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছু বলা থাকুকনা কেন, যেখানে মালিক বা অকৃষি প্রজা এমন জমি অধিকারে রাখে যাহা প্রথমত গণপ্রার্থনা বা ধর্মীয় পূজা, গণ–কবর বা শ্মশানের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে ঐ জমির খাজনা মওকুপের জন্য সে নির্ধারিত ফরমে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন জানাইতে পারে।

(২) এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসক যাহা যথাযথ মনে করিবেন ঐরূপ অনুসন্ধান করার পর নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, আবেদনে বর্ণিত জমি উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয় কি না।

(৩) যদি জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনে বর্ণিত জমি উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তিনি নির্ধারিত প্রদ্ধতিতে ঐ ব্যবহৃত জমির এলাকা নির্ধারণ করিবেন এবং ঐ এলাকায় খাজনা মওকুফ করিয়া দিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন এবং যদি জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে ঐ আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন।

(৪) যদি (৩) উপধারা অনুযায়ী নির্ধারিত এলাকা জোত বা প্রজাস্বত্বে অংশ বিশেষ হয়, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক এই এলাকাকে অবশিষ্ট জোত বা প্রজাস্বত্ব হইতে পৃথক করিবেন এবং ঐ এলাকার জন্য নিষ্কর প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি করিবেন।

(৫) যেখানে (৪) উপধারা অনুযায়ী পৃথক নিষ্কর প্রজাস্বত্বের সৃষ্টি হয়, সেখানে জেলা প্রশাসক জোত বা প্রজাস্বত্ব যাহা হইতে নিষ্কর প্রজাস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রদানযোগ্য খাজনা ঐ নিষ্কর প্রজাস্বত্বের এলাকার অনুপাতে হ্রাস করিবেন।

(৬) (৩) উপধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করিতে পারেন।

(৬ক) (৬) উপধারা অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনারের আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট রিভিশনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৭) ১৯৭৩ সালের ১২ নম্বর পি, ও দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৮) ভূমি প্রশাসন বোর্ড যে কোন সময় স্ব উদ্যোগে বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ পরিমার্জিত করিতে পারিবেন।

(৯) এই ধারা অনুযায়ী খাজনা প্রদান করা হইতে অব্যাহতির আদেশ, এইরূপ আদেশের পরবর্তী কৃষি বৎসরের শুরু হইতে কার্যকরী হইবে।

ব্যাখ্যা– অত্র ধারায়,

(ক) গণপ্রার্থনা বা গণপূজারস্থান অর্থ নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত,স্থায়ীভাবে রক্ষিত ও একান্তভাবে কোন ধর্ম অথবা বিশ্বাসের অনুসারী ব্যক্তিরা যে স্থান পূজা বা প্রার্থনার জন্য ব্যবহার করে যেমন মসজিদ, জামাতখানা, ঈদগাহ, মন্দির, গীর্জা, মঠ, ইহুদীদের ধর্মমন্দির (Synagogue), প্যাগোডা ইত্যাদি এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সংলগ্ন এলাকা ইহার অন্তর্ভূক্ত কিন্তু আর্থিক লাভের জন্য ব্যবহৃত ভূমি ইহার অন্তর্ভূক্ত নহে।

(খ) জেলা প্রশাসক বলিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ইহার অন্তর্ভূক্ত।

অষ্টাদশ খ অধ্যায়

কৃষি জমি সম্পর্কে ভূমি রাজস্ব মওকুফের বিশেষ বিধান

ধারা ১৫১গ। কতিপয় ক্ষেত্রে কৃষি জমি সম্পর্কিত রাজস্ব মওকুফ।– এই আইনের অন্যত্র ভিন্ন কিছু থাকা সত্ত্বেও এবং এই অধ্যায়ের শর্ত সাপেক্ষে, যেখানে যে কোন পরিবার কর্তৃক বাংলাদেশে অধিকৃত মোট কৃষি জমির পরিমান পঁচিশ বিঘা অতিক্রম করিবে না সেখানে উক্ত পরিবার ১৩৭৯ বাংলা সালের পহেলা বৈশাখ হইতে অথবা ১৫১–ঝ ধারা অনুযায়ী উহা যে তারিখ হইতে মওকুফের অধিকারী হইবে সেই তারিখ হইতে যাহা যেখানে প্রযোজ্য হয়, উক্ত জমি সম্পর্কিত ভূমি রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে যে পরিবারের অধিকৃত জমির পরিমাণ পঁচিশ বিঘা অতিক্রম করিয়াছিল, সে পরিবার ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ১৫১ ঘ ধারা অনুযায়ী বিবরণী দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হস্তান্তরের কারণে মোট জমির পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পঁচিশ বিঘা বা তাহার কম হওয়ার ফলে ভূমি রাজস্ব মওকুফ পাওয়ার দাবির অধিকারী হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারা অথবা ১৫১ঝ ধারা অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব মওকুফ কোন ব্যক্তিকে ১৯৫৮ সালের অর্থ (তৃতীয় অধ্যাদেশ)। (১৯৫৮ সালের ৮২ নম্বরই, পি, অধ্যাদেশ) অনুযায়ী অতিরিক্ত উন্নয়ন এবং রিলিফ কর, ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় (গ্রামাঞ্চল) প্রথামিক শিক্ষা আইন (১৯৩০ সালের ৭ নম্বর বঙ্গীয় আইন) অনুযায়ী সেস্‌কর ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের (১৯৫৯ সালের ৮ নম্বর পি, ও,) অধীনে স্থানীয় রেটস, যাহা ভূমি রাজস্বের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে এবং সাময়িকভাবে বলবত কৃত অন্য কোন আইন অনুযায়ী প্রদানযোগ্য অন্য কোন খাজনা, কর, সেস্‌ কর প্রদান করা হইতে অব্যাহতি পাইবে না।

ধারা ১৫১ঘ। পঁচিশ বিঘার অতিরিক্ত কৃষি জমির অধিকারী পরিবার প্রধান কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে বিবরণী দাখিল।— ১৯৭৩ সালের ৩১ শে জানুয়ারীর মধ্যে, সকল পরিবারের প্রধানগণ, যাহারা হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা যাহাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বাংলাদেশে পঁচিশ বিঘার উর্দ্ধে কৃষি জমি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে অথবা বিবরণী দাখিলের তারিখে অধিকারে রাখিত বা রাখে, তাহারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে ঐ সকল জমির একটি বিবরণী রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার সকল ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, কোন শ্রেণীর ক্ষেত্রে বা কোন এলাকার ক্ষেত্রে বিবরণী দাখিলের সময় সীমা যাহা যথাযথ মনে করিবেন ততদিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

ধারা ১৫১ ঙ। বিবরণী দাখিল না করা বা ইচ্ছামূলক জমি গোপন করার জন্য শাস্তি— কোন পরিবারের প্রধান যে বিবেচনা সংগত কারণ ব্যতীত, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৫১-ঘ ধারা অনুযায়ী বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় বা ঐ ধারা অনুযায়ী তদকৃর্তক দাখিলকৃত বিবরণীতে ইচ্ছামূলকভাবে কোন কিছু বাদ দেয় বা অসত্য ঘোষনা প্রদান করে, সে এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার দায়ে দায়ী হইবে এবং যে জমির জন্য কোন বিবরণী দাখিল করা হয় নাই বা যাহা বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হইয়াছে বা যাহার সম্পর্কে অসত্য ঘোষণা করা হইয়াছে ঐ জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারের উপর ন্যস্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে বিবরণী দাখিলের ব্যর্থতা বা বিবরনীতে কোন জমি বাদ বা অসত্য ঘোষনা এমন জমি সম্পর্কে ঘটে যাহা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বা তাহার পরে ঐ পরিবারের কোন সদস্য কর্তৃক হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই জমি বাজেয়াপ্ত হইবে না কিন্তু তাহার পরিবর্তে ঐ পরিবারের সদস্য বা সদস্যরা যে জমি দখলে রাখিয়াছে সেই জমি হইতে সমপরিমাণ জমি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

ধারা ১৫১চ। কতিপয় ক্ষেত্রে মওকুফপ্রাপ্ত জোতের পুনঃ নির্ধারনের জন্য দায়।— যদি কোন ব্যক্তি যে ১৫১গ ধারা অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব প্রদান হইতে নিষ্কৃতি পায় পরবর্তীকালে কোন সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্রয়, দান, হেবার দ্বারা বা অন্য কোন ভাবে কৃষি জমি অর্জন করে যাহা তৎকর্তৃক বা তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক ইতিপূর্বে অর্জিত মোট কৃষি জমির সংগে সংযুক্ত হইয়া সর্বমোট পঁচিশ বিঘার অতিরিক্ত হয় তাহা হইলে তৎকর্তৃক বা তাহার পরিবারের সদস্য কর্তৃক অধিকৃত সর্বমোট কৃষিজমি নিম্নলিখিত তারিখ হইতে ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হইবে; যথাঃ

(১) বাংলা বৎসরের পহেলা কার্তিকের পূর্বে অর্জনের ক্ষেত্রে ঐ বৎসরের পহেলা কার্ত্তিক হইতে কার্যকরী হাইবে; এবং

(২) বাংলা বৎসরের পহেলা কার্ত্তিক বা পহেলা কার্ত্তিকের পরে অর্জনের ক্ষেত্রে ঐ অর্জনের তারিখের পরবর্তী বাংলা বৎসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকরী হইবে।

ধারা ১৫১ছ। কতিপয় ক্ষেত্রে অর্জিত জমির জন্য পরিবারের প্রধান কর্তৃক বাধ্যতামূলক ভাবে বিবরণী দাখিল।— কোন পরিবারের প্রধান যে, অথবা যাহার পরিবারের কোন সদস্য কৃষি জমি অর্জন করার ফলে পরিবার কর্তৃক অর্জিত কৃষিজমির মোট পরিমান ১৫১চ ধারা অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হয় ঐ অর্জনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৎকৃর্তৃক ও তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক সকল কৃষি জমির একটি বিবরণী রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

ধারা ১৫১জ। বিবরণী দাখিল না করা বা ইচ্ছামূলক ভাবে জমি গোপন রাখার জন্য শাস্তি।– একজন পরিবারের প্রধান যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৫১ছ ধারা অনুযায়ী বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় বা ঐ ধারা অনুযায়ী তৎকর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণীতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু বাদ দেয় বা অসত্য ঘোষনা প্রদান করে সে এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার দায়ে দায়ী হইবে এবং যে জমির জন্য কোন বিবরণী দাখিল করা হয় নাই বা যাহা বিবরণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে বা যাহার সম্পর্কে অসত্য ঘোষনা প্রদান করা হইয়াছে ঐ জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে।

ধারা ১৫১ঝ। জমির পরিমানে হ্রাসপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব প্রদান করা হইতে নিষ্কৃতি।– যেখানে কোন পরিবার কর্তৃক ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১৫১ঘ বা ১৫১ঙ ধারা অনুযায়ী বিবরণী দাখিলের পর উত্তরাধিকার বা প্রকৃত হস্তান্তরের কারণে পঁচিশ বিঘা বা তাহার কম হয়, সেখানে ঐ পরিবারের প্রধান নির্ধারিত ফরমে ভূমি রাজস্ব প্রদান করা হইতে নিষ্কৃতি চাহিয়া ঐ হ্রাসপ্রাপ্তির তারিখ ও কারণ বর্ণনা করিয়া রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট আবেদন জানাইতে পারিবে এবং রাজস্ব কর্মকর্তা যথাযথ অনুসন্ধান করার পর আবেদনে বর্ণিত বিবরণী সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত তারিখ হইতে ঐ নিষ্কৃতি অনুমোদন করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন, যথা:

(১) বাংলা বৎসরের পহেলা কার্তিকের পূর্বে আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ বৎসরের পহেলা কার্তিক হইতে কার্যকরী হইবে।

(২) বাংলা বৎসরের পহেলা কার্তিক বা পহেলা কার্তিকের পরে আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ আবেদনের তারিখের পরবর্তী বাংলা বৎসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকরী হইবে।

ধারা ১৫১ঞ। পরিবার ও পরিবারের প্রধানেরি সংজ্ঞা।– (ক) কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত 'পরিবার' ঐ ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, পুত্রের পুত্র ও পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা:

তবে শর্ত এই যে, একজন বয়স্ক ও বিবাহিত পুত্র যে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্ব হইতে বিরামহীন ভাবে তাহার পিতামাতা হইতে স্বাধীনভাবে পৃথক মেসে বসবাস করিয়া আসিতেছে সে ও তাহার স্ত্রী-পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা একটি পৃথক পরিবার গঠন করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে:

আর ও শর্ত থাকে যে, ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আল-আওলাদ দেবোত্তর বা অন্য কোন ট্রাষ্টের অধীনস্থ জমি যেখানে সুবিধাভোগীদের তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ঐ সকল সম্পত্তি হস্তান্তর করার অধিকার থাকে সেই ক্ষেত্রে ঐ সকল সুবিধাভোগীরা একত্রে ঐ সকল জমি সম্পর্কিত পৃথক পরিবার গঠন কলিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে

(খ) "পরিবারের প্রধান" বলিতে বুঝায়–

(১) (ক) অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুবিধিতে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ পুরুষ বা মহিলা যাহার সম্পর্ক দ্বারা রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত নিয়মে পরিবার নির্ধারণ করেন।

(২) (ক) অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুবিধিতে বর্ণিত ক্ষেত্রে মুতওয়ালী, সেবায়েত বা ট্রাষ্টিকে, যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়।

উনবিংশ অধ্যায়

বিধিমালা

ধারা ১৫২। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।– (১) সরকার পূর্বে প্রকাশ করার পর এই খণ্ডের উদ্দেশ্যে কার্যকর করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষভাবে ও উপরোক্ত ক্ষমতার সাধারণভাবে কোন হানিকর কিছু না করিয়া নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের সকল অথবা যে কোন একটির জন্য উক্ত বিধিমালায় থাকিবে, যথা–

(ক) ৮৬ ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত আবেদনের ফরম ও ঐ উপধারায় বর্ণিত মওকুফের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার নিয়ম;

(খ) বাতিল

(গ) ৮৯ ধারায় (১) নং উপধারার ক অনুচ্ছেদ এবং (৪) নং উপধারায় বর্ণিত নোটিশের ফরম ও উহাতে বর্ণিত প্রকৃত ফী এর পরিমাণ;

(ঘ) ৯০ ধারার (৩) ও (৪) নং উপধারায় বর্ণিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) ৯২ ধারার (১) নং উপধারার খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নোটিসের ফরম ও যে নিয়মে যে সময়ের মধ্যে ঐ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে ও উক্ত ধারার (৩) নং উপধারায় বর্ণিত নোটিশ প্রকাশের নিয়ম,

(চ) ৯৪ ধারা মোতাবেক দায় হস্তান্তর করিবার জন্য রাজস্ব অফিসার কর্তৃক ভূমি নির্ধারণের নিয়ম বা উপায়;

(ছ) ৯৯ ধারার (১) নং উপধারার ক অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাজনার হার নির্ধারণ করিবার জন্য রাজস্ব অফিসার কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি ও প্রয়োগকৃত ক্ষমতা ও উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক খাজনার হারের টেবিলের ফরম, ঐ টেবিলের প্রস্তুত করণের নিয়ম ও উহাতে বর্ণিত বিবরণ সমূহ;

(জ) ৯৯ ধারার (১) নং উপধারার খ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বন্দোবস্তকৃত খাজনা বিবরণী-এর ফরম,উহা প্রস্তুতের নিয়ম ও উহাতে বর্ণিত বিবরণসমূহ;

(ঝ) ১০০ ধারার (২) নং উপধারার চ অনুচ্ছেদ এবং (৩) নং উপধারায় বর্ণিত খাজনার গড় হার নির্ধারণের নিয়ম;

(ট) ১০১ ধারার (১) নং উপধারা মোতাবেক খাজনার হারের খসড়া টেবিলের প্রকাশের নিয়ম ও উক্ত ধারার (৩) নং উপধারায় বর্ণিত রাজস্ব অফিসার;

(ঠ) ১০৮ ধারার (১) নং উপধারা মোতাবেক খসড়া বন্দোবস্তকৃত খাজনা বিবরণী প্রকাশের নিয়ম ও সময় ও উক্ত উপধারা মোতাবেক আপত্তি সমূহের নিস্পত্তি;

(ত) ১০৯ ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত অনুমোদনকারী কর্তৃকপক্ষ; ও উক্ত ধারার (৩) নং উপধারা মোতাবেক বন্দোবস্তকৃত খাজনা বিবরণী চূড়ান্ত প্রকাশের নিয়ম;

(ঢ) ১১০ ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ;

(ন) ১১১ ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত আপীল দায়েরের নিয়ম;

(ত) বাতিল

(থ) ১১৯ ধারায় (১) নং উপধারায় বর্ণিত আবেদনের ফরম;

(দ) ১২০ ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত অনুসন্ধান করার নিয়ম উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ যাহার নিকট

রাজস্ব অফিসার কর্তৃক উক্ত উপধারায় বর্ণিত আবেদন দায়ের করিতে হইবে ও উক্ত ধারার (২) নং উপধারায় বর্ণিত আবেদনসমূহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি;

(ধ) ১২২ ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত জোত সমূহের সংযুক্ত করণ প্রকল্প প্রস্তুতের নিয়ম ও উক্ত ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত উপদেষ্টা পরিষদের নিযুক্ত ও গঠন;

(ন) ১২৩ ধারার (১) নং উপধারা মোতাবেক জোতসমূহের সংযুক্তকরণের খসড়া প্রকল্প প্রকাশের নিয়ম ও সময় এবং উক্ত উপধারার অধীনে আপত্তি সমূহের নিস্পত্তি;

(প) যে সময়ের মধ্যে ও যে নিয়মে ১২৪ ধারার (১) নং উপধারা মোতাবেক আপীল এবং উক্ত ধারার (২) নং উপধারা মোতাবেক ২য় আপীল দায়ের করা যাইবে ও ঐ ধারায় বর্ণিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ;

(ফ) ১৩২ ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত জোতসমূহের সংযুক্তিকরনের জন্য কার্যক্রমসমূহের ব্যয় নির্ধারনের নিয়ম ও ঐ উপধারা অনুযায়ী ঐরূপ ব্যয় আদায়;

(ব) ১৩৫ ধারার (১) নং উপধারায় বর্ণিত খাজনার কিস্তি সমূহ প্রদানের তারিখ;

(ভ) ১৩৬ ধারা মোতাবেক খাজনা প্রদান অথবা ডাক মানি অর্ডার যোগে প্রেরণ;

(ম) ১৩৮ ধারায় বর্ণিত লিখিত রসিদের ফরম;

(য) ১৪১ ধারা মোতাবেক বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি;

(যক) ১৪৩ ধারায় বর্ণিত স্বত্বলিপি সমূহ যে উপায়ে বা নিয়মে বর্তমান পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাইবে;

(যখ) ১৪৪ ধারা অনুযায়ী স্বত্বলিপি সমূহ পরিমার্জন করিবার ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি ও প্রয়োগকৃত ক্ষমতা সমূহ।

(ঝ) "নির্ধারিত" বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত বুঝায়;

(ঞ) "নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষ" বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীন আনয়নযোগ্য আপীলের সকলগুলির বা যে কোনটির শুনানীর উদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অথবা ঐরূপ উদ্দেশ্যের জন্য বিধিমালায় নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝায়;

(ট) "নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ" বলিতে আপীল শুনানীর উদ্দেশ্য ব্যতীত এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যসমূহের সকলগুলির বা যে কোনটির জন্য সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অথবা ঐরূপ উদ্দেশ্যসমূহের জন্য বিধিমালার নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝায়;

(ঠ) "উৎপন্ন ফসল" বলিতে খড়, যে কোন শস্যের বৃন্ত ও অন্য যে কোন শস্যবিশেষ অন্তর্ভুক্ত করে;

(ড) "বিধিমালা" বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিমালা বুঝায়;

(ঢ) "পল্লী এলাকা" বলিতে পৌরসভার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন যে কোন এলাকাকে বুঝায়।

৩। অন্যান্য আইন, ইত্যাদির উপর অধ্যাদেশের প্রাধান্য।— আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনে অথবা যে কোন প্রথা রীতিতে অথবা যে কোন চুক্তি বা দলিলপত্রে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুকনা কেন এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কৃষি জমির অর্জন সীমিতকরণ

৪। কৃষি জমির অধিগ্রহণ সীমিতকরণ।— (১) যিনি বা যাহার পরিবার মাননসই ষাট বিঘা অপেক্ষা অধিক কৃষি জমির মালিক আছে এমন কোন মালিক হস্তান্তর, উত্তরাধিকার, দান বা অন্য যে কোন উপায়ে নতুন কোন কৃষি জমি অর্জন করিতে পারিবেন না।

(২) যিনি বা যাহার পরিবার ষাট মাননসই বিঘা অপেক্ষা কম কৃষি জমির মালিক আছে এমন একজন মালিক যে কোন উপায়ে নতুন কৃষি জমি অর্জন করিতে পারেন কিন্তু ঐরূপ নতুন জমি তাহার মালিকানায় থাকা কৃষি জমি সমেত ষাট মাননসই বিঘার অধিক হইবে না।

(৩) যদি কোন মালিক এই ধারার বিধানাবলী লংঘন করিয়া কোন নতুন কৃষি জমি অর্জন করেন, তাহা হইলে যে পরিমাণ জমি ষাট মাননসই বিঘার অতিরিক্ত হইবে তাহা সরকারে অর্পিত হইবে এবং উত্তরাধিকার, দান বা ইচ্ছা পত্রের মাধ্যমে অর্পিত অতিরিক্ত জমির ক্ষেত্র ব্যতীত ঐভাবে অর্পিত জমির জন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না

(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী অতিরিক্ত জমির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণ যথা নির্ধারিতব্য প্রকারে নিরূপন ও প্রদান করিতে হইবে

তবে শর্ত থাকে যে যেখানে এইরূপ ক্ষতিপূরণ শুধুমাত্র অতিরিক্ত জমির অংশবিশেষের জন্য প্রদেয় হয় সেখানে ক্ষতিপূরণ নিরূপন ও প্রদান সেই সকল অতিরিক্ত জমির অংশবিশেষের জন্য প্রদান করা হইবে যাহা মালিক এতদপক্ষে নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
স্থাবর সম্পত্তির বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধকরণ

৫। বেনামী লেনদেন চলিবে না।— (১) কোন ব্যক্তিই তাহার নিজ উপকারার্থে অন্য কোন ব্যক্তির নামে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(২) যেক্ষেত্রে কোন স্থাবর সম্পত্তির মালিক রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে উহা হস্তান্তর বা ইচ্ছাপত্র বলে দান করেন, সেক্ষেত্রে ইহা অনুমান করিয়া লইবে যে সে উক্ত সম্পত্তিতে নিহিত তাহার উপকারদায়ক স্বার্থ দলিলে বর্ণিতরূপে হস্তান্তর করিয়াছেন এবং হস্তান্তর গ্রহীতা বা অধিকারী তাহার নিজের উপকারার্থে উক্ত সম্পত্তি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মনিবের উক্ত সম্পত্তিতে উপকারদায়ক স্বার্থ হস্তান্তর করিবার অভিপ্রায় ছিল না বা হস্তান্তর গ্রহিতা বা অধিকারী মনিবের উপকারার্থে উক্ত সম্পত্তি ধারণ করেন ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য মৌখিক বা দলিল দস্তাবেজমূলক কোন সাক্ষ্যই কোন আদালতে বা কর্তৃপক্ষের সম্মুখে কোন কার্যধারায় গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়, সেক্ষেত্রে ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে ঐ ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ উপকারার্থে অর্জন করিয়াছেন, এবং যে-ক্ষেত্রে ঐরূপ হস্তান্তর পণ অপর কোন ব্যক্তি প্রদান করেন বা যোগান দেন সেক্ষেত্রে ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে ঐ অপর ব্যক্তি হস্তান্তর গ্রহিতার উপকারার্থে ঐরূপ পণ প্রদান করিবার বা যোগান দেওয়ার অভিপ্রায় ছিল এবং হস্তান্তর গ্রহিতা অপর কোন ব্যক্তির উপকারার্থে বা পণ প্রদানকারী ও যোগানদার ব্যক্তির উপকারার্থে উক্ত সম্পত্তি ধারণ করেন ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য মৌখিক বা দলিল দস্তাবেজমূলক কোন সাক্ষ্যই কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের সম্মুখে কোন কার্যধারায় গ্রহণযোগ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

বাস্তু

৬। বাস্তু হইতে উচ্ছেদ ইত্যাদি চলিবে না।— পল্লী এলাকায় মালিক কর্তৃক বাস্তু হিসাবে ব্যবহৃত কোন জমি কোন অফিসার, আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা আটক, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ বা বিক্রয়সহ সকল আইনগত কার্যধারা হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং ঐরূপ জমির মালিককে কোন উপায়েই উক্ত জমি হইতে বঞ্চিত বা বেদখল বা উচ্ছেদ করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আইনের অধীনে অন্যরূপ বাস্তু অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছু প্রযোজ্য হইবে না।

৭। বাস্তুর জন্য খাস জমির বন্দোবস্ত।— (১) পল্লী এলাকায় বাস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার উপযুক্ত কোন খাস জমি পাওয়া গেলে সরকার উক্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকদের অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকেই উপরোক্তউদ্দেশ্যে পাঁচ কাঠার অধিক অনুরূপ কোন জমি বরাদ্দ করা যাইবে না।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে বন্দোবস্তী কোন জমি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য হইবে কিন্তু হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

বর্গাদারগণ

৮। বর্গাচুক্তির অধীনে চাষ।— (১) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তিই তাহার জমি চাষ করিবার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে অনুমোদন করিবেন না এবং কোন ব্যক্তিই অপর কোন ব্যক্তির জমি তাহাদের মধ্যে ঐ জমির উৎপন্ন ফসল ভাগ করিয়া নেওয়ার শর্তে চাষ করিবেন না যদি না তাহারা অনুরূপ চাষের জন্য যথা নির্ধারিতব্য ফরমে ও পদ্ধতিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন।

(২) কোন বর্গাচুক্তি ঐ বর্গাচুক্তিতে যে তারিখ নির্দিষ্ট করা হইবে সেই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসরের মেয়াদের জন্য বৈধ থাকিবে।

৯। বিদ্যমান বর্গাদারদের স্বকৃতি।— (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অপর কোন ব্যক্তির জমি বর্গাদার হিসাবে চাষকারী কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী উক্ত জমি সংক্রান্ত বর্গাদার বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের তারিখ হইতে নববই দিনের মধ্যে (১) উপধারার বর্ণিত কোন জমির মালিক বা বর্গাদার ৮ ধারা অনুযায়ী আবশ্যক একটি চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

(৩) যদি পক্ষগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যে কোন একজন চুক্তি সম্পাদন করানোর জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পেশ করিতে পারিবেন।

(৪) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আবেদন গ্রহণের ষাট দিনের মধ্যে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অনুসন্ধান চালানোর পর আবেদনকারী উক্ত চুক্তি সম্পাদন করানোর অধিকারী কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৫) যদি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আবেদনকারী আবেদনে উল্লেখিত কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করানোর অধিকারী, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ বিরোধী পক্ষকে নির্দেশ গ্রহণের তারিখ হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং যদি উক্ত পক্ষ চুক্তি সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত পক্ষের হইয়া ইহা সম্পাদন করিবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধানবলী লংঘন করতঃ অপর কোন ব্যক্তির জমি চাষ করেন, তাহা হইলে সরকার উক্ত জমির উৎপন্ন ফসল বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করিতে পারিবেন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদপক্ষে প্রদত্ত আদেশবলে।

১৬। বিরোধ।– (১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বর্গাদার ও মালিকের মধ্যকার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত প্রত্যেক বিরোধের মীমাংসা করিবেনঃ

(ক উৎপন্ন পসলের বিভাজন বা অর্পন,

(খ) বর্গাচুক্তির অবসান,

(গ) উৎপন্ন ফসলের গোলাজাতের ও মাড়াইয়ের স্থানঃ

(২) যদি (১) উপধারায় উল্লেখিত কোন বিরোধ মীমাংসায় এইরূপ কোন প্রশ্ন উদ্ভূত হয় যে, কোন ব্যক্তি বর্গাদার কিনা অথবা উৎপন্ন ফসলের অংশ কাহার নিকট অর্পণীয় তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কোন বিরোধই গ্রাহ্য করিবে না যদি না ইহার নিকট উক্ত বিরোধ উদ্ভূত হওয়ার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উহার মীমাংসার প্রার্থনা সম্বলিত কোন দরখাস্তের মাধ্যমে বিরোধটি উপস্থাপন করা হয়। (৪) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ পক্ষগণকে শুনানরি সুযোগ দান ও সাক্ষ্য উপস্থাপন এবং ইহা যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করেন সেরূপ তদন্ত অনুষ্ঠান করার পর দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

১৭। আপীল।– (১) এই অধ্যাদেশের কোন বিধানের অধীনে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বা গৃহীত যে কোন আদেশ সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষ সমীপে আপীল চলিবে।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী আপীল আপীলকৃত আদেশ, সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা লাভের বা অবগত হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।

(৩) নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত (বলিয়া গণ্য) হইবে।

১৮। কার্যবিধি।– (১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বা নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষ কোন ব্যাপার, বিরোধ বা আপীল নিষ্পত্তিতে যথা নির্ধারিতব্য কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট কোন দরখাস্ত অথবা নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আপীল দাখিলকারী কোন ব্যক্তি যথানির্ধারিতব্য ফি প্রদান করিবেন।

১৯। কার্যে পরিণতকরণ।– নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বা নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ যথানির্ধারিতব্য পদ্ধতিতে কার্যকরী বা বলবৎ করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

২০। এখতিয়ারের প্রতিবন্ধ করা।– এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বা গ্রহীত কোন আদেশ, সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থা বা কায্যব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আদালতেই প্রশ্ন তোলা যাইবেনা এবং কোন আদালতই অনুরূপ কোন আদেশ, সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থা বা কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে কোন মোকদ্দমা বা কার্যব্যবস্থা আমলে আনিবেন না।

২১। দন্ড।– যে ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের বা বিধিমালার কোন বিধান অথবা এই অধ্যাদেশের বা বিধিমালার অধীনে কোন কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘন করেন, তিনি জরিমানা দ্বারা শাস্তিযোগ্য হইবেন যাহা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে।

২২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যাবলী পূরণকল্পে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের/মাধ্যমে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন

প্রবর্তনের প্রজ্ঞাপন

প্রবর্তন।– সংবিধিবদ্ধবিধি ও আদেশ ১৯৫–এল/৮৪ নং–১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের (১৯৮৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ) ১ ধারার (২) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রয়োগ করতঃ সরকার ১৩৯১ বাংলা সনের বৈশাখের প্রথম দিন (১৯৮৪ সনের ১৪ই এপ্রিল) উক্ত অধ্যাদেশ বরবৎ হওয়ার তারিখ হিসাবে ধার্য করিতে মনস্থ করেন।

ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৮৪

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। (১) এই বিধিমালা ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৮৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়ঃ

(ক) "ফরম" বলিতে এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম বুঝায়;

(খ) "অধ্যাদেশ" বলিতে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪' (১৯৮৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ) বুঝায়।;

(গ) "ধারা" বলিতে উক্ত অধ্যাদেশের কোন ধারা বুঝায়;

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ও নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা

২। (১) কোন নিধ্যারিত কর্তৃপক্ষ বা কোন নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষ উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে ইহার কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে–

(ক) প্রয়োজন হইলে, বাংলা ভাষায় সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং যতদূর সম্ভব দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য ১৯০৮ সনের (৫ নং আইন) দেওয়ানী কার্যবিধির নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন;

(খ) পরিদর্শন ও তদন্তের উদ্দেশ্যে পূর্ব বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইহার এখতিয়ারভুক্ত কোন জমি বা ঘর বাড়ীতে যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেরূপ কর্মকর্তাসহ প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(গ) কোন জমি বা জোত সংক্রান্ত কোন নথি বা দলিল দস্তাবেজ কোন ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে আছে এইরূপ বিশ্বাস হইলে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে একটি বিবৃতি প্রদান করিতে বা নথি ও দলিল দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে কোন অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বা নির্ধারিত আপীল কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে সমন প্রদান ও সাক্ষী হিসাবে তাহার উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) এর বিধান অনুসারে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩। (১) যদি কোন বর্গাদারের কোন কার্য ১১ ধারার (১) উপধারার (গ) হইতে (চ) পর্যন্ত দফাসমূহের বিধানাবলীর যে কোনটির আচরণের মধ্যে পড়ে অথবা যদি মালিকের ব্যক্তিগত চাষের জন্য উক্ত উপধারার (চ) দফার অধীনে বর্গাজমির আবশ্যক হয়, তাহা হইলে মালিক বর্গাচুক্তির অবসানের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে পূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া আবেদনকরিবেন।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (১) উপধারার অধীনে কোন দরখাস্তপ্রাপ্তির পর কার্যক্রম প্রস্তুত করিবেন এবং কোন উক্ত বর্গাচুক্তির অবসান করা হইবে না এই সম্পর্কে 'ক' ফরমে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য বর্গাদারকে নির্দেশ করিবেন

(৩) বর্গাদারের নিকট হইতে উত্তর পাওয়ার পর অথবা বর্গাদার নাটিশে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেরূপ তদন্তানুষ্ঠান করানোর এবং পক্ষগণকে শুনানির সুযোগদানের পর মামলায় গুণাগুন এর উপর লিখিতভাবে আদেশ প্রদান করিবেন।

৪। (১) মালিক উৎপন্ন ফসলের তাহার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে বা গ্রহণের রশিদ প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এই মর্মে ১২ ধারার (৪) উপধারার অধীনে কোন অবগতি লাভের পর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ 'খ' ফরমে একটি নোটিশ জারির মাধ্যমে

নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে মালিকে বর্গাদারের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসরের অর্পণ গ্রহণ করিতে এবং উহার জন্য রশিদ প্রদান করিতে নির্দেশ করিবেন; যাহা করিতে ব্যর্থ হইলে ১২ ধারার (৬) উপ-ধারায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে সেইরূপ বর্গাদারকে উক্ত উৎপন্ন ফসল যে কোন সরকারী ক্রয় এজেন্সীর নিকট অথবা অনুরূপ এজেন্সীর অভাবে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

(২) যখন বর্গাদার ১২ ধারার (৭) উপধারার অধীনে মালিকের অংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেন, তখন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তাহাকে 'গ' ফরমে একটি রশিদ প্রদান করিবেন।

(৩) (২) উপবিধির অধীনে উক্ত অর্থ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ অনুরূপ জমাকৃত অর্থ সম্পর্কে মালিককে 'গ' ফরমে অবগত করিবেন এবং অবগতি লাভের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ করিবেন। যদি মালিক অবগতিপত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সরকারী কোষাগারে রাজস্ব জমাখাতে উক্ত অর্থ জমা করিবেন এবং (ঙ) ফরমে উক্ত জমা সম্পর্কে মালিককে অবগত করিবেন।

(৪) ১৬ ধারার (১) উপধারার (ক) দফার অধীনে বিভাজন বা অর্পনের উদ্দেশ্যে কোন জমির যথার্থ উৎপন্ন ফসল (ফসলের পরিমাণ) নিরূপন করিবার জন্য মালিক ও বর্গাদারকে পূর্ববিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের উক্ত জমির একটি অংশে শস্য কাটার নিরীক্ষা অনুষ্ঠানের ক্ষমতা থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষতিপুরণের হার

৫। ৪ ধারার (৪) উপধারার অধীনে অতিরিক্ত জমির জন্য ক্ষতিপুরণের হার নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) যেক্ষেত্রে সরকারের উপর অর্পিত জমির মোট পরিমাণ ৫০ মানানসই বিঘার অধিক নয়, সেক্ষেত্রে উক্ত জমির বাজার মূল্যের শতকরা বিশ ভাগ হারে;

(খ) যেক্ষেত্রে সরকারের উপর অর্পিত জমির মোট ৫০ মানানসই বিঘার অধিক, সেক্ষেত্রে ৫০ মানানসই বিঘার জন্য উক্ত জমির বাজার মূল্যের শতকরা দশ ভাগ হারে;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের উপর অর্পিত হওয়ার যোগ্য জমি বাছাই করিবার ইচ্ছাধিকার পরিবারের থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্গাচুক্তি

৬। (১) ৮ ধারায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে মালিক ও বর্গাদারের মধ্যেকার সেরূপ বর্গাচুক্তি 'চ' ফরমে সম্পাদিত হইবে।

(২) প্রত্যেক বর্গাচুক্তি তিন টাকা মূল্যের অ-বিচারিক ষ্ট্যাম্পের উপর মালিক, বর্গাদার ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া তিন প্রস্থে সম্পাদিত হইবে। অ-বিচারিক ষ্ট্যাম্পের মূল সময় সময়ান্তরে সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হইতে পারে।

(৩) বর্গাচুক্তি সম্পাদন করানোর জন্য ৯ ধারার (৩) উপধারার অধীনে কোন দরখাস্তের সহিত দুই টাকা মূল্যে কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প এবং উক্ত ধারার (৫) উপধারা মোতাবেক যথা প্রয়োজনমতে বর্গাচুক্তির সম্পাদনের জন্য রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকে অপর পক্ষকে ছ ফরমে নির্দেশ প্রেরণের জন্য ডাক মাসুলের ব্যবস্থা করে উক্ত পক্ষের বর্তমান ঠিকানা সম্বলিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত খাম দিতে হইবে।

(৪) বর্গাচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ইহাকে 'জ' ফরমে একটি রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং একটি রেজিষ্ট্রিশন নম্বর প্রদান করিবেন।

প্রঞ্চম অধ্যায়

বর্গাদারের মৃত্যুর পরিণাম

৭। (১) বর্গাদারের মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরিবারের যে কোন জীবিত সদস্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট এইমর্মে আবেদন করিতে পারিবেন যে, উক্ত পরিবার বর্গাচুক্তিটি অব্যাহত রাখিতে চাহেন এবং যাহার নামে বর্গাচুক্তিটি অব্যাহত থাকিবে সেই ব্যক্তির বিবরণ উহার নিকট প্রেরণ করিবে না এই বিজ্ঞপ্তিটি "ঝ" ফরমে তিন প্রস্তে হইবে।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (১) উপবিধির অধীনে উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর ব্যাপারটির তদন্ত করিবেন এবং যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত পরিবার জমিটি চাষ করিবার মত অবস্থায় স্থিত আছেন তাহা হইলে ১০ ধারা (১) উপধারার বিধানাবলী অনুসারে উক্ত চুক্তি অব্যাহত থাকিবার অনুমতি দিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন জমির মালিক তাহার ব্যক্তিগত চাষের অধীনে উক্ত জমি আনয়ন করিতে অথবা ১০ ধারার অধীনে উক্ত জমি অপর বর্গাদার কর্তৃক চাষকরণ অনুমোদন করিতে চাহেন সেক্ষেত্রে তিনি মাত্র দুই টাকা মূল্যের কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া দিয়া নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা দাখিল করিবেন। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ অনুরূপ প্রার্থনা পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ধরনে ব্যাপারটি স্থানীয়ভাবে তদন্ত করাইয়া লইবেন এবং যদি উহা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে মৃত বর্গাদারের পরিবারে কোন সদস্যই উক্ত জমি চাষ করিবার মত অবস্থায় স্থিত নাই তাহা হইলে উহা বর্গাচুক্তিটি বাতিল করিবেন। যদি উহা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত পরিবার উক্ত জমি চাষ করিবার মত অবস্থায় স্থিত আছে, তাহা হইলে উহা মৃত বর্গাদারের উত্তরবর্তীর নাম শেষোক্তের নিকট হইতে মাত্র পাঁচ টাকার ফি আদায় করিয়া জারী করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উৎপন্ন ফসল ভাগের প্রণালী

৮। (১) যখন বর্গাদার উৎপন্ন ফসল কাটাবার পর উহার অংশ প্রদান করেন এবং মালিক উহা গ্রহণ করেন, তখন উভয় পক্ষ ১২ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী যথাপ্রয়োজন মতে "ট" ফরমে একটি রসিদ স্বাক্ষর করিবেন।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ১২ ধারার (৪) উপধারার অধীনে কোন অবগতি লাভের পর জমির উৎপন্ন ফসলের এবং বর্গাচুক্তির পক্ষগণের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের চূড়ান্ত নিরূপন সাপেক্ষে বর্গাদার কর্তৃক প্রদত্ত উৎপন্ন ফসলের মালিকের অংশের অর্পণ গ্রহণের জন্য "খ" ফরমে মালিককে একটি নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) যদি বর্গাদার ১২ ধারার (৭) উপধারা মোতাবেক যথানির্দেশ মতে মালিকের উৎপন্ন ফসলের অংশের বিক্রয়ের তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ মালিককে দেয় উৎপন্ন ফসলাংশের বাজার মূল্য নিরূপন করিবেন এবং বর্গাদার অনুরূপভাবে নির্ধারিত অংকের অর্থ জমাদানের জন্য দায়ী হইবেন।

(৪) যখন কোন বর্গাদার ১২ ধারার (৭) উপধারার অধীনে বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা দেন, তখন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত ধারার (৯) উপধারার অধীনে "খ" ফরমে মালিকের নিকট অবগতিপত্র প্রেরণ করিবেন এবং অবগতি পত্র লাভের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে অনুরূপভাবে জমাকৃত অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ করিবেন। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ডাক ও অন্যান্য মাসুলের ব্যবস্থা করে মালিককে দেয় মোট পরিমাণ হইতে মাত্র দশ টাকা পরিমাণ কাটিয়া রাখিবেন এবং উক্ত পরিমাণ চালান মারফত বিবিধ প্রাপ্তি হিসাবে সরকারী কোষাগারে জমা দিবেন।

ফরম 'ক'

১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ১১ ধারার (১) উপ-ধারা এবং উহার অধীনে প্রণীত ভূমি সংস্কার বিধিমালার ৩(১) বিধি অনুসারেবর্গাচুক্তিদর জন্য দাখিলকৃত প্রার্থনার উপর কারণ দর্শানোর নোটিশ।

প্রতিঃ নাম.....

পিতাঃ .....

ঠিকানা ঃ.....

এই মর্মে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আপনি বর্গাদার .....নং বর্গাচুক্তিনামায় বর্ণিত মালিকের জমি বর্গাচাষের জন্যগ্রহণ করিয়া ও ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের .....নং ধারা/উপ-ধারাভঙ্গ করিয়াছেন।

সেহেতু ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদশের এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী আপনার বর্গাচুক্তি বাতিল করা হইবে না, তাহার কারণ অত্র নোটিশ প্রাপ্তির চৌদ্দ দিনের মধ্যে দর্শাইবার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হইল। কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে আপনার অনুপস্থিতিই একতরফাভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

মোকাম .....

তারিখ .....

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ

ফরম 'খ'

১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ১২ ধারার (৪)উপ–ধারায় এবং উহার অধীনে প্রণীত ৪(১) বিধি অনুযায়ী মালিকের প্রতি নোটিশ।

প্রতি নাম .....

পিতা .....

ঠিকানা .....

যেহেতু আমার নিকট বর্গাদার কর্তৃক অভিযোগ করা হইয়াছে যে আপনি ..... নং বর্গাচুক্তির ভূমির ১৯. ..... সনের উঃপন্ন শস্যের আপনার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, অথবা গ্রহণ করিয়া রশিদ প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন,সেহেতু আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, অত্র নির্দেশ প্রাপ্তির, চৌদ্দ দিনের মধ্যে আপনি আপনার প্রাপ্য ফসল বর্গাদারের নিকটহইতে গ্রহণ করিয়া নির্ধারিত ফরমে রশিদ প্রদান করিবেন। অন্যথায় উক্ত তারিখের পরে আপনার প্রাপ্য ফসল বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ মূল্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জমা দেওয়ার জন্য বর্গাদারকে অনুমতি প্রদান করা হইবে।

মোকাম .....

তারিখ .....

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ

ফরম 'গ'

১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ১২ ধারার (৭) উপ–ধারা এবং উহার অধীনে প্রণীত ভূমি সংস্কার বিধিমালার ৪(২) বিধি অনুসারে মালিকের অংশের বর্গাফসল বিক্রয়লব্ধ টাকার প্রাপ্তি রশিদ।

১। মালিকের নাম ও ঠিকানাঃ

২। বর্গাদানের নাম ও ঠিকানাঃ

৩। বর্গাচুক্তিনামার নম্বরঃ

৪। মোট উৎপন্ন শস্যের বিবরণী ও পরিমাণঃ সন .....
মৌসুম.....পরিমাণ উপরে বর্ণিত মালিকের প্রাপ্য ফসলের অংশ মালিক গ্রহণ না করার উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ মোট ..... টাকা অদ্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দিলাম।

বর্গাদারের স্বাক্ষর/টিপসহি।

মালিকের প্রাপ্য অংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ মোট ..... বুঝিয়াপাইলাম।

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ।

ফরম 'ঘ'

১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ১২ ধারার (৯) উপ-ধারা এবং উহার অধীনস্থ বিধিমালার ৪(৩) বিধি অনুযায়ী মালিকের প্রতি নোটিশ।

প্রতিঃ নাম .....

পিতার নাম .....

ঠিকানা .....

যেহেতু ভূমি সংস্কার বিধিমালার ৪(১) বিধি অনুযায়ী ইতিপূর্বে আপনাকো আপনার বর্গাদারের নিকট হইতে প্রাপ্য ফসল গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া সত্বেও আপনি ঐ নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন এবং যেহেতু আপনার বর্গাদার আপনার প্রাপ্য ফসল বিক্রয় করিয়া ..... টাকা (অংকে ও কথায়) আমার নিকট জমা দিয়াছেন।

যেহেতু অত্র নোটিশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে আমার নিকট হইতে ফসল বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করার জন্য আপনপকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় অতঃপর ঐ টাকা আপনার নামে রেভিনিউ ডিপোজিটে ট্রেজারী বা ব্যাংকে জমা দেওয়া হইবে।

মোকাম .....

তারিখ .....

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ।

ফরম "ঙ"

১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ১২ ধারার (১০) উপধারা এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার ৪(৩) বিধি অনুযায়ী মালিকের প্রতি নোটিশ।

প্রতিঃ নাম .....

পিতারনাম.....

ঠিকানা .....

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যায় যে, যেহেতু আপনি আপনার প্রাপ্য ফসলের বিক্রয়লব্ধ. .... টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়ার পরও আপনি ঐ টাকা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;

সেহেতু ঐ টাকা আপনার অনুকূলে ট্রেজারী/ব্যাংকে রেভিনিউ ডিপোজিট খাতে জমা করা হইয়াছে।

মোকাম .....

তারিখ .....

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ।

ফরম "চ"

১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ৮ ধারার (১) উপ-ধারা ওউহার অধীনে প্রণীত ভূমি সংস্কার বিধিমালার ৬(১) বিধি অনুসারে ভূমি মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

বর্গাচুক্তিনামারনম্বর... তারিখ...

ভূমির মালিক	বর্গাদার
নামঃ...	নামঃ...
পিতারনামঃ...	পিতারনামঃ...
বর্তমানঠিকানাঃ...	ঠিকানাঃ...
স্থায়ীঠিকানাঃ...	

১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা বর্ণিত সকল শর্ত পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া আমার মালিক এবং বর্গাদার নিম্ন তপশিল বর্ণিত কৃষি জমি বর্গাচাষে দেওয়ার এবং বর্গাচাষের জন্য গ্রহণ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হইলাম। উৎপাদনের জন্য বং অংশ মালিক এবং .... অংশবর্গাদার বহন করিবেন সম্পূর্ণ ব্যয় মালিক বা বর্গাদার গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঘরে 'সম্পূর্ণ' কথাটি লিখিতে হইবে।

অত্র চুক্তিনামা ....সনের .... তারিখ হইতে ....সনের তারিখ পর্যন্ত উপরোল্লিখিত অধ্যাদেশ এবং বিধিমালা অনুসারে বলবৎ থাকিবে।

অদ্য .... সালের .... তারিখে স্বেচ্ছায় এবং বিনা প্ররোচনায় নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে

অত্র চুক্তিনামা সম্পাদন করিলাম।

তপসিল

মৌজার নামঃ জিলা

উপজেলা/থানাঃ

দাগ নং	জমির শ্রেণী	দাগের এরিয়া			চুক্তিভুক্ত এরিয়া		
		একর	শতাংশ	একর	শতাংশ		

....

ভূমির মালিকের স্বাক্ষর/টিপসহি

....

বর্গাদারের স্বাক্ষর/টিপসহি

সাক্ষীর স্বাক্ষর ও ঠিকানা

১।

২।

৩।

ফরম "ছ"

১৯৮৪ সনেরভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ৯ ধারার (৫) উপধারা এবং উহার অধীনে প্রণীত ভূমি সংস্কার বিধিমালার ৬(৩) বিধি অনুসারে চুক্তিনামা সম্পাদন করিয়াদেওয়ার নির্দেশ।

১। মালিকের নাম ও ঠিকানাঃ

২। বর্গাদারের নাম ওঠিকানাঃ

যেহেতু নিম্নের তফসিলভুক্ত ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ আমলে আসার পূর্ব হইতেই উক্ত বর্গাদার বর্গাচাষ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশের ৯(২) ধারাবলে উভয় পক্ষের মধ্যে ..... তারিখের ভিতর একটি বর্গাচুক্তিনামা সম্পাদিত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল;

এবং যেহেতু আপনি ..... মালিক/বর্গাদার ঐরূপ বর্গাচুক্তিনামা অদ্যাবধি সম্পাদন করিয়া দেন নাই বলিয়া আমার নিকট মালিক/বর্গাদার আবেদন করিয়াছেন এবং উহা পরীক্ষা করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে য় পক্ষের মধ্যে বর্গাচুক্তিনামা সম্পাদিত হওয়া উচিৎ

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশের ৯(৫) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনি মালিক/বর্গাদারকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি অত্র নির্দেশ প্রাপ্তির দুই সপ্তাহের মধ্যে কথিত চুক্তিনামা সম্পাদন করিয়া দিবেন; অন্যথায়নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে আমি আপনিমালিক বর্গাদার এর পক্ষে কথিত বর্গাচুক্তি সম্পাদন করিয়া দিব।

তফসিল

মৌজারনাম..... জে, এল, নং.....

উপজেলা/থানা..... জেলা .....

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির শ্রেণী	দাগের এরিয়া		
			একর	শতক	

মোকাম

তারিখ

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ

ফরম "জ"

১৯৮৫৪ সনের ভূমি সংস্কার বিধিমালার ৬(৪) বিধি অনুযায়ী বর্গাচুক্তিনামার সাধারণ রেজিষ্টার।

(পরবর্তীতে নামজারীর সুবিধার্থে প্রতিটি বর্গাচুক্তিনামার জন্য একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করিতে হইবে)

বর্গাচুক্তি নামার ক্রমিক নং এবং চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	মালিকের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	বর্গাদারের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	বর্গাচুক্তিভুক্ত ভূমির বিবরণ						বর্গাচুক্তির মেয়াদ	মন্তব্য
			মৌজার নাম	জে, এল নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	শ্রেণী	পরিমাণ		
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৪(ঘ)	৪(ঙ)	৪(চ)	৫	৬

ফরম "ঝ"

১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ১০ ধারা (১) উপধারার এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার ৭(৩) বিধি অনুসারে মৃত বর্গাদারে স্থলবর্তী ওয়ারিশগণের নামজারীর আবেদনপত্র।

বরাবরঃ

(কর্তৃপক্ষ)

.....

দরখাস্তকারীর/দরখাস্তকারীদের নাম ও ঠিকানাঃ .....

নিবেদন এই, নিম্নের তফসিলভুক্ত ভূমি আমার (দরখাস্তকারীর) আমাদের (দরখাস্তকারীগণের পিতা .... অমুক) ..... মালিকের নিকট হইতে ———— নং বর্গাচুক্তিনামাবলে বর্গা গ্রহণ করিয়া বর্গাচাষ করিতেছিলেন। বিগত ..... তারিখে তিনি মারাগিয়াছেন। আমি/আমরা দরখাস্তকারী/দরখাস্তকারীগণ তাহার স্থলবর্তী ওয়ারিশ। এই সঙ্গে ইউনিয়নপরিষদের ওয়ার্ড সদস্য/চেয়ারম্যানের নিকট হইতে একটি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিলাম। আমি/আমরা আমরা/আমাদেরপিতা কর্তৃক বর্গাচুক্তিমূলে প্রাপ্ত নিম্ন তফসিলভুক্ত ভূমি বর্গাচাষ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

অতএব, প্রার্থনা .....নং বর্গাচুক্তি স্বাক্ষর মেয়াদ পর্যন্ত যাহাতে আমি/আমরা ঐ চুক্তিভুক্ত ভূমি চাষাবাদ চালাইয়া যাইতে পারি, সেইজন্য সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে আমার/আমাদেরমৃত পিতার নামের স্থলে ওয়ারিশ হিসাবে আমার/আমাদের নাম তালিকাভুক্ত বা নাম জারী করিতে মর্জি হয়।

তারিখ .....

১।

২।

৩।

.....

(দস্তখত বা টিপসহি)

তফসিল

মৌজা ..... নং ..... উপজেলা .....

জেলা ..... খতিয়ান নং ..... দাগ নং.....

পরিমাণ .....

ফরম 'ট"

১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের ১২ ধারার (৩) উপধারা এবং উহার অধীনে ভূমি সংস্কার বিধিমালার ৮(১) বিধি অনুসারে মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে বর্গা ফসলের ভাগ প্রদান ও প্রাপ্তির রশিদ।

১। মালিকের নাম ও ঠিকানাঃ

২। বর্গাদারের নাম ও ঠিকানাঃ

৩। বর্গাচুক্তি নাম্বার নম্বরঃ

৪। মোট উৎপন্ন শস্যের বিবরণী ও পরিমাণঃ সন .....

মৌসুম ..... পরিমাণ .....

৫। মালিকের প্রাপ্য অংশ ও পরিমাণঃ অংশ ..... পরিমাণ .....

উপরে পর্ণিত মালিকের প্রাপ্য ফসলের অংশ মালিককে বুঝাইয়া দিলাম।

বর্গাদারের স্বাক্ষর/টিপসহি

ও তারিখ .....

আমার প্রাপ্য ফসলের অংশ বর্গাদারের নকিট হইতে বুঝিয়া পাইলাম।

মালিকের/প্রতিনিধির স্বাক্ষর/টিপসহি

তারিখ.....

ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন, ১৯৮৯

(১৯৮৯ সনের ২৩ নং আইন)

ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠনের জন্য বিধান করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ভূমি সংস্কারকর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠনের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল–

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।– (১) এই আইন ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২রা চৈত্র, ১৩৯৫ মোতাবেক ১৬ই মার্চ, ১৯৮৯ তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২।সংজ্ঞা।– এই আইনে "বোর্ড" বলিতে ভূমি সংস্কার বোর্ডকে বুঝাইবে।

৩। আইনের প্রাধান্য।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন।– (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, ভূমি সংস্কার বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক দুইজন সদস্যসমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবংতাঁহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

৫। বোর্ডের কার্যাবলী।– বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ–

(ক) সরকার কর্তৃক অর্পিত ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন।

(খ) কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন।

৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।– (১) ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং ১, ১৯৮৯) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূমি আপীল বোর্ড আইন, ১৯৮৯

(১৯৮৯ সনের ২৪ নং আইন)

ভূমি আপীল বোর্ড গঠনের জন্য বিধান করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ভূমি আপীল বোর্ড গঠনের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন ভূমি আপীল বোর্ড আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২রা চৈত্র, ১৩৯৫ মোতাবেক ১৬ই মার্চ, ১৯৮৯ তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- এই আইনে "বোর্ড" বলিতে ভূমি আপিল বোর্ডকে বুঝাইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক বা কেন, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **ভূমি আপীল বোর্ড গঠন।**- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, ভূমি আপীল বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক দুইজন সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

৫। **বোর্ডের এখতিয়ার।**- বোর্ড উহার উপর সরকার কর্তৃক অথবা কোন আইনের দ্বারা কিংবা আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। **পুণর্বিবেচনা।**- (১) বোর্ডের কোন আদেশের দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশটি প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য বোর্ডের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) বোর্ডের বিবেচনায় সংগত মনে হইলে আবেদনকারীর প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড উহার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদনটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে পারিবে।"

৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**- (১) Board of land Administration Act, 1980 (XIII of 1981) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত রহিতকরণের তারিখে রহিত আইন এর অধীন গঠিত ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা, অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং সরকার হয় নিজেই উহা নিষ্পত্তি করিবে নতুবা নিষ্পত্তির জন্য উহা ভূমি সংস্কার বোর্ড বা ভূমি আপীল বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে এবং যে বোর্ডের নিকট বিষয়টি প্রেরিত হইবে সেই বোর্ডই উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৮৯) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।